পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 202 Monday, 23 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২০২ সংখ্যা ❋ ৮ আষাঢ়, ১৪৩২ সোমবার, ২৩ জুন, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

গুরুতর অসুস্থ বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়

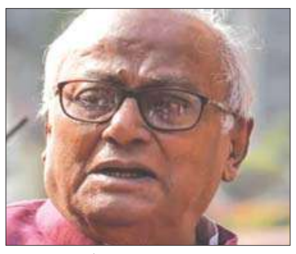

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ ছুটির দুপুরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হল মধ্য কলকাতার নামী নার্সিংহোমে। সেখানে তাঁর বিশেষ চিকিৎসা চলছে বলে খবর। শোনা যাচ্ছে, সপ্তাহখানেক ধরেই তিনি অসুস্থ, স্নায়ুর সমস্যার ভুগছেন। রবিবার দুপুরে তিনি আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন আর ঝুঁকি নেননি পরিবারের সদস্যরা। ভর্তি করান কলকাতার নার্সিংহোমে। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিনও সৌগত রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওইদিন আড়িয়াদহের বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দির উদ্বোধনে গিয়েছিলেন দমদমের বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ। গাড়ি থেকে নামার পর অসুস্থ বোধ করায় তৎক্ষণা তাঁকে রথতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। ওইদিন রাতে বছর তিরাশির সৌগতবাবুর হার্টের অপারেশন হয়, বসানো হয় পেসমেকার। তারপর অবশ্য ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু রবিবার দুপুরে বাড়িতে থাকাকালীন ফের অসুস্থ বোধ করেন সৌগত রায়। তাঁর বুকে ব্যথা হয় বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পার্ক স্ট্রিটের কাছে ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখানে চিকিৎসকরা সাংসদের শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন বলে খবর। বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। সেসবের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সর্বক্ষণ চিকিৎসকদের নজরদারিতে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। এনিয়ে চলতি বছরের মধ্যে তিনবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল সৌগত রায়কে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন সহকর্মী, অনুরাগীরা।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে নয়া পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে রাজ্যের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেছেন। নব রায়পুরে জাতীয় ফরেনসিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এর ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি, NFSU-এর স্থায়ী ক্যাম্পাসের অস্থায়ী কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। এই তিনটি উদ্যোগ কেবল ছত্তিশগড়ের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করবে না, বরং মধ্য ভারতের জন্যও একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে। এছাড়া, এই দিনে ছত্তিশগড় আই হাব এর উদ্বোধনও করা হয়েছে। শাহ আরও জানিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সায়ের নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ে একটি বিনিয়োগ শিখর সম্মেলনে ৫ লক্ষ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা রাজ্যে শিল্প বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছে। অমিত শাহ বলেন, আজ ছত্তিশগড়ের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। তিনটি নতুন উদ্যোগ এই ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রথমত, নব রায়পুরে ৪০ একর জমির উপর ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে NFSU-এর ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পাস ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে অস্থায়ী ভবন থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করবে। দ্বিতীয়ত, একই স্থানে CFSL-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যা অপরাধ তদন্তে ফরেনসিক বিজ্ঞানের ব্যবহার বাড়াবে। তৃতীয়ত, NFSU-এর স্থায়ী ভবন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শাহ জানান, এই উদ্যোগগুলো ভারতের নতুন ফৌজদারি আইন-ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম-বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নাগরিক সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ, দমকলের জন্য গ্রিন করিডর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ কলকাতা সহ আশপাশের এলাকায় দমকল বিভাগকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবার নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। শহরে ও শহরতলিতে ক্রমবর্ধমান অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় গতিবৃদ্ধির জন্য এবার তৈরি হচ্ছে বিশেষ 'গ্রিন করিডর'। পাশাপাশি, প্রতিটি দমকল গাড়িতে সংযোজন হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম, আধুনিক কন্ট্রোল রুম এবং ২৫টি নতুন ফায়ার স্টেশন। এই প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা রাজ্যের অগ্নিনির্বাপন ও আপৎকালীন পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী সুজিত বসু। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই উদ্যোগের ঘোষণা করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর ও ব্যারাকপুর কমিশনারেটের প্রতিনিধিরাও। মূল উদ্যোগগুলো কী কী? জরুরি পরিস্থিতিতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর দমকল গাড়ির গতি বাধাহীন রাখতে পুলিশ আগেভাগেই রাস্তাগুলি পরিস্কার করে দেবে। এতে সময় অপচয় কমবে, দ্রুত পৌঁছানো যাবে দুর্ঘটনাস্থলে। প্রতিটি দমকলের গাড়িতে বসানো হবে জিপিএস সিস্টেম, যার মাধ্যমে কন্ট্রোল রুম জানতে পারবে কোন গাড়ি কোথায় রয়েছে, কী গতিতে চলছে, কোন রাস্তায় এগোচ্ছে-ফলে রিয়েল টাইমে নজরদারি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। দমকল ও পুলিশের মধ্যে দ্রুত সমন্বয়ের জন্য তৈরি হবে একটি অভিন্ন আধুনিক কন্ট্রোল রুম। সেখানে থাকবে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি ব্যবস্থা ও নিরবচ্ছিন্ন কমিউনিকেশন সিস্টেম। SOS সিগন্যাল পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে নির্দেশ চলে যাবে সংশ্লিষ্ট দফতরে। এই বৈঠকে আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত হল - রাজ্যে ২৫টি নতুন ফায়ার স্টেশন তৈরি করা হবে। নতুন স্টেশনগুলির মধ্যে বেশ কিছু শহরতলি ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে তৈরি হবে, যেখানে এখনও পর্যাপ্ত দমকল পরিকাঠামো নেই। এই উদ্যোগের মূল অনুপ্রেরণা বলা যায় খিদিরপুর বাজার ও মেছুয়া হোটেলের মর্মান্তিক ঘটনা। খিদিরপুরে শতাধিক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং মেছুয়া হোটেলে ১৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই দুই ঘটনাতেই অভিযোগ ছিল দমকলের দেরিতে পৌঁছনো এবং পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব। সেই কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। সরকার চাইছে, ভবিষ্যতে যেন এমন পরিস্থিতি না ঘটে। তাই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও সময়মতো সাড়া দেওয়ার মতো একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থাগুলি চালু হলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিকে যেমন প্রযুক্তিনির্ভর ট্র্যাকিং, অন্যদিকে গ্রিন করিডরের মতো দ্রুতগামী ব্যবস্থা-সব মিলিয়ে এই উদ্যোগ নাগরিক সুরক্ষায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলেই মনে করছে রাজ্য প্রশাসন।

কেন্দ্রের অসহযোগিতায় আটকে ছিল কাজ ঃ দেব

চর্চায় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত একাধিক জেলা। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায়। তারপর থেকেই স্বাভাবিকভাবেই চর্চায় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় সাংসদ দেবকে নিশানা করেছেন বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। এবার তার পাল্টা দিলেন সাংসদ দেব। সোশাল মিডিয়ায় কেন্দ্রকে নিশানা করলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতার কারণেই ভোগান্তির শিকার ঘাটালের মানুষ। বর্ষার শুরুতেই ভেসেছে ঘাটাল-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের একের পর এক গ্রাম। জলবন্দি প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে দেবকে কটাক্ষ করছেন বিরোধীরা। বিজেপি বিধায়ক সোশাল মিডিয়ায় নিশানা করেন সাংসদ দেবকে। লেখেন, 'মানুষ দেখবেন পাগলু ঘাটালে শ্যুটিং করতে আসবেন। আর কতবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন? আপনি নিজের ঢাক নিজেই বাজিয়েছিলেন। এখন মানুষ ওনাকে ঢপবাজ বলছেন। আপনি শুধু মিথ্যা কথা বলতে জানেন, অভিনয় করতে জানেন। সিনেমা আর বাস্তবকে এক মনে করেছেন। ঘাটালের মানুষ আজ জবাব চাইছে।'রবিবার তার পাল্টা দিলেন দেব। সোশাল মিডিয়া পোস্টে মনে করিয়ে দিলেন তিনি বারবার কেন্দ্রের কাছে আর্জি করলেও লাভ হয়নি। লিখলেন, 'তিনি ১০ বছর ধরে লোকসভার সকল অধিবেশনে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের স্বপ্নকে সওয়াল করে এসেছি। অনেক চেষ্টার পরও কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। ২০২৪ সালে রাজ্য সরকারই সিদ্ধান্ত নেয় এবং এক তৃতীয়াংশ বাজেটে (৫০০ কোটি) বরাদ্দ করে। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কাজ শুরু হয়। এই মাস্টারপ্ল্যানে ৭৮ কিমি ৫২ কিমি নদীর ড্রেজিং থেকে শুরু করে বাঁধ, ব্রিজ ,খাল কাটা, খালের সংস্কারণ, কৃত্রিম নদী তৈরি করা, জমি অধিগ্রহণ সবই আছে। যার সময়সীমা কমপক্ষে ৪-৫ বছর।' অর্থাৎ কেন্দ্রের অসহযোগিতার কারণেই আটকে ছিল কাজ। এরপরই দেব আরও লিখেছেন, 'রাজ্যে বন্যা হওয়ার পর মানুষের অভিমান যথারীতি জনপ্রতিনিধিদের উপরেই হবে।' অর্থাৎ সাংসদ বোঝাতে চেয়েছেন, কেন্দ্রের কারণে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ আটকে থাকলেও মানুষ ভুল বুঝছে শাসকদলের জনপ্রতিনিধিকেই। তবে দেবের আশ্বাস,'দুর্যোগে সরকার এবং প্রশাসন আপনাদের পাশে সবসময় রয়েছে।' কারুর কথায় যেন কেউ কান না দেন।

ইরানের মাটিতে মার্কিন হামলা

ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা দ্রুত সংঘর্ষ থামানোর বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ ইরানের মাটিতে মার্কিন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ঘনিয়ে উঠেছে যুদ্ধের কালো মেঘ। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোটা ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক পথে দ্রুত সমাধানের রাস্তা খোঁজার পরামর্শ দিলেন। রবিবার ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের পর এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য প্রকাশ্যে আনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানান, ' প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছি। বর্তমানে ওই অঞ্চলে যেভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। আমাদের আবেদন এই উত্তেজনা হ্রাস করতে আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে হাঁটুক দেশগুলি। আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।'উল্লেখ্য, ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলা এই যুদ্ধে শুরু থেকেই নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে ভারত। একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে ওঠা দুই দেশই ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফলে শুরু থেকেই এই যুদ্ধ থামাতে দুই দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে নয়াদিল্লি। আবেদন জানানো হয়েছে, আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার। তবে যময় যত গড়াচ্ছে পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে যাচ্ছে। রবিবার ভোররাতে ইরানের ফোরদো, নাতাঞ্জ ও ইস্পাহান পরমাণু স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন বোমারু বিমান বি-২। মাটির নিচে অবস্থিত এই স্থাপনাগুলি ধ্বংসে ব্যবহৃত হয়েছে আমেরিকার বিধ্বংসী বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমা। আমেরিকাকে এর পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। এমনকি বিশ্বব্যাপী তেল রপ্তানির অন্যতম হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। এই প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে তা ভারতের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের। ভারত সরাসরি ইরান থেকে খুব বেশি তেল আমদানি না করলেও, ভারতকে নিজের চাহিদার ৮৫

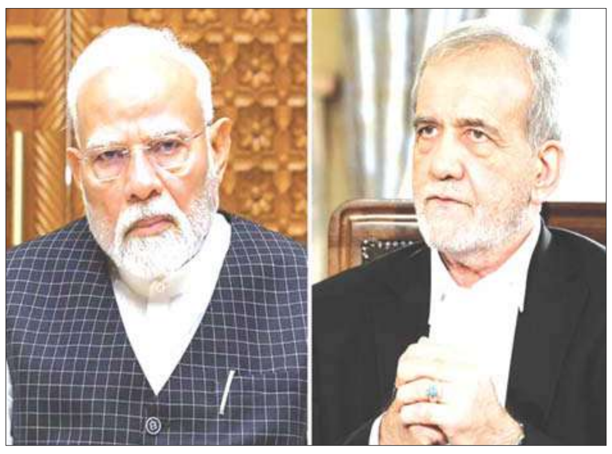

শতাংশের বেশি তেল বাইরে থেকে কিনতে হয়। এই আমদানির প্রায় .৫০ শতাংশ হরমুজ প্রণালী (বাণিজ্য পথ) দিয়ে আসে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের প্রায় ২০ শতাংশ বাণিজ্য এই পথ দিয়ে হয়। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা এই যুদ্ধের জেরে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করলে ভারতের বাণিজ্য বিরাট বাধার সম্মুখীন হবে। ইরাক, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী থেকে আসা তেলের সাপ্লাই বাধাপ্রাপ্ত হবে। যার প্রভাব সরাসরি পড়বে দেশের অর্থনীতিতে। এর পরিস্থিতিতে মারণ এই যুদ্ধ বন্ধ করতে ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনালাপ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গত ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, দু'সপ্তাহের মধ্যে ইরানে হামলা চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আমেরিকা। কার্যক্ষেত্রে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে (ভারতীয় সময় রবিবার ভোরে) ইরানের তিন পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালাল ওয়াশিংটন। প্রশ্ন হল, সম্ভাব্য হামলার খবর ছিল ইরানের কাছে? কারণ প্রকাশ্যে এসেছে ইরানের ফোরডোর পরমাণুকেন্দ্রের কিছু উপগ্রহচিত্র। সেখানে দেখা গিয়েছে, হামলার আগেই সারি সারি ট্রাক ইরানের ওই পরমাণুকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। কেন এই তৎপরতা?এই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আমেরিকার হামলার দু'দিন আগে, অর্থাৎ ১৯ জুন পরমাণুকেন্দ্রটির যে জায়গায় সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, সেই রাস্তায় ১৬টি মালবাহী ট্রাক দেখা গিয়েছিল। স্যাটেলাইট সংস্থা ' উপগ্রহচিত্রে যা দেখা গিয়েছে। পরের দিনের ছবিতে পরমাণুকেন্দ্রে প্রবেশদ্বারে কয়েকটি ট্রাক এবং বুলডোজারও দেখা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আমেরিকা হামলা চালাবে এই আশঙ্কাতেই পরমাণু প্রকল্পের জরুরি সরঞ্জাম অন্যত্র সরাচ্ছিল ইরান। আরেকটি মত হল, ইরান যাতে পরমাণু প্রকল্পের জরুরি সরঞ্জাম গোপন ঘাঁটিতে সরাতে না পারে, সে কথা ভেবেই তড়িঘড়ি হামলা চালিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিষয়ে অবশ্য ইরান বা আমেরিকা সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি।

বৃষ্টির কারণে দাম বেড়েছে সবজির, তবে মুরগি ও ডিমে স্বস্তি পেয়েছে আমজনতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এই মুহূর্তে বেশ কিছু মৌসুমি সবজির দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। লাউ, কুমড়া, করলা, পটল, ঢেঁড়স, বরবটি, শসা, বেগুনসহ আরও কিছু সবজির কেজি প্রতি দাম ৫ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ঢেঁড়স এবং বরবটির দাম কিছুটা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। খুচরা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টির কারণে মাঠ থেকে সবজি তোলা বিলম্বিত হচ্ছে। এ ছাড়া শহরে পরিবহন ব্যবস্থা কিছুটা ব্যাহত হওয়ায় সরবরাহ কম হচ্ছে। এসব কারণে দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তারা আশা করছেন, আবহাওয়া ঠিক হলে আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে সবজি সরবরাহ বাড়বে এবং দামও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পাশাপাশি, ডিম এবং মুরগির বাজারে স্থিতিশীলতা দেখা গেছে। প্রতি ডজন ডিম বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১১৫ থেকে ১২৫ টাকায়, যা গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কম। ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ১৪০ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা আগের সপ্তাহের

দরের কাছাকাছি। অর্থাৎ, এই দুটি খাদ্যপণ্যের দাম তেমন পরিবর্তিত হয়নি। ক্রেতারা বলেছেন, যদিও সবজির দাম কিছুটা বাড়তি, তবুও ডিম ও মুরগির দাম নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাদের দৈনন্দিন খরচ কিছুটা সামলানো যাচ্ছে। এমনকি, যারা একটু বেশি সবজি কিনেছিলেন, তাদের জন্য মুরগি এবং ডিমের দাম সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এদিকে, বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং ভোক্তা উভয়েই আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে পণ্য সরবরাহে সমস্যা হওয়ায় কিছুটা অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তবে আশা করা যাচ্ছে, শিগগিরই এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং দাম কমবে। এ ছাড়াও, পরিবহন ব্যবস্থা ঠিক হলে বাজারে সব ধরনের খাদ্যপণ্যের সরবরাহ আগের মতো সহজ হয়ে যাবে এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষে দামের ওঠাপড়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অতএব, সবজি এবং মুরগি-ডিমের বাজারে বর্তমানে যে সামান্য অস্থিরতা বিরাজ করছে, তা অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধান হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে যেহেতু খুচরা বাজারে পরিবর্তন প্রায় প্রতিদিনই ঘটে, তাই এই বিষয়টি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

'যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগে উদ্যোগ, ডিআইদের তালিকা তৈরির নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ সরকারি চাকরি হারানো বহু শিক্ষকই ফিরতে চান আগের পদে। সেই লক্ষ্যে তাঁরা স্কুল শিক্ষাদপ্তরে আবেদনও জমা দিয়েছেন। আবেদনকারীরা আদৌ ' নাকি ' তা খতিয়ে দেখতে জেলা পরিদর্শকদের (ডিআই) কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে শিক্ষাদপ্তর। জানা গিয়েছে, যোগ্য শিক্ষকদের পুরনো চাকরির যাবতীয় তথ্য দেওয়ার জন্য একটি ফরম্যাটও পাঠানো হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে শিক্ষাদপ্তরে জমা দিতে হবে। ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়ার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, চাকরিহারাদের মধ্যে যাঁরা ' তাঁরা পুরনো সরকারি চাকরিতে ফিরে যেতে পারেন। তবে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা তেমন কোনও সুবিধা পাবেন না। এরপরই চাকরিহারা শিক্ষকদের অনেকে পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার আবেদন করেন। ১,৫৫৬টি আবেদন জমা পড়েছে। বিকাশ ভবন, শিক্ষা দপ্তরের কমিশনার, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, প্রাইমারি, জেলা প্রাইমারিতে এ সংক্রান্ত আবেদন জমা পড়েছে পৃথকভাবে। এব্যাপারে ডিআইদের যে ফরম্যাট পাঠানো হয়েছে, সেখানে জানাতে হবে আবেদনকারীরা আগে কোথায় চাকরি করতেন। ২০১৬ এসএলএসটিতে কোন স্কুলে তাঁরা যোগদান করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীর কাজে যোগ দেওয়ার পরে ' হয়েছিল কি না, ঠিকমতো বেতন পাচ্ছিলেন কি না ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য দিতে বলা হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নতুন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই পরীক্ষায় চাকরিহারা শিক্ষকরা বসবেন না বলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন একাংশ। সুপ্রিম কোর্টে চাকরি বাতিল রায় পুর্নবিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছে রেখেছে রাজ্য সরকার। সেই মামলার শুনানি এখনও হয়নি। এই আবহে পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন চাকরিহারাদের একাংশ।

রাজনীতিতে যোগ, নির্বাচনের আগে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য সৌরভের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ তাঁর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জল্পনায় সরগরম হয়ে উঠেছিল আগেই, সালটা ২০২১। তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে দেখা গিয়েছে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন কি রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়বেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়? প্রশ্নটা সেখানেই। আর তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন মহারাজ নিজেই। এক সাক্ষাৎকারে নিজের মতামত জানিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আর একবছরও বাকি নেই। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইবেন সৌরভ? রাজনীতির ময়দানে নামবেন? সেই প্রশ্নে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি মহারাজ। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট জানান, এই নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। যদি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার প্রস্তাব পান? তাতেও আগ্রহ দেখাননি সৌরভ। তাহলে আগামী দিনে নিজেকে কোন ভূমিকায় দেখতে চান তিনি? সৌরভের জবাব, আমি কোনওদিন সেভাবে ভাবিনি এসব নিয়ে। নানা ভূমিকাতেই কাজ করেছি। পেশাদার ক্রিকেটের পর বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। মহিলাদের ক্রিকেটে উন্নতি সাধনকেই বোর্ড সভাপতি হিসাবে নিজের সেরা সাফল্য বলে মনে করেন সৌরভ। প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কি ভারতীয় দলের কোচিং করাবেন? সৌরভের জবাব, দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়। আমি এখন সবে ৫০। সব সম্ভাবনাই খোলা রাখতে চাই। দেখা যাক কী হয়। তবে বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশংসা করতে ভোলেননি সৌরভ। তাঁর মতে, বেশ ভালো কাজ করছেন গম্ভীর। বিশেষত নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে উন্নতি করেছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ। নিজের কাজ নিয়েও গম্ভীর খুবই আবেগপ্রবণ। তবে সৌরভ মেনে নিয়েছেন, ইংল্যান্ড সফরটা গম্ভীরের কাছে বিরাট পরীক্ষা।

পহেলগাঁও কাণ্ডে বড় সাফল্য এনআইএ'র, গ্রেপ্তার দুই জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ পহেলগাঁও হামলার ঠিক দুমাসের মাথায় বড় সাফল্য পেল গ্রন্থ। ওই হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে লস্কর জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এনআইএর দাবি, ওই দুই জঙ্গি মূল হামলাকারীদের আশ্রয়দাতা হিসাবে কাজ করেছে। এনআইএ সূত্রের খবর, কাশ্মীরের হিলপার্ক এলাকায় ৩ জঙ্গিকে আশ্রয় দিয়েছিল এই দুই জঙ্গি।জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পহেলগাঁও হামলার তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে তারা। সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের কাশ্মীরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া থেকে পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পারভেজ আহমেদ জোঠার নামের এক জঙ্গি কাশ্মীরের বাতকোটের এবং বসির আহমেদ জোঠার নামের ওপর জঙ্গি হিলপার্কের বাসিন্দা। এনআইএ'র তদন্তে উঠে এসেছে, ওই দুই জঙ্গি পহেলগাঁওয়ের হিলপার্ক এলাকায় কুঁড়ে ঘর তৈরি করে জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছিল। তাদের খাবারদাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রের ব্যবস্থাও এরাই করেছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই দুই জঙ্গি কাশ্মীরের বাসিন্দা হলেও আসলে তারা পাকিস্তানের নাগরিক। দুজনেই লস্কর-ই-তৈবার সদস্য। ভারতে হামলার উদ্দেশে অনেকদিন আগেই কাশ্মীরে এসে বাসা বাঁধে তারা। এই দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল হামলাকারীদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।আসলে পহেলগাঁও হামলার পর দু'মাস পেরিয়েছে। অথচ এখনও মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ২৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাক। চালিয়েও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এর মধ্যে অপারেশন সিঁদুর চালিয়ে পাক জঙ্গিদের বহু ঘাঁটি ভারতীয় সেনা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখনও মূল হামলাকারীদের নাগাল পাওয়া যায়নি। তবে এনআইএর আশা, এই দুই জঙ্গিকে জেরা করে মূল হামলাকারীদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

'জবাব ভয়ংকর হবে', আমেরিকার হানার পরই রণহুংকার ইরানের

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ আশঙ্কা সত্যি করে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল আমেরিকা। তেহরানের তিন পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে বোমা ছুড়েছে তারা। এর প্রত্যুত্তর হবে ভয়ংকর, সাফ জানালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। সে দেশের সরকারি প্রচারমাধ্যমের দাবি, প্রতিটি মার্কিন নাগরিক ইরানের টার্গেট। আমেরিকার যে লড়াই শুরু করেছে ইরান তা শেষ করবে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে আজ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, আমেরিকার সেনাবাহিনী ইরানের ফোরদো, নাতানজ ও ইসফাহানে অবস্থিত তিনটি পারমাণবিক কেন্দ্রে 'পরিকল্পিত ভাবে' হামলা চালিয়েছে। হামলার কথা মেনে নিয়েছে ইরানও। তবে 'অতর্কিত হামলা' ইরানের আণবিক শক্তির হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে সে দেশের অ্যাটোমিক এনার্জি অর্গানাইজেশন। আমেরিকার ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পাজেস্কিয়ান। তাঁর কথায়, ইহুদি রাষ্ট্র ও তাঁর বন্ধুদের ক্রমাগত হামলার জবাব দেওয়া হবে। সেই প্রত্যুত্তর হবে ভয়ংকর। দেশের মাটিতে আমেরিকার হামলাকে অপরাধমূলক আচরণ তকমা দিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আজ সকালে আমেরিকার আচরণ অত্যন্ত আপত্তিকর। এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হবে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি সদস্যর এই ঘটনায় সতর্ক হওয়া উচিত। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, বেআইনি এবং অপরাধমূলক আচরণ। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের উপস্থাপকের বার্তাকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, এখন থেকে প্রতিটি মার্কিন নাগরিক এবং সেনা কর্মী আমাদের বৈধ লক্ষ্যে পরিণত হবে। এই যুদ্ধ এখনই শুরু হয়েছে, মিস্টার ট্রাম্প। এখন আপনি শান্তির কথা বলছেন? আমরা এমনভাবে জবাব দেব, যাতে আপনি বুঝতে

পারেন বেপরোয়া কাজের পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের মতকে সে দেশের প্রশাসনের মত হিসেবেই দেখছে আন্তর্জাতিক মহল। আর সেটা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা যে বেজে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে ইরানের হামলার আশঙ্কায় আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে 'সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। এদিকে বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী ইরান বন্ধ করে দিতে পারে বলেও আশঙ্কা। ইরানের তিন পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। যার পরই ট্রাম্পের এই 'সিদ্ধান্তে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার ইরানে মার্কিন হামলার পরই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যকেই উত্তেজনা প্রশমন করে শান্তির পক্ষে বার্তা দিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, ' ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন বলপ্রয়োগে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যেই প্রান্তিক অবস্থানে থাকা এক অঞ্চল, যা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে আছে, সেখানে সরাসরি ভয়াবহ উত্তেজনা সৃষ্টি করা হল। এবার আশঙ্কা হচ্ছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।' সেই সঙ্গেই শান্তির বার্তা দিয়ে তাঁর দাবি, ' বিপজ্জনক সময়ে, বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণিঝড় এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ কোনও সমাধান নয়। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ হল কূটনীতি। একমাত্র আশা হল শান্তি।'

প্রসঙ্গত, ইরানের তিন পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। হামলার পর মার্কিন ' শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রাম্প দাবি করেছেন, 'এটা শান্তির সময়।' তাঁর হুঁশিয়ারি, ইরানের আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় আমেরিকা নিশানা সেধে রেখেছে। ইরান যদি শান্তির পথে না ফেরে তাহলে ফলাফল ভয়াবহ হবে। আমেরিকা এবার দ্রুততার সঙ্গে প্রাণঘাতী হামলা চালাবে। এদিকে ট্রাম্পের এই ' সিদ্ধান্তে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। দাবি করেছেন, ইতিহাস আমেরিকার এই পদক্ষেপকে মনে রাখবে।

গরিবের জমি দখলকারীদের রেয়াত নয়, প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশ যোগীর

গোরখপুর, ২২জুন ঃ রবিবার গোরখপুরে ' জনতা দর্শন'-এ অংশ নিয়ে মানুষের সমস্যা ও দু ঃখ-দুর্দশার কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গোরখনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে তিনি প্রায় ২০০ জনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। সমস্যা শুনেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। যোগী বলেন, প্রত্যেকে বিচার পাবেন, কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি আরও বলেন,গরিবদের জমি দখলের অভিযোগে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। ভূমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। গরিবদের উচ্ছেদকারীদের রেয়াত করা হবে না।এছাড়াও এদিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের জন্য অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। হুইলচেয়ারে আসা এক ব্যক্তিকে দেখে মুখ্যমন্ত্রী আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, চিকিৎসায় কোনও অভাব রাখবে না সরকার।দিনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী গোরখনাথ মন্দিরে পূজা দেন, গুরু মহন্ত অবেদ্যনাথের সমাধিতে প্রণাম করেন। পরে মন্দির প্রাঙ্গণে ঘোরার সময় ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন, পড়াশোনা নিয়ে খোঁজ নেন, আশীর্বাদ দিয়ে চকলেটও দেন।

আইএসআই-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, অমৃতসরে ধরা পড়ল দুই পাক এজেন্ট

চণ্ডীগড়, ২২ জুনঃপাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে কাজ করার অভিযোগে অমৃতসর থেকে দুই ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করল পঞ্জাব পুলিশ। ধৃতরা হল গুরপ্রীত সিং ওরফে গোপী ফৌজি এবং সাহিল মসিহ ওরফে শালি। তাদের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক এবং কৌশলগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গোটা রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অনেকদিন ধরেই এই দুই সন্দেহভাজনের উপর নজর রাখছিল তদন্তকারীরা। অবশেষে গত শনিবার অমৃতসরের এক নির্দিষ্ট এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির গুপ্তচর সংক্রান্ত ধারা ছাড়াও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট অনুযাযী. মামলা রুজু হযেছে। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কার্যকলাপ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ছিল এবং তারা বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার নির্দেশে নিয়মিত তথ্য পাচারের কাজ করত।পঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদব জানিয়েছেন, প্রাথমিক জেরায় গুরপ্রীত স্বীকার করেছে যে তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানের আইএসআই এজেন্টদের সঙ্গে। এমনকি সে একাধিকবার পেন ড্রাইভের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য পাকিস্তানে পাঠিয়েছে। গুরপ্রীতের অতীত খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, কারণ জানা গেছে, একসময় সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই সূত্রেই তার কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল, যেগুলি সে দেশদ্রোহিতার মাধ্যমে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছিল।অন্যদিকে সাহিল মসিহ ওরফে শালি এই গোটা ষড়যন্ত্রের একজন সক্রিয় অংশীদার বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান, সে গোপী ফৌজির সঙ্গে মিলে তথ্য সংগ্রহ এবং পাচারের কাজ করত। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন বাজেযাপ্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে একাধিক গোপন চ্যাট, সন্দেহজনক নম্বর ও পাকিস্তানি নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য পাওয়া গেছে। এই সমস্ত তথ্য এখন ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে যে, শুধু তথ্য পাচারই নয, ধৃতদের আর্থিক লেনদেনেও অসঙ্গতি রযেছে। হাওলা রুটে টাকা লেনদেন হযেছে কি না, বিদেশি অ্যাকাউন্টে অর্থ এসেছে কি না-এই সব দিক খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। ইতিমধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে পঞ্জাব জুড়ে সতর্কতা

২৭ জুন বারাণসীতে বেরোবে বাবা কালভৈরবের শোভাযাত্রা, শুরু হল প্রস্তুতি

বারাণসী,২২জুনঃকাশীতে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বাবা কালভৈরবের শোভাযাত্রার প্রস্তুতি। প্রতিবছরের মতো এবারও ২৭ জুন ভক্তিভরে পালিত হবে এই বিশিষ্ট আচার। উত্তর ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থস্থান বারাণসীতে এই শোভাযাত্রা ঘিরে এখন ব্যাপক উসাহ ও ধর্মীয় আবেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কাশীবাসীর কাছে এই দিনটি শুধুই কোনও ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি।প্রতি বছর আষাঢ় মাসে নির্ধারিত দিন অনুযায়ী বারাণসীর রাস্তায় বের হয় কালভৈরবের রথযাত্রা বা শোভাযাত্রা। ভৈরব, যিনি শিবের রুদ্ররূপ হিসেবে পরিচিত, তাঁকে 'কাশীর কোতওয়াল' অর্থাৎ নগররক্ষক হিসেবে পূজিত করা হয়। বিশ্বাস, কাশীতে প্রবেশ করে কেউ যেন ভৈরবের অনুমতি ছাড়া সেখানে স্থাযী. হতে না পারে। তাই এই শোভাযাত্রা শুধু ধর্মীয় নয়, বারাণসীর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অন্যতম স্মারক।এবারের শোভাযাত্রা ২৭ জুন নির্ধারিত হয়েছে, আর তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে স্থানীয় প্রশাসন, পুরসভা, পুলিশ বিভাগ ও ভক্ত সমাজ। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় শুরু হযেছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আলো-বাতির ব্যবস্থা। একই সঙ্গে ভিড় নিযন্ত্রণ ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রচুর পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক।বাবা কালভৈরব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হযেছে আলোকসজ্জা এবং

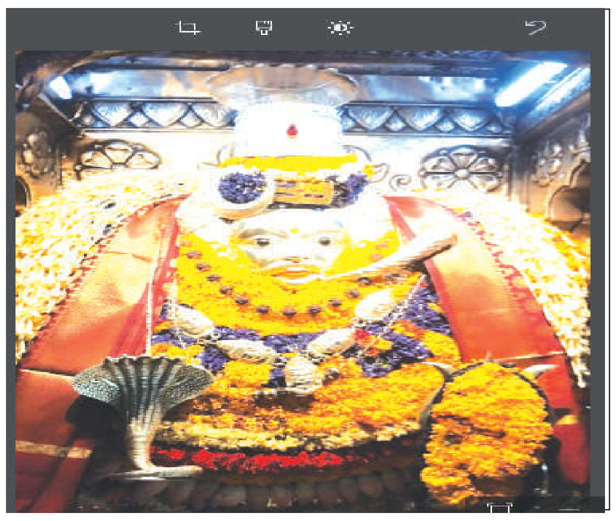

বিশেষ পুজোর আয়োজন। পুরোহিতদের নেতৃত্বে চলছে বিশেষ প্রার্থনা ও আচারানুষ্ঠান। মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এবারের শোভাযাত্রায় অংশ নিতে বিভিন্ন জেলা এবং রাজ্য থেকে হাজার হাজার ভক্ত কাশীতে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, শোভাযাত্রার রুটম্যাপ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু হবে কালভৈরব মন্দির থেকে এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে তা পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গণে এসে শেষ হবে। রাস্তায় থাকবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মেডিকেল টিম, প্রাথমিক চিকিৎসার বুথ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা।বারাণসী পুর নিগমের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শহরের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে সমস্ত ব্যবস্থাপনা তদারকি করা হচ্ছে। রাস্তা, পয় ঃপ্রণালী, ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা যাতে ব্যাহত না হয, তা নিশ্চিত করতে একাধিক দফতর যৌথভাবে কাজ করছে।অন্যদিকে, শহরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি এই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সেবা কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেছে। ভক্তদের জন্য পথে পথে প্রসাদ বিতরণ, ভোগ প্রস্তুতি, ধর্মীয় সংগীতানুষ্ঠান এবং নানা সেবামূলক কার্যক্রম চলবে দিনভর। ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক ভক্তরাও এই শোভাযাত্রায় অংশ নিতে মুখিয়ে আছেন।বাবা কালভৈরবের ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই দিনে তাঁর দর্শন ও পুজো করলে জীবনের সমস্ত কষ্ট দূর হয় আর তিনি বিপদ থেকে রক্ষা করেন। বিশেষত ব্যবসায়ী, পুলিশকর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে কালভৈরবের প্রতি এক আলাদা শ্রদ্ধা ও আস্থা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নামে রক্ষাকবচ ধারণ করা হয়, এবং কাশীর প্রতিটি উসব-অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে তিনি উপস্থিত থাকেন কোতওযাল হিসেবে।কাশীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক এই শোভাযাত্রা শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি একতা, সম্প্রীতি ও শহরের আত্মার উৎসব। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়াও বহু পর্যটক এবং বিদেশি দর্শনার্থীরা প্রতিবছর এই শোভাযাত্রা দেখতে কাশীতে আসেন।বারাণসীর মহারাজা হরিশচন্দ্র ঘাট থেকে কালভৈরব রথযাত্রা শুরু হয়েছিল শতাব্দীপ্রাচীন সময়ে। ধীরে ধীরে তা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হযেছে। এখন সেই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী স্থানীয় বাসিন্দারাও।একজন বর্ষীয়ান ভক্ত জানান, আমি ছোটবেলা থেকে এই শোভাযাত্রা দেখে আসছি। বাবা কালভৈরব আমাদের রক্ষা করেন। এই উৎসব আমাদের আত্মিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। প্রতিবার এই দিনে মনে হয় কাশীর আকাশেই যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ে।সব মিলিয়ে, ২৭ জুন বারাণসীতে বাবা কালভৈরবের শোভাযাত্রা ঘিরে ধর্মীয় আবেগ ও সাংস্কৃতিক জৌলুসের মেলবন্ধনে প্রস্তুতি নিচ্ছে গোটা শহর। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার সাথে সাথে উৎসবের আবহে যেন আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্য মিলেমিশে এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হবে, সেই আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন কাশীভক্তরা।

ছত্তিশগড়ে দু'দিনের সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নেই জোর

ছত্তিশগড়,২২জুনঃদু'দিনের সফরে ছত্তিশগড়ে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সফরের সূচনাতেই তিনি একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। মূলত নিরাপত্তা পর্যালোচনা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই সফর বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুমান। বিশেষত বস্তার অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী কার্যকলাপ দমনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব এই সফরে নতুন করে সামনে উঠে এসেছে।প্রথম দিন, রায়পুরে পা রাখার পর অমিত শাহ ছত্তিশগড় পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশু দেব সাই, উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা সহ রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। বৈঠকে মাওবাদী বিরোধী অভিযান, সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নকশাল প্রভাবিত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এরপর শাহ রওনা দেন বস্তার অঞ্চলের জগদলপুরে। এই এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্থাপন করা হয়েছে একটি নতুন BSF ক্যাম্পাস। তার উদ্বোধন করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা এবং

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা। অমিত শাহ জানান, দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে কাজ করছে। ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হিংসা অনেকটাই কমেছে। ভবিষ্যতে এই সমস্যা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্রীয়. সরকার।জগদলপুরের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ আরও বলেন, নিরাপত্তার পাশাপাশি এই অঞ্চলে বিকাশই আমাদের মূল লক্ষ্য। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ব্যবস্থা-সবকিছুতেই উন্নয়নের স্পষ্ট ছাপ রাখতে চাই আমরা। গত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পূর্ব ও মধ্য ভারতের অবহেলিত অঞ্চলগুলিতে নজিরবিহীন উন্নয়ন হয়েছে। ছত্তিশগড়ও তার ব্যতিক্রম নয়।এছাড়াও সফরের দ্বিতীয় দিনে অমিত শাহ একটি জনসভায় অংশ নেন। সেখানে তিনি ছত্তিশগড়বাসীর উদ্দেশে বলেন, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একমাত্র পথ উন্নয়ন। যে জায়গায় রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকে, সেখানে মাওবাদীরা ঠাঁই পায় না। তাই উন্নয়নই হবে ছত্তিশগড়ের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।এই সফরে কেন্দ্রের তরফে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস হয়। যার মধ্যে রয়েছে জগদলপুরে একটি নতুন ট্রমা কেয়ার ইউনিট, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির কাজ এবং স্থানীয় আদিবাসী শিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা।রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২৩ সালের শেষে ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ব্যাপক সাফল্যের অন্যতম কারিগর ছিলেন অমিত শাহ। এবারও আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপিকে সংগঠনের দিক থেকে আরও শক্তিশালী করতেই এই সফরের পরিকল্পনা। বিশেষ করে, নকশালপ্রবণ অঞ্চলে বিজেপির সংগঠনকে মজবুত করাই হতে পারে তাঁর লক্ষ্য।বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের হাত ধরেই জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। একাধিক পর্যবেক্ষক মনে করছেন, অমিত শাহের এই সফর মূলত নিরাপত্তার মোড়কে রাজনৈতিক বার্তাও পৌঁছে দেওয়ার কৌশল। মাওবাদী কার্যকলাপ দমন এবং একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠাই এই সফরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।অমিত শাহের এই সফর শেষ হবে রবিবার রাতে। সফরের শেষে ফের রাযপুরে ফিরবেন তিনি এবং সেখানে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানা গেছে। সেই বৈঠকে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংগঠন মজবুতকরণ এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনের কৌশল নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে খবর।সর্বোপরি, অমিত শাহের ছত্তিশগড় সফর কেবল প্রশাসনিক বা নিরাপত্তা ঘিরেই আবদ্ধ থাকেনি। এতে রাজনৈতিক বার্তা যেমন ছিল, তেমনই ছিল একটি স্পষ্ট বার্তা-ছত্তিশগড়ে শান্তি ও উন্নয়নের নতুন পথচলা শুরু হয়েছে, যার রাশ ধরেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

নেশামুক্ত ত্রিপুরার লক্ষ্যে বিলোনিয়ায় পুলিশের 'রান ফর ইউনিটি' কর্মসূচি, সমাজকে বার্তা দেওয়ার উদ্যোগ

ত্রিপুরা,২২জুনঃনেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ত্রিপুরা পুলিশের এক অভিনব উদ্যোগে রঙিন হল বিলোনিয়া শহর। 'নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার' লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত হল 'রান ফর ইউনিটি' নামক একটি জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি। এই পদযাত্রায় অংশ নেন শতাধিক পুলিশকর্মী, ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য ও সাধারণ মানুষ। গোটা শহর জুড়ে এক অনন্য বার্তা ছড়িয়ে পড়ে-নেশা নয়, জীবন বেছে নিন।এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজকে মাদকবিরোধী বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করা। মাদকাসক্তি যে কেবল ব্যক্তি নয়, গোটা পরিবার ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে-এই বার্তা নিয়ে পদযাত্রাটি শুরু হয় বিলোনিয়া শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে এবং শহরের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমা করে।অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিলোনিয়ার এসডিপিও (সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার), যিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দেন। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, মাদক শুধু একজনের সমস্যা নয়, এটা একটি সামাজিক ব্যাধি। আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগেই ত্রিপুরাকে

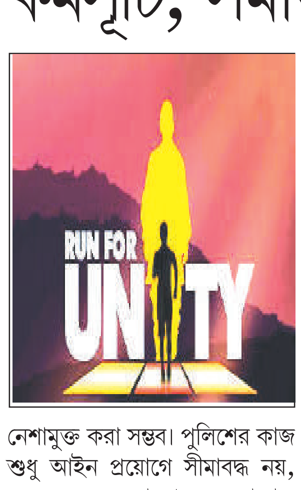

নেশামুক্ত করা সম্ভব। পুলিশের কাজ শুধু আইন প্রয়োগে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সচেতনতা গড়ে তোলাও আমাদের দায়িত্ব।'রান ফর ইউনিটি' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া প্রতিটি অংশগ্রহণকারী হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে হাঁটেন, যেখানে লেখা ছিল-Say No To Drugs, নেশা নয়, শিক্ষা চাই, Drugs Destroy Dream' ইত্যাদি বার্তা। শহরের বাসিন্দারাও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দেন, কেউ কেউ জল সরবরাহ বা ফল বিতরণের মতো সেবামূলক কাজেও এগিয়ে আসেন।এই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে এসে মাদকবিরোধী এই আন্দোলনে অংশ নেন। তাঁদের অনেকেই বলেন, এমন উদ্যোগে অংশ নিতে পেরে তাঁরা গর্বিত এবং ভবিষ্যতেও সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে ইচ্ছুক।অনুষ্ঠান শেষে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছাড়াও স্থানীয় চিকিৎসক, শিক্ষক এবং সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মাদকাসক্তির ভয়াবহতা এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিশেষজ্ঞরা জানান, মাদক গ্রহণ শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও ধ্বংস ডেকে আনে। এটি কিশোর-তরুণদের জীবনের গতি থামিয়ে দেয়। তাই পরিবার, স্কুল এবং সমাজ-সকলেরই এই সমস্যার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানো জরুরি।ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বিগত কয়েক মাস ধরেই রাজ্যজুড়ে মাদকবিরোধী অভিযান চলছে। সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় মাদক পাচারকারীরা ত্রিপুরাকে বারবার টার্গেট করছে। তবে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মাদক-চক্রের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মিলছে। এই প্রেক্ষাপটেই 'রান ফর ইউনিটি'-র মতো কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ধরনের উদ্যোগ আগামীতেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হবে। শুধু শহর নয়, গ্রামগঞ্জেও পৌঁছে দেওয়া হবে মাদকবিরোধী বার্তা। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় সেমিনার, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোস্টার ক্যাম্পেন ও সামাজিক কর্মসূচির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। বিলোনিয়ার এক সমাজকর্মী বলেন, এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ শুধু কা়া হাতে দমন করছে না, সচেতনতার মাধ্যমেও সমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এটা দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ হবে।সব মিলিয়ে, ' রান ফর ইউনিটি' কর্মসূচি শুধু একটি পদযাত্রা নয়, বরং এক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা। মাদকমুক্ত, সুস্থ এবং সচেতন ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এটি একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। মানুষের সাড়া, পুলিশ প্রশাসনের অঙ্গীকার ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ-এই তিনের মিলনে গড়ে উঠছে এক নতুন দিশা, যেখানে নেশা নয়, আগামীকে বেছে নিচ্ছে ত্রিপুরা।

আরজেডি সরকারের ১৫ বছর শুধুই প্রতিশ্রুতির খেলাঃতোপ গিরিরাজ সিংয়ের

পাটনা,২২জুনঃবিহারের রাজনীতিতে ফের উত্তাপ ছড়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যে। তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন আরজেডি তথা তেজস্বী যাদবকে। তাঁর সাফ অভিযোগ, আরজেডির নেতৃত্বাধীন সরকার বিহারে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকলেও বাস্তবে কোনও উন্নয়ন হয়নি। সবটাই ছিল লোকদেখানো প্রতিশ্রুতি আর ভোটের রাজনীতি।গিরিরাজ সিং বলেন, ১৫ বছর আরজেডি বিহার শাসন করেছে। কিন্তু সেই সময়টা শুধুই প্রতিশ্রুতি আর অপরাধ-দুর্নীতির গল্পে ভরা ছিল। না ছিল কোনও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, না ছিল কর্মসংস্থানের সুযোগ। বরং রাজ্যকে পিছিয়ে দিয়েছিল ওই শাসন।বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের তুলনা টেনে গিরিরাজ সিং বলেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিহার যেভাবে উন্নযনের পথে হাঁটছে, তা বিগত ৭০ বছরে কেউ ভাবতেই পারেননি। এখন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, গরিবদের ঘরে ঘরে গ্যাস, টয়লেট, বাসস্থানের ব্যবস্থা হযেছে। অথচ আরজেডি শুধুই স্লোগান আর ভোটের সময় বড় বড় কথা বলেছে।তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আরজেডি আমলে আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ওই ১৫ বছরে বিহার ছিল অপহরণ, খুন, ঘুষ আর লাল ফিতের শাসনে জর্জরিত। যুব সমাজের ভবিষ্য অন্ধকার ছিল। আর এখন সেই আরজেডিই ফের নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে! মানুষ ভুলে যাযনি।তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বক্তব্য নিছকই রাজনৈতিক সমালোচনা নয়, বরং আগামী নির্বাচনের আগে বিজেপির কৌশলগত প্রচারেরই অঙ্গ। আরজেডির জনপ্রিয়তা রুখতে এবং এনডিএ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরতেই এই ধরনের আক্রমণাত্মক অবস্থান নিচ্ছেন গিরিরাজ সিং-এর মতো নেতারা।এর আগে বহুবার তিনি আরজেডি তথা লালু প্রসাদ যাদব ও তেজস্বী যাদবকে ' বিহারের ধ্বংসের নায়ক' বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায়, যারা নিজের পরিবারের উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি, তাঁদের মুখে বিহারের উন্নযনের কথা শুনলে হাসি পায।আরজেডির তরফে অবশ্য এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। দলের মুখপাত্র পাল্টা বলেন, বিজেপির নেতারা আসল ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। মানুষ বুঝে গিয়েছে কারা কাজ করেছে আর কারা শুধু বিজ্ঞাপন দিয়েছে।সব মিলিয়ে, গিরিরাজ সিং-এর এই মন্তব্য নতুন করে উত্তাপ বা।াল বিহারের রাজনৈতিক ময়দানে। সামনে নির্বাচন থাকায় বিজেপি ও আরজেডির মধ্যে বাকযুদ্ধ যে আরও জোরদার হবে, তা বলাই বাহুল্য।

ইরানের আকাশসীমা বন্ধ, মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমান চেন্নাইয়ে

চেন্নাই,২২জুনঃলন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেও শেষমেশ ফিরতে হল চেন্নাই বিমানবন্দরে। কারণ, অপ্রত্যাশিতভাবে ইরানের আকাশসীমা বন্ধ থাকার খবর পাওয়ার পর মাঝ আকাশেই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি যাত্রীবাহী বিমান। এতে করে যথেষ্ট ভোগান্তির সম্মুখীন হলেন বিমানে থাকা দুই শতাধিক যাত্রী।জানা গেছে, রবিবার ভোরে চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নির্ধারিত সময় সকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে রওনা দেওয়ার কথা ছিল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের এই ফ্লাইটটির। তবে কিছু কারিগরি ও প্রক্রিয়াগত কারণে প্রায় ৪০ মিনিট দেরিতে, অর্থাৎ সকাল ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ ২০৬ জন যাত্রী নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল।বিমানটি ভারতের আকাশসীমা পেরিয়ে আরব সাগরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়, পাইলটেরা জানতে পারেন ইরানের আকাশসীমা আপাতত বন্ধ। সেই পথে যাওয়া সম্ভব নয়। পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ করে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত বিমানকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিমানের নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে পাইলটেরা চেন্নাই বিমানবন্দরে ফিরে আসার পরিকল্পনা করেন।শেষমেশ সকাল ৮টা ৫ মিনিটে বিমানটি চেন্নাই বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, পাইলটদের তৎপরতায় বড়সড় কোনও বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। যদিও দীর্ঘ অপেক্ষা এবং অনিশ্চয়তা যাত্রীদের মধ্যে চাপের পরিবেশ তৈরি করে। অনেক যাত্রীই বিমানবন্দরে ফিরে আসার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী ফ্লাইটের ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।এদিকে, কেন হঠা ইরানের আকাশসীমা বন্ধ করা হযেছে, সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনার আবহ বা সাময়িক সামরিক সতর্কতা এর পেছনে কারণ হতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী বিমান সংস্থাগুলিকে এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয় এবং যাত্রী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তাই

রোগনিণয় থেকে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার, কর্কট রোগাক্রান্তের ব্যক্তিগত আখ্যান উঠে এলো স্যাটারডে ক্লাবের আলোচনাসভায়

কলকাতা, ২২ জুন ঃ কর্নার ফর কলকাতা (সিসি) ও ক্যালকাটা সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ (সিসিআই) এর পক্ষ থেকে গত শনিবার স্যাটারডে ক্লাবের ফিনিক্স হলে হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভা। আলোচ্য বিষয় ছিল From Diagnosis to Determination: A Personal Journey of Healing with confidence and Hopeঅনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন কর্নার ফর কলকাতার সভাপতি ও.পি. ঝুনঝুনওযা়লা। কর্কট রোগ থেকে বেঁচে ফেরা লেখক সুভাষ শেট্টি এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডঃ বিবেক আগরওযা়ল। উপস্থিত ছিলেন সিসি-র সহ-সভাপতি লেখা শর্মা, পবন পাহাড়িয়া, সিএ কেএন গুপ্তা এবং (সিসিআই)-এর সভাপতি নারায়ণ জৈন।লেখক সুভাষ শেট্টি ক্যান্সার থেকে কীভাবে বেঁচে ফিরেছেন সেই কঠিন দিনগুলোর কথা তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে। তাঁর এই পুরো জীবন সংগ্রামের উপর রিবাউন্ড নামে একটি বই লিখেছেন তিনি। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ বিবেক আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেন, শারীরিক যত্ন নেওযা. প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। বছরে একবার হলেও শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন, শরীরের কোনও অংশ ফুলে আছে বা শক্ত হয়ে আছে, এমন দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নেওযা. উচিত।একদিকে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা, সঙ্গে কর্কট রোগ থেকে বেঁচে ফেরা সুভাষ শেট্টির বই রিবাউন্ড, আগামীদিনে যেকোনও কর্কট রোগীর মনোবল বাড়াবে, সেই গুঞ্জনই এদিন উঠলো দর্শকাসন থেকে বলে মনে করা হয়।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি সেরা কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে থাকবেন। আপনার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে। দাযিত্বশীল কাজকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়তে পারে। তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জ্ঞানে থাকবেন। আপনি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন।

বৃষঃ আজ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেবে, যা আপনাকে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সহাযতা করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার রুটিন ভারসাম্য রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের জন্য কিছুটা সময় বের করুন, যা আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করবে।

মিথুনঃআজ রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। এটি তাদের আরো আরাম দেবে।

কর্কটঃআজ আপনি আপনার সুখ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আপনি উসাহের সঙ্গে শুভ কাজে অংশ নেবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা থাকবে। অনুষ্ঠানগুলি বড় আকারে অনুষ্ঠিত হবে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে ধৈর্য ধরুন। নৈতিক ও আইনি বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা হবে। বিজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে. যাওয়ার চেষ্টা করবেন। দূর দেশের বিষয়গুলি অনুকূলে থাকবে।

সিংহঃ আজকের দিনে আপনি আপনার কেরিযারের অগ্রগতির জন্য নতুন কিছু করার কথা ভাবতে পারেন। আপনি সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন, যা আপনার পরিকল্পনাগুলিকে ত্বরান্বিত করবে। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময়. কাটানো উপভোগ করবেন। পরিবারে সুখ এবং সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

কন্যাঃআজ জমি সংক্রান্ত কাজে অপ্রয়োজনীয়. বাধা আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা থাকবে। রাজনীতিতে প্রত্যাশিত জনসমর্থন পাওয়ার ফলে আধিপত্য বাড়বে।

তুলাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি আনার সুযোগ নিয়ে.এসেছে।

বৃশ্চিকঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রযেছে। পরিবারের সাথে সম্পর্ক এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।

ধনুঃআজ পরিবারে কিছু শুভ অনুষ্ঠান হবে। চাকরিতে পদোন্নতির পাশাপাশি আপনার ইচ্ছা অনুযাযী. কাজ করার সুযোগ পাবেন।

মকরঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরপুর। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা ফলপ্রসূ হতে পারে, যা আপনাকে আত্মতৃপ্তি এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দেবে।

কুম্ভঃআজ আপনি বুদ্ধিবৃত্তিক তীক্ষ্ণতার সাথে সমস্ত বিষয়ে. কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে স্বাচ্ছ ঃ দ্য বোধ করবেন। শৈল্পিক দক্ষতার উপর জোর দেওযা. হবে। আপনি বিরোধীদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। হবে। লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সাফল্যের হার ঊর্ধ্বমুখী হবে।।

মীনঃ আজ আপনার সৃজনশীলতা তার শীর্ষে থাকবে, যা আপনাকে শিল্প, সঙ্গীত বা লেখায় নতুন অনুপ্রেরণা দিতে পারে। আপনার ধারণা প্রকাশ করার এটি সেরা সময়।

আবহাওয়া

রাজ্যে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি। সব ঠিকঠাক থাকলে আজকের মধ্যে রাজ্যে ঢুকতে পারে বর্ষা। তারই মাঝে সুখবর। বঙ্গে বেশ কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা। আপাতত সপ্তাহভর দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি চলবে। তবে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভিজতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। বুধবারও একই আবহাওয়া। বৃহস্পতি ও শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টি চলবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। এছাড়া ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মালদহ ও দুই দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং-সহ অন্যান্য জেলাতে। আগামী ৩ দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে রাজ্যে।।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামে যোগ দিবসের উৎসবমুখর উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া ঃ উলুবেড়িয়ার বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের উদ্যোগে আজ প্রকৃতির কোলে সবুজ গালিচায় একাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয়। সবুজ ঘাসের মাঝে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন। সকালে প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ব্রতচারী ধামের প্রধান যোগ প্রশিক্ষক শ্রী বাসুদেব মাইতির নির্দেশনায় অংশগ্রহণকারীরা প্রাণায়াম, সূর্য নমস্কার, ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন এবং ত্রিকোণাসনের মতো যোগাসনের অনুশীলন করেন। শিশুদের জন্য সহজ ও আনন্দদায়ক যোগ ব্যায়ামের আয়োজন করা হয়, যা তাদের মধ্যে উৎসাহ জাগায়। তওঁ ধ্বনি, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এবং গায়ত্রী মন্ত্রের সমবেত উচ্চারণ পরিবেশকে আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করে তোলে। অভিভাবকদের জন্য আয়োজিত বিশেষ প্রাণায়াম সেশন মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি করে কপি উপহার দেওয়া। এই উদ্যোগ যোগের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয়কে তুলে ধরে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গীতার শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ জাগায়। ব্রতচারী ধামের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রনজিৎ পাল বলেন, তযোগ শরীর ও মনের মেলবন্ধন ঘটায়। আমাদের উদ্দেশ্য শিশুদের ছোটবেলা থেকেই যোগের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে তারা সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপন করতে পারে।দ জাতীয় যোগ বিচারক শ্রী অমলেন্দু মন্ডল যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তনিয়মিত যোগাভ্যাস নিরোগ ও সুস্থ জীবনের একমাত্র পথ।দ অংশগ্রহণকারী অভিভাবক শ্রীমতী মালবিকা মন্ডল জানান, তআমার ছেলে প্রথমবার যোগ করল এবং খুব উৎসাহী। আমরা এখন বাড়িতেও যোগ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।দদশ বছরের রাজশ্রী দাস উচ্ছ্বাসে বলে, তঘাসের উপর যোগ করতে খুব মজা লাগল। আমি আবার আসব!দ পরিবেশ বান্ধব যোগ ম্যাট ব্যবহার এবং প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ বজায় রেখে ব্রতচারী ধামের স্বেচ্ছাসেবীরা অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। স্থানীয় সম্প্রদায় এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের এই আয়োজন শুধু যোগ দিবসের উদযাপনই নয়, সুস্থ জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক সচেতনতার প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজে যোগের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াবে বলে আশা করা যায়।

বাকসা ও চিরাঙে উদ্বোধন দুটি অত্যাধুনিক সংশোধনাগারের, বন্দি পুনর্বাসনে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিনিধি ঃ অসমে বন্দি কল্যাণ এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও মানবিক করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার এক বড় পদক্ষেপ নিল। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন বাকসা ও চিরাঙ জেলার দুটি অত্যাধুনিক সংশোধনাগার। এই নতুন পরিকাঠামো শুধু বন্দিদের নিরাপদ আবাসন নয়, বরং তাদের পুনর্গঠনমূলক জীবনের পথও প্রশস্ত করবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত সংশোধনের লক্ষ্যে, প্রতিহিংসার নয়। তাই নতুন সংশোধনাগারগুলিকে গড়ে তোলা হয়েছে এমনভাবে, যাতে বন্দিরা শুধুমাত্র বন্দিত্বের অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ না থেকে নিজের জীবনে নতুন করে ফিরে আসার সুযোগ পান। এই দুটি সংশোধনাগারে থাকছে অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা, আধুনিক খাদ্যবিভাগ, চিকিৎসাকেন্দ্র, পাঠাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মনোবিদদের সহায়তা, ই-লার্নিং সুবিধা এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য হস্তশিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বন্দিরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের জীবনের গতিপথ বদলানোর সুযোগ পাবেন বলে প্রশাসনের আশা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, তআমাদের সরকারের লক্ষ্য শুধুমাত্র অপরাধীদের সাজা দেওয়া নয়, তাঁদের সমাজে পুনঃস্থাপন করা। তাই এই সংশোধনাগারগুলোকে আমরা নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবছি;যেখানে মানুষ অপরাধ বোধ থেকে বেরিয়ে সমাজের উপযোগী নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।দ এই দুটি সংশোধনাগারে পরিবেশ-বন্ধু পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। সৌরশক্তি, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে এই জেল দুটি দৃষ্টান্তমূলক হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, অসমে বন্দিদের জন্য তজীবনশৈলী সংশোধনদ প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যার আওতায় দীর্ঘমেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও পারিবারিক পুনঃসংযোগের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বাকসা ও চিরাঙের সংশোধনাগার দুটি শুধু বন্দিদের জন্য নয়, সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, সঙ্গে সমাজে অপরাধের পুনরাবৃত্তি কমানোর সম্ভাবনাও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু সমাজকর্মী ও অধিকারকর্মী। তাঁদের মতে, বন্দিশিবিরকে শুধুমাত্র দমনমূলক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ না রেখে পুনর্বাসনের অংশ করে তোলা একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। সব মিলিয়ে, বাকসা ও চিরাঙে এই আধুনিক সংশোধনাগারের সূচনা অসমে অপরাধ নীতির একটি নতুন যুগের সূচনার বার্তা দিচ্ছে; যেখানে শাস্তির চেয়ে সংশোধন এবং পুনরায় সমাজে ফিরিয়ে আনার দর্শনই মুখ্য হয়ে উঠছে।

তালদিতে পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতি, গ্রেফতার ৩

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং ঃ আবার পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক।তালদি মাছের আড়তে ডাকাতির পরিকল্পনা ভেস্তে গেল পুলিশের তৎপরতায়।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং থানার পুলিশ তিন দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে। আরও তিন দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। ক্যানিং এর খাস কুমড়ো খালি থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তদের।ধৃতদের নাম আয়ুব সর্দার, আমিরউদ্দিন সর্দার, আব্দুর রহমান হালদার। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার, একটি সেভেন এম এম বন্দুক, দুটি ম্যাগাজিন ও ৩৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদেরকে রবিবার আলিপুর আদালতে পেশ করে ক্যানিং থানার পুলিশ।ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

জয়নগরে এক গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর ঃ এক গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগরের নুরুল্লাপুর এলাকায়। জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসাত অঞ্চলের নুরুল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিম সরদারের স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়, মৃতার বাপের বাড়ির লোকের অভিযোগ তার মেয়ে ছমাসের গর্ভবতী ছিল। তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে তার স্বামী ও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দেড় বছর আগে খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের জাঙ্গালিয়া এলাকার বাসিন্দা আরমিনা খাতুনের সাথে জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপুর এলাকার বাসিন্দা আজিম সরদারের বিয়ে হয়। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই আজিম ও তার পরিবারের লোকজন আরবিনাকে তার বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য নানা রকম চাপ দিতে থাকে। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোক জনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আরবিনা একাধিকবার টাকা এনে আজিমের হাতে তুলে দিয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি, দিনের পর দিন আজিমের টাকার চাহিদা বাড়তে থাকে। না দিলে তাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তার পরিবারের। শনিবার সকালে শশুর বাড়ি থেকে আরবিনার নিথর দেহ উদ্ধার করেন জয়নগর থানার পুলিশ। আরবিনার বাবা ও মায়ের অভিযোগ জামাই আজিম ও তার পরিবারের লোকজন তাদের ছ মাসের গর্ভবতী মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। জয়নগর থানার পুলিশ গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়, এবং ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় পলাতক আজিম সর্দার ও তার বাড়ির লোকজন।

নব বারাকপুরে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর ঃ নববারাকপুর থানার অন্তর্গত বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তালবান্দা হেমন্তনগরের বাসিন্দা অভিষেক বিশ্বাস (২৬) কে বোদাই ঘোষ পাড়া রবীন্দ্র সংঘের খেলার মাঠ থেকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে নব বারাকপুর থানার পুলিশ। এবং তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ছয় কেজি গাঁজা যার বর্তমান বাজার দাম প্রায় লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ জানিয়েছে মাদক দ্রব্য পাচারের বিশেষ গোপন সূত্রে খবর আসতেই অভিযান চালিয়ে গাঁজা পাচারকারী সহ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুলিশের হাতে ধৃত অভিষেক বিশ্বাস ওরফে অমিত বেশ কয়েক বছর ধরে গাঁজা পাচার ও ব্যবসার সাথে যুক্ত রয়েছে, বিগত কয়েক বছর ধরে প্রশাসনের কড়াকড়ির জন্য আগের মতো গাঁজা ব্যবসা করতে পারছিল না। তাই জন্য তারা ছোট মুদি বা মুরগির দোকানের আড়ালে গাঁজা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ খতিয়ে দেখছে এই গাঁজার উৎস কোথায় এবং তা কোথায় সরবরাহের জন্য আনা হচ্ছিল। ধৃত অভিষেককে রবিবার দুপুরে পুলিশি হেফাজতে আবেদনে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে। বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

সংগঠনের লক্ষ্যে জয়নগরে আজাদ সমাজ পার্টির কর্মী সম্মেলন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর ঃ সামনে কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর তার আগে নিজেদের সংগঠনকে চাঙ্গা ও মজবুত করতে এগিয়ে এলো আজাদ সমাজ পার্টি (কাশীরাম)। তাদের উদ্যোগে রবিবার জয়নগর মিত্র গঞ্জ মোড়ের অস্টমী কমপ্লেক্সে হয়ে গেল কর্মী সম্মেলন।এদিনের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজাদ সমাজ পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা,দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা ইনচার্জ রুহুল আমীন শেখ, উওর দূর্গাপুর অঞ্চল সভাপতি জাহাঙ্গীর মন্ডল, এডভোকেট নুর আমিন,শিক্ষক মিলন নির্ঝর মির্ধা,রায়দীঘি বিধানসভার ইনচার্জ আবদুল ওয়াব মোল্লা,সালাউদ্দিন গাজী সহ আরো অনেকে। দলিত মুসলিম আদিবাসী আমরাই তো মূল নিবাসী।সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত, দূর্নীতি মুক্ত বাংলা চাই, চাই বাংলায় সবার সমান অধিকার। আর এই দাবিকে সামনে রেখে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ও মানুষের পাশে থাকতে সম্প্রতি জন্ম নিয়েছে সাংসদ চন্দ্রশেখরের হাত ধরে এই আজাদ সমাজ পার্টি।এদিন এব্যাপারে এই পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা বলেন,সামনে বিধানসভা ও তার পরে লোকসভা আমাদের টার্গেট নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী ও মজবুত করা। আর দলকে মজবুত করার লক্ষে আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কর্মী সম্মেলন করছি।আগামী দিনে কলকাতায় বড় সম্মেলন করা হবে।আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই। এদিনের এই কর্মী সম্মেলন বহু কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দরবনের কৈখালিতে নতুন জেটিঘাটের শিলান্যাস কুলতলির বিধায়কের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি ঃ সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার কুলতলির থানার কৈখালি।সারা বছর এই কৈখালি দিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষ সুন্দরবনে বেড়াতে যায়।দীর্ঘ দিন ধরে একটি জেটি ঘাট দিয়ে সবাইকে যাতায়াত করতে হচ্ছিল।তার ওপর গত আমফানের পর থেকে জেটি ঘাটটি ক্ষতিগ্রস্থ ছিলো।তাই দীর্ঘ দিন ধরে দাবি উঠেছিলো নতুন জেটি ঘাটের। আর সাধারণ মানুষের সেই দাবি মেনে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে কৈখালিতে একসঙ্গে দুটি আধুনিক জেটিঘাট তৈরি হচছে। নৈপুকুরিয়া নদীর উপরে মোট ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দুটি জেটিঘাট তৈরি করা হবে। কাজ শুরু হবেসোমবার থেকে। কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল রবিবার এই নতুন জেটি ঘাটের শিলান্যাস করেন। সুন্দরবন ভ্রমণের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য কুলতলির কৈখালি। কৈখালি থেকে ফেরি চলাচল করে দেউলবাড়ি ও কাটামারি বাজার পর্যন্ত। এমনকি লঞ্চে ঝড়খালি ও সুন্দরবনের একাধিক এলাকায় যাওয়া যায়। এতদিন জেটি ঘাটের অভাবে স্থানীয়দের ভোগান্তি চরমে উঠেছিল। বৃষ্টিতে কাদার উপর দিয়েই চলতো ঝুঁকির যাতায়াত। তাই স্থানীয়দের দীর্ঘ দিন ধরেই দাবি ছিল, যাতে ওই এলাকায় কংক্রিটের জেটি ঘাট তৈরি করা হয়। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে।জেটিঘাট নির্মাণের ফলে উপকৃত হবেন ছাত্রছাত্রী, মৎস্যজীবী এবং পর্যটক-সহ সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি এই জেটিঘাটটি তৈরি হলে গ্রামেরও অনেক উন্নতি হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্থানীয় বাসিন্দারা ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলেন, নতুন দুটি জেটিঘাট তৈরি হলে নদী পারাপার করতে সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটক সবারই সুবিধা হবে। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা বলেন, এই জেটিঘাটটি তৈরি হলে মৎস্যজীবীদের সুবিধা হবে। মাছ ধরে ফিরে এসে আর বিপদে তাদের পড়তে হবে না। রবিবার অনুষ্ঠান করে জেটিঘাটের শিলান্যাস করা হয়। এ দিন এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, এলাকার মানুষের দাবি মেনে দুটি নতুন কংক্রীটের জেটি ঘাটের কাজ শুরু হলো। এছাড়া কৈখালিতে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার জন্য ইতিমধ্যে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে কথা চলছে। খুব তাড়াতাড়িই কৈখালি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বাস পরিষেবা ও চালু করা হবে। আর এই দুই নতুন জেটিঘাট সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নয়ন এনে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিধায়কের হাত ধরে কুলতলিতে উন্নয়নের জোয়ার বইছে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

ডকের মাল সহ কন্টেইনার হাইজ্যাক, চালককে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া ঃ হাওড়ায় ডকের মাল সহ কন্টেইনার হাইজ্যাক করে চালককে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হলো মূল অভিযুক্ত। এই ঘটনার সঙ্গে আন্তরাজ্য গাড়ি হাইজ্যাক চক্রের যোগ আছে কিনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গত শুক্রবার হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। জয়পুর বিল এলাকায় ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডের পাশে আবর্জনার স্তূপে পড়েছিল রক্তাক্ত সেই দেহ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এটি খুনের ঘটনা।মাথায় ভারী কিছুর সাহায্যে আঘাতের পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। পরে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়। পেশায় ট্রাক (কন্টেইনার) চালক ওই ব্যক্তির নাম শেখ ওইদুল। তিনি ঘটনার দিন ডকের মালপত্র কন্টেইনারে নিয়ে আসছিলেন। গাড়িতে ছিলেন ঘটনার দুই অভিযুক্তরাও। এই ঘটনায় শনিবার রাতে হুগলির শ্রীরামপুর থেকে ফিরোজ শেখ নামের অভিযুক্ত অন্য ট্রাক চালককে পুলিশ গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় ডকের মাল সহ হাইজ্যাক হওয়া কন্টেইনারটিও। ধৃতকে রবিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফিরোজ এবং তার আরও এক সঙ্গী কন্টেইনারটি হাইজ্যাক করে চালককে খুন করেছিল। এরপর লিলুয়ার জয়পুর বিলের কাছে সার্ভিস রোডে নির্জন জায়গায় দেহ ফেলে মালপত্র সহ গাড়ি নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। আরেক অভিযুক্তের খোঁজে এখন তল্লাশি চলছে। প্রসঙ্গত, ট্রাক (কন্টেইনার) চালক খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হলো হাওড়ার লিলুয়া থানার পুলিশ। হুগলির শ্রীরামপুর থানা এলাকা থেকে শনিবার রাতে তাকে এক পার্কিং এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সব মাল সমেত কন্টেইনারটিও পুলিশ উদ্ধার করে। লিলুয়া থানার ওসি দেবাশীষ পাহাড়ির নেতৃত্বে থানার পিসি পার্টির আধিকারিক ও পুরো টিম মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই সাফল্য পায় বলে জানা গেছে। ধৃত ফিরোজের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামনগর থানা এলাকার ফলতায়। পুলিশ জানিয়েছে, খিদিরপুরের বাসিন্দা কন্টেইনার চালক শেখ ওইদুল'কে খুনের পর মাল সমেত কন্টেইনারটি 'হাইজ্যাক' করা হয়েছিল। এর আগেও ফিরোজ শেখ দুটি ডাকাতি, গাড়ি হাইজ্যাক কেসে জেল হেফাজতে ছিল বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার ঘটনার দিন হাওড়ার কুলগাছিয়ায় কন্টেইনারে ডকের মাল লোডিং করা হয়েছিল। সেখান থেকে লিলুয়া আসার পথে কোনও জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওইদুল'কে খুন করা হয়। মাথায় ভারী কিছু বস্তু দিয়ে আঘাত করার পর শ্বাসরোধ করে এই খুন করা হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ধৃত ফিরোজকে জেরা করে জানা গেছে, এই খুনের ঘটনায় তার আরও এক সঙ্গী যুক্ত রয়েছে। ঘটনার সময় সেও ওই গাড়িতে ছিল। যদিও তদন্তের স্বার্থে তার নাম এখনই প্রকাশ করেনি পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। এই ঘটনায় আন্তরাজ্য গাড়ি পাচার চক্রের কোনও যোগ আছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নারী ক্ষমতায়নে প্রথম দিন থেকেই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দাবি মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের

দুরন্তবার্তা ঃ নারী ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বিহার সরকার শুরু থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। শনিবার 'মহিলা সংবাদ' নামক কর্মসূচির একটি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে বিহার জুড়ে নারীদের উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি। দাবি করেন, নারী ক্ষমতায়নের পথে তাঁর সরকার দেশের মধ্যে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে এবং বহু ক্ষেত্রেই বিহার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। নীতিশ কুমার বলেন, ২০০৬ সাল থেকে আমরা নারীদের স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক, প্রশাসনিক অংশগ্রহণ বাড়াতে পরিকল্পিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সেই বছরেই পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় এবং পরের বছর পৌর সংস্থাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে হাজার হাজার মহিলা আজ প্রশাসনিক স্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পুলিশে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে গর্ব প্রকাশ করেন। জানান, ২০১৩ সাল থেকে পুলিশ বিভাগে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণের নিয়ম চালু করা হয়। সেই প্রক্রিয়ার ফল আজ আমরা পাচ্ছি। বিহার পুলিশে বর্তমানে মহিলাদের সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি। সংখ্যার নিরিখে যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক।দ শুধু পুলিশ বিভাগেই নয়, অন্যান্য সরকারি চাকরিতেও মহিলাদের আরও বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করতে ২০১৬ সাল থেকে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণের নীতি কার্যকর করা হয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, তসরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ মহিলাদের আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতা দুই-ই বৃদ্ধি করেছে। অনেক ঘরোয়া নারী আজ সমাজ গঠনে, সুরক্ষায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ স্তরে পৌঁছে গেছেন।দ নারী ক্ষমতায়নের এই যাত্রাপথে 'জীবিকা' প্রকল্পকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন তিনি। জানান, ত২০০৬ সালে বিশ্বব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারই ফলশ্রুতি 'জীবিকা' প্রকল্প। মহিলারা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছেন এবং আমরা তাঁদের 'জীবিকা দিদি' বলে সম্মান দিয়ে ডেকে থাকি। আজ সেই জীবিকা মডেল সারা দেশে প্রশংসিত।দ নীতিশ জানান, কেন্দ্রীয় সরকারও বিহারে 'জীবিকা' প্রকল্পের সাফল্য দেখে প্রশংসা করেছিল এবং এই মডেলকে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিল।

রথের আগে খুঁটি পুজো করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি ঃ রবিবার রথের আগে খুঁটি পুজো করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ আরএমএস মাঠে প্রতিবছর দুর্গাপুজো করেন। রথের আগে তারই খুঁটি পুজো হয় এদিন। কল্যাণ ছাড়াও সাংসদের খুঁটি পূজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক, চেয়ারম্যানরা। সেখানে কল্যাণের পাশে দেখা গেল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারদের। রবিবার গালভরা হাসি নিয়ে একটা খবর দিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী খবর? সেটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে খোলসা করেননি সাংসদ। শুধু ইঙ্গিত দিয়ে জানালেন, এই বছর পুজোয় একটা চমক রয়েছে। কীসের চমক, কে তিনি? তার বিস্তারিত কিন্তু বললেননি শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। সাংবাদিকদের প্রশ্নে শুধু বললেন, 'আছেখআছেখ.।' একটু অপেক্ষাও করতে বলেন সাংসদ। রবিবার কল্যাণ জানান, এই বছর পুজোর থিম হবে কোনারকের সূর্য মন্দির। তবে সংশ্লিষ্ট পুজোয় যে চমক থাকছে সে কথাও হাসিমুখে জানিয়েছেন তিনি। প্রথমে একটু মজার ছলেই তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'চমক বলতে মানুষ চমক। প্রচুর মানুষ আসবেন মণ্ডপে'। তারপর তিনি বলেন, 'আসবেখ আসবে এখনও ফাইনাল নয়। তবে একটা ভাল চমক থাকতে পারে। কথা দিয়েছে, বলেছে, চেষ্টা করছি কল্যাণজি (কোশিস কর রাহা হু কল্যাণজি) এখনও ফাইনাল করিনি।দ কল্যাণের এই কথার পরই শুরু জল্পনা। তবে কি তাঁর পুজোয় বলিউডের নামি কোনও শিল্পী আসছেন? যদিও, সব উত্তর সময়ই দেবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল শপিং মলের একটি বিতর্কিত ভিডিও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে একটি শপিং মলের ভিডিও, যেখানে এক তরুণ-তরুণীকে প্রকাশ্যে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, তারা প্রথমে চুম্বন করছেন এবং পরে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন; যা দেখে হতবাক নেটিজেনরা। ভিডিওটি কোন শপিং মলের, কিংবা এটি কোথায় হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও ভিডিওটির সত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবুও এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেতেই দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ অতিক্রম করেছে ভিডিওটি। নেটিজেনদের একাংশ বলছেন, 'ভালবাসা থাকতেই পারে, কিন্তু তার প্রকাশেরও একটা সীমা থাকা উচিত। জনসমক্ষে এই ধরনের ব্যবহার সমাজে ভুল বার্তা দেয়।' অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন; এই ধরনের ঘটনা যদি শপিং মলের মতো পাবলিক স্থানে ঘটতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা ও মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

জমি বিবাদে দাদার হাতে ভাই খুন সোনারপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর ঃ দাদার হাতে ভাইয়ের খুন এবার ঘটলো সোনারপুরে। সোনারপুরের মকরামপুরে জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদে জনসমক্ষে দাদার হাতে খুন হলেন ভাই, আর এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালো। অভিযুক্ত কালু সরদার পলাতক। খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। দু'ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের জমি নিয়ে ঝামেলা। তীব্র সেই বিবাদ একদিন গিয়ে থামলো রক্তাক্ত পরিণতিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার মকরামপুর এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটে যায় এক বীভৎস ঘটনা। চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে দাদার হাতে নির্মমভাবে খুন হলেন ভাই। ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় কোপ দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন আশরাফ সরদার। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আর এই নৃশংস খুনের পর থেকেই পলাতক দাদা কালু সরদার।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আশরাফ ও কালুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এই নিয়ে পরিবারে বারবার ঝামেলা, কথা কাটাকাটি এমনকি হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার সন্ধ্যায় আশরাফ মকরামপুর বাজারের এক চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা হাজির হয় তাঁর দাদা কালু সরদার। সঙ্গে ছিল ধারালো অস্ত্র। কোনও কথাবার্তা ছাড়াই গলায় কোপ বসিয়ে দেয় আশরাফকে। আশপাশের লোকজন হতচকিত হয়ে পড়েন, চিৎকার করে ওঠেন। আশরাফ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত অবস্থায়। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে আশরাফের। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। নিহতের ছেলে আসান সরদার বলেন, আমার বাবাকে অনেকদিন ধরেই প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছিলেন জেঠু কালু। বাড়িতেও এসে হুমকি দিয়েছে একাধিকবার। এমনকি গায়ে হাত তুলেছে। তিনি এলাকার একজন অসামাজিক ব্যক্তি। এক সময় মদ বিক্রি করতেন, এখন গাঁজার কারবার করেন। তবুও কেউ কিছু বলতো না। শেষমেশ প্রকাশ্যে আমার বাবাকে খুন করে দিল। আর এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত কালু সরদার। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। জমি সংক্রান্ত বিবাদ, অসামাজিক কার্যকলাপ ও আগের অপরাধ রেকর্ড, সব কিছু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিহতের পরিবারের দাবি, কালুকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নামে গড়ে উঠলো চাষীদের সংগঠন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়া নাম 'পশ্চিমবঙ্গ প্রগ্রেসিভ পটেটো গ্রোওয়াস এন্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন' চাষীদের স্বার্থে গঠন হলো। গত নভেম্বর মাসে রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে দায়িত্ব দেন এই সংগঠন গড়ে তোলার। আজ শ্রীকান্ত মাহাতোর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে স্বপন সামন্ত এই আহ্বায়ক করা হয়, সারা রাজ্যের ২০০ জন ব্যবসায়ী উপস্থিতে। আগামী দিনে এই সংগঠন রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে সংগঠন গড়ে তুলবে এবং চাষীদের স্বার্থে কাজ করে যাবে এবং পাশাপাশি সরকারেরও সহিত সামঞ্জস বজায় রাখবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উপদেষ্টা মন্ডলীতে কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কৃষিজ ও বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, মন্ত্রী শিউলি সাহা, কাটোয়ার এমএলএ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অসীমা পাত্র, বিধায়ক উত্তরা সিংহ, বিধায়ক মধুসুদন ভট্টাচার্য, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, বিধায়ক অরূপ ধারা, বিধায়ক খোকন দাস, বিধায়ক নিশিথ কুমার মালিক, বিধায়ক অলোক মাঝি, বিধায়ক দেব প্রসাদ বাগ, বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না সহ দলীয় বিধায়করা উপদেষ্টা মন্ডলীর পদে থাকবেন।

হুগলীতে নিখোঁজ যুবক! শ্বশুর বাড়িতে খুন করে দেহ লোপাটের অভিযোগ

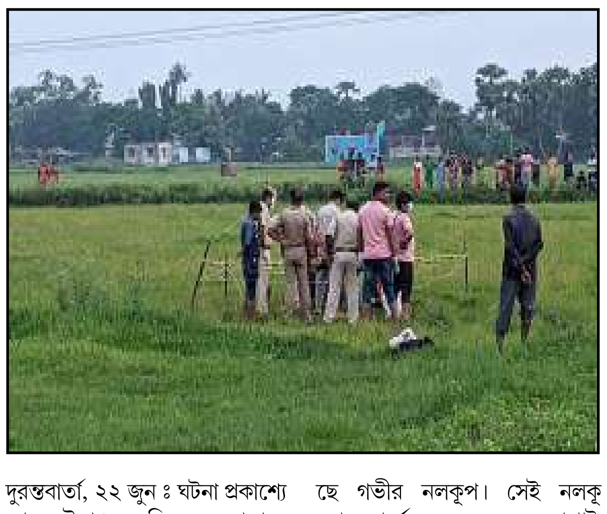

দুরন্তবার্তা, ২২ জুন ঃ ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাস দেড়েক আগে নিখোঁজ হয় চন্ডিতলা থানার মশাট এলাকার বাসিন্দা রবীন বিরাজ। বেশ কিছুদিন ধরে জাঙ্গিপাড়ার কানাইপুরে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করছিল বিরাজ। দেড় মাস আগে শ্বশুর বাড়ি থেকেই নিখোঁজ হন বিরাজ। নিখোঁজের অভিযোগ হয় জাঙ্গিপাড়া থানায় পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানাতে পারে বিরাজ কে খুন করা হয়েছে। খুনের সাথে যুক্ত তার স্ত্রী অপর্ণা বিরাজ। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে খুনের পর দেহ লোপাটের তথ্য। কানাইপুর এলাকার কৃষি জমিতে সেচের জন্য বসানো আছে গভীর নলকূপ। সেই নলকূপের গর্তে দেহ ফেলে লোপাট করা হয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে আজ সকালে ওই এলাকা ঘিরে রাখে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর যুবক তার স্ত্রীকে বিয়ের পর থেকে শারীরিক অত্যাচার করত। স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায়। সেখানে গিয়েও চলত অত্যাচার। সম্ভবত সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রবীনকে খুন করে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মৃতের ভাই জাঙ্গীপাড়া থানার অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই আজ চারজনকে গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে চার দিন পুলিশ হেফাজতে নেয় জাঙ্গীপাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নিয়ে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০২ সংখ্যা, সোমবার ৮ আষাঢ় ১৪৩২

সম্বোধনের রূপান্তর বদলে যাচ্ছে বাঙালির ভাষিক সম্পর্কের মানচিত্র

ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, ভাষা সমাজের ভেতরে সম্পর্কের দিকনির্দেশক। ভাষা বলে দেয় কে কাকে কীভাবে দেখছে, কোন সম্পর্ককে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, আবার কোথায় মান্যতা কমে আসছে। এই বাস্তবতা ভাষার সম্বোধন পদ্ধতির মধ্যেও প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়। বাংলাভাষায় সম্বোধনের যে ঐতিহ্য ছিল, তা বহুদিন ধরেই বয়স, সম্পর্ক, সামাজিক শ্রেণি কিংবা শ্রদ্ধা-ভক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে থেকেছে। কিন্তু আজ সেই ধারার ভেতরেই স্পষ্ট এক রূপান্তরের সুর শোনা যাচ্ছে। একসময় বাংলায় ‘তুই’, ‘তুমি’ এবং ‘আপনি’; এই তিন ধরনের সম্বোধন আলাদা আলাদা মাত্রা বহন করত। ‘তুই’ ছিল অন্তরঙ্গতা কিংবা নিচু শ্রেণির চিহ্ন; ‘তুমি’ ছিল সমতা, বন্ধুত্ব অথবা শ্রদ্ধার মাঝামাঝি কোনও স্তর; আর ‘আপনি’ শ্রদ্ধা, দূরত্ব ও ভদ্রতার এক প্রতীক। এই সম্বোধনগুলোর ব্যবহার নির্ধারণ করত কে কতটা আপন, কতটা দূরের, কিংবা সম্পর্কের সামাজিক অবস্থান কেমন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণিবিন্যাসে এসেছে পরিবর্তন। বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। এখন অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যারা একসময় ‘আপনি’ বলেই অভ্যস্ত ছিলেন, তারা স্বচ্ছন্দে ‘তুমি’তে চলে আসছেন। আবার, এমনও হচ্ছে, যারা পূর্বে ‘তুই’ বলতেন, তারা এখন নির্দ্বিধায় ‘তুমি’ কিংবা ‘আপনি’ বলছেন; এবং সেটা কেবল ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে নয়, বরং নিজস্বতা, আত্মমর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ হিসেবেই। অর্থাৎ, সম্বোধনের ভেতরকার শ্রেণি-ভাগ আর আগের মতো কঠোর নয়। এক ধরনের সামাজিক গণতন্ত্রীকরণ এই ভাষায় স্থান করে নিচ্ছে। এই পরিবর্তনের একটি বড় উৎস আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণমাধ্যম। স্কুলে এখন ছোটদেরকেও ‘তুমি’ করে বলা হয়। শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনে অনেক সময় ‘তুই’ এড়িয়ে চলেন, এমনকি অনেক পরিবারেও মা-বাবা এখন সন্তানদের ‘তুই’ না বলে ‘তুমি’ বলেই সম্বোধন করছেন। এ এক নতুন সম্পর্কের প্রতিফলন, যেখানে সন্তানের সঙ্গে কথোপকথন আর কেবল কর্তৃত্বভিত্তিক নয়, বরং এক ধরনের সম্মানের ভঙ্গীতে নির্মিত। এর পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মাধ্যমগুলোর নিজস্ব এক ভাষা তৈরি হয়েছে, যেখানে দূরত্ব কমে আসে, শ্রদ্ধা প্রকাশের কাঠামো ঢিলে হয়ে যায় এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়, বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্বোধনের রীতিনীতি নির্ধারিত হয়। সেখানে অচেনা কেউকেও ‘তুমি’ বলা স্বাভাবিক, আবার কারো প্রতিই কদাচিৎ ‘আপনি’ ব্যবহৃত হয়; সেটা যত বয়স্ক বা প্রভাবশালীই হোক না কেন। ফলে একটা বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক ভাষা গড়ে উঠছে, যার কেন্দ্রে আছে ‘তুমি’। তবে এই পরিবর্তন সবাইকে খুশি করছে না। অনেকেই মনে করছেন, এতে করে ভাষার ভদ্রতা ও সৌজন্যের জায়গাগুলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে। পূর্বসূরিদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও দূরত্ব ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পেত, সেটি যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আগে শিক্ষক, বড় ভাই, ঠাকুমা-দাদুকে সম্বোধনের আলাদা রকম ছিল, সেই আভিজাত্য কিংবা সৌজন্যবোধ কি আজকের এই সহজ-সরল ভাষায় বজায় থাকছে? নাকি সব কিছু গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে? তবে ভাষা তো সময়ের সন্তান। সমাজ যেমন বদলায়, তেমনি ভাষাও বদলে যায়। এই পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের অভ্যন্তরীণ ভাবনার রূপান্তর নিহিত থাকে। যদি এখনকার প্রজন্ম মনে করে, কাউকে ‘তুমি’ বলেই শ্রদ্ধা দেখানো যায়, তবে সেই ভাষাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ভাষা তখন আর কেবল শিষ্টাচার রক্ষার খাঁচা নয়, বরং তা হয়ে ওঠে সামাজিক বোধের প্রতিফলন। বাংলাভাষার এই সম্বোধনপদ্ধতির পরিবর্তন অনেকাংশে আধুনিকতাবাদী মনোভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিফলনও বটে। এখন মানুষ নিজেদের অধিকারে সচেতন, এবং অন্যকেও সম্মান দেয়ার সময় সেই অধিকারের বোধ থেকে এগিয়ে আসে। ‘তুই’ বললে ছোট হয়ে যাওয়া যায়, আবার ‘আপনি’ বললেও দূরত্ব তৈরি হয়; এমন এক অবস্থায় ‘তুমি’ যেন একটি নতুন সামাজিক সমঝোতার ভাষা হয়ে উঠেছে। তবে এই পরিবর্তনের ভেতরেও কিছু চিন্তার জায়গা থেকে যায়। ভাষার ভদ্রতা কেবল অর্থবোধক নয়, সম্পর্কের প্রেক্ষিতেও তা গুরুত্বপূর্ণ। কারও প্রতি সম্মান জানানো কেবল ভঙ্গীমা নয়, তা সামাজিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। তাই সম্বোধনের রূপান্তরের পাশাপাশি আমাদের মনোযোগ থাকা উচিত সেই অন্তর্নিহিত মানবিকতাকে ধরে রাখার দিকেও। আজকের সমাজ যেখানে দ্রুতগতির, প্রযুক্তিনির্ভর এবং অনেকাংশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেখানে ভাষাও যেন সেই প্রবাহে গা ভাসাচ্ছে। কিন্তু এই প্রবাহের মাঝে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভাষার ভেতরেই গাঁথা থাকে সংস্কৃতি, স্মৃতি, এবং সম্পর্কের অবয়ব। সম্বোধনের এই রূপান্তর যদি আমাদের মধ্যে আরও সমতা, সহানুভূতি ও অন্তরঙ্গতা আনে, তাহলে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি তা সম্পর্কের সৌন্দর্য, দূরত্বের সৌজন্য বা শ্রদ্ধার গভীরতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি সম্বোধনের এই বিবর্তনও সমাজের চলমান গতিরই প্রতিফলন। এই প্রবাহে ভেসে যেতে যেতে আমাদেরও প্রয়োজন পড়বে এক নতুন ভাষিক সংবেদনশীলতা, যেখানে পুরনো মূল্যবোধ আর নতুন বাস্তবতা; দুইয়ের মধ্যে এক ভারসাম্য তৈরি করা যায়। সম্পর্কের রসায়ন যদি ঠিক থাকে, তবে সম্বোধনের ভাষা বদলালেও, হৃদয়ের সম্মান ঠিকই পৌঁছবে প্রাপকের কাছে।

সংকটকালে আঞ্চলিক সহমর্মিতা — ভারতকে ধন্যবাদ জানাল নেপাল ও শ্রীলঙ্কা

ইরান ও ইজরায়েলের চলমান সংঘাতের মধ্যে ভারতের শুরু করা অপারেশন সিন্ধু, যা মূলত ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য চালু করা হয়েছিল, এখন এক বৃহত্তর মানবিক রূপ নিয়েছে। নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক অনুরোধে ভারত এই অভিযান সম্প্রসারিত করেছে, যাতে এই দুই দেশের নাগরিকরাও নিরাপদে দেশে ফিরতে পারেন। এতে আবারও প্রমাণিত হল; দুর্দিনে ভারতই আঞ্চলিক নেতৃত্ব দেয়। ২১ জুন, তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস নিশ্চিত করেছে যে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকদেরও উদ্ধার সহায়তা দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত ওই দুই দেশের অনুরোধের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে। এমন এক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তেহরানের এই অনুমতি ও ভারতের তৎপরতা প্রমাণ করে; দু’দেশের উপর আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা কতটা দৃঢ়। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. অর্জু রানাডেউবা ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তভারতের দ্রুত পদক্ষেপ নেপাল-ভারত বন্ধুত্বের গভীরতা প্রমাণ করে।দ তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস নেপালি নাগরিকদের সমন্বয়ের জন্য হেল্পলাইন ও টেলিগ্রাম চ্যানেল চালু করেছে (ফোন নম্বর,৯৮ ৯০১ ০১৪ ৪৫৫৭, ,৯৮ ৯১২ ৮১০ ৯১১৫, ,৯৮ ৯১২ ৮১০ ৯১০৯)। শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিত হেরাথ এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লেখেন, ‘ভারতের এই সাহায্য বন্ধুত্বের প্রতিচ্ছবি।’ শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানায়, ভারতের এই সহায়তা শ্রীলঙ্কার জনগণের কাছে গভীরভাবে প্রশংসিত। তারা ইরানে বসবাসকারী শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছে। অপারেশন সিন্ধুর আওতায় প্রথম ধাপে ১১০ জন ভারতীয় শিক্ষার্থীকে আর্মেনিয়ার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে তুর্কমেনিস্তান ও মাশহাদ হয়ে আরো নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হয়। এখন পর্যন্ত মোট উদ্ধারকৃত ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ১,১০০-র বেশি। সরকার জানিয়েছে, কাউকে পিছনে ফেলে রাখা হবে না;এবং সেই লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টা খোলা হেল্পলাইন ও একাধিক উদ্ধার ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের উদ্ধারে ভারতের সিদ্ধান্ত এই অভিযানে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। অপারেশন সুকুন (২০০৬, লেবানন) ও অপারেশন মৈত্রী (২০১৫, নেপাল ভূমিকম্প)-র মতো অতীত উদাহরণ আবার স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারত কেবল নিজের নাগরিক নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষের বিপদেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ইরান-ইজরায়েল সংঘাত এখনো চলমান, ফলে অপারেশন সিন্ধু এখনো চালু রয়েছে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও তেহরান সমন্বয় রেখে উদ্ধার প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে। আরও কয়েকটি বিমান ফ্লাইট ও স্থলপথে উদ্ধার অভিযান পরিকল্পনায় রয়েছে। ভারত অপারেশন সিন্ধুকে কেবল নিজস্ব নাগরিকদের উদ্ধারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিবেশীদের জন্যও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি শুধুই কূটনৈতিক নেতৃত্ব নয়; এটি হল এক মানবিক বার্তা প্রতিবেশী যখন বিপদে পড়ে, ভারত তখন পাশে থাকে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ চরিত্র ঃ—

তা’রা স্বভাবতঃ অকৃতী জৈবসংস্থিতির দৈন্য, ও অলস-স্বার্থী। শ্রমবিমুখতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অনৈষ্ঠিকতা; এগুলির যে-কোনটাই মানুষকে উৎকর্ষ-বিমুখ ক’রে তোলে। পরপ্রতারক বা ঠগাজ যে যত বেশী, আত্মপ্রতারক সে ততোধিক; ইষ্টকৃষ্টি-হারা যা’রা বাস্তবে। ব্যক্তিত্বও তাদের শ্লথ, যে-কোন চাক্‌চিক্যেই তা’রা অভিভূত হ’য়ে পড়ে; অন্তর্নিহিত ঐক্যবন্ধনীকে ছিন্ন ক’রে, বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাই হয় তা’দের প্রভাবান্বিত বিবেকী প্ররোচনা; তা’তে সত্তা থাক্ আর যাক্। তোমার বান্ধবই হোক আর সহযোগীই হোক; তোমার বন্ধুত্বে অটুট থেকেও সে যদি তোমার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে অপঘাত করে, সে শত্রু যেমন তোমার; শত্রু তেমন দেশ, জাতি ও জনেরও, সাবধান থেকো,;সতর্ক চলনায়।

ভ্রমণ সাহিত্যের বদলে ভ্লগের ঢেউ হারিয়ে যাচ্ছে অভিজ্ঞতার গভীরতা

ভ্রমণ মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতা। অজানাকে জানার, অচেনাকে ছুঁয়ে দেখার, আর সেই সঙ্গে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক অন্তরযাত্রা। আর সেই ভ্রমণের কাহিনি যখন শব্দে ধরা পড়ে, তখন তা হয়ে ওঠে সাহিত্য;ভ্রমণ সাহিত্য। এ এক অনন্য সাহিত্যিক শাখা, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশে যায় ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল এবং অনুভবের গভীরতার সঙ্গে। কিন্তু আজ, প্রযুক্তির হাত ধরে, সেই সাহিত্যের জায়গা দখল করে নিচ্ছে ভ্রমণ ভ্লগ বা ইউটিউব ভিডিওর জোয়ার। এই নতুন ধারার আবির্ভাবকে অবজ্ঞা করা যায় না। ক্যামেরার চোখে চোখ রেখে আজকাল বহু মানুষ বিশ্ব ঘুরে দেখছে, অন্যদের দেখাচ্ছে। একদিক থেকে তা তথ্যসমৃদ্ধ, সরাসরি এবং অনেক সময় উপভোগ্যও বটে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে;এসব ভ্লগ কি সত্যিই সাহিত্যের বিকল্প হতে পারে? ভ্রমণের যে অভ্যন্তরীণ রসায়ন, মনের ওঠানামা, সংস্কৃতির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন; তা কি ক্যামেরায় ধরা পড়ে? ভ্রমণ সাহিত্য কখনওই কেবল বর্ণনার সমষ্টি নয়। তা লেখকের মননের প্রতিফলন, আত্মদর্শনের এক অনন্য প্রকরণ। বিজয়ঘাটে দাঁড়িয়ে কীভাবে সূর্যাস্ত দেখে কবি উদ্বেল হয়েছিলেন, কিংবা হিমালয়ের নির্জন ধামে পৌঁছে কেমন করে এক সন্ন্যাসিনী লেখকের জীবনের ধারা বদলে দিয়েছিলেন; এসব গল্পই তো সাহিত্যে চিরকাল বেঁচে থাকে। সেই তুলনায়, আধঘণ্টার একটা ভিডিও বা ভ্লগ কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজায়, কিন্তু অনুভবের গভীরতায় পৌঁছাতে পারে না। আধুনিক ভ্লগ বা সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর ভ্রমণ কনটেন্টের আরেকটি বড় সমস্যা হল তার ভঙ্গুরতা ও ভাসা ভাসা প্রকৃতি। কিছু জনপ্রিয় স্থানের চটকদার দৃশ্য, কিছু স্থানীয় খাবারের ঝটপট বর্ণনা, আর কিছু ‘ওয়াও’ মুহূর্ত; এই নিয়েই যেন শেষ। দর্শকদের চটজলদি আনন্দ দেওয়াই এখানে মূল লক্ষ্য, গভীর ভাবনার স্থান নেই। ফলে অনেক সময় সেই স্থান বা সংস্কৃতি সম্পর্কে একপাক্ষিক বা বিকৃত ধারণা গড়ে ওঠে। এর বিপরীতে ভ্রমণ সাহিত্য চিরকাল পাঠককে ধৈর্য চায়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সেই আখ্যান, যেখানে শুধু দৃশ্য নয়, স্থানীয় মানুষের কথা, ভাষা, ইতিহাস ও আত্মার গন্ধও ধরা পড়ে। একজন লেখক হয়তো মিশরের কোনো পুরাতাত্ত্বিক স্থানের পাশে বসে কেবল নিঃশব্দতা শুনেছেন;কিন্তু সেই নিঃশব্দতার মধ্যেও পাঠক অনুভব করেন হাজার বছরের ইতিহাস। এটাই সাহিত্যের শক্তি। তাছাড়া ভ্রমণ সাহিত্যে লেখকের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত হলেও তা সর্বজনীনতার ছোঁয়া পায়। কারণ সেই লেখা শুধু স্থান ভ্রমণের নয়, বরং আত্মার ভ্রমণও। আমরা দেখি কীভাবে একজন লেখক, অচেনা পরিবেশে পড়ে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বারবার ফিরে আসেন। এই অন্তর্লোকের যাত্রা ভ্লগে সম্ভব নয়, কারণ ভ্লগ চায় বাইরের চাকচিক্য দেখাতে, ভিতরের অন্বেষণ নয়। এখানে আরও এক বিপজ্জনক প্রবণতা কাজ করছে;সোশ্যাল মিডিয়া ‘লাইক’, ‘ভিউ’ ও ‘সাবস্ক্রিপশন’-এর নিরিখে তৈরি ভ্রমণ চর্চা। এতে যে শুধু গভীরতা হারাচ্ছে তা নয়, বরং পর্যটনও হয়ে উঠছে ভোগবাদের শিকার। যে স্থানের সঙ্গে পাঠকের এক ধীর ও অনুরণিত সংযোগ গড়ে উঠতে পারত, সেটি এখন হয়ে উঠছে দ্রুত ছুটে যাওয়া আর ছবি তোলার ‘লোকেশন’। সাহিত্যের সেই ধৈর্য, সেই সংলাপ হারিয়ে যাচ্ছে। তবে ভ্লগারদেরও দোষারোপ করলেই দায় সারা যায় না। পাঠক বা দর্শকদেরও ভাবতে হবে, আমরা ঠিক কী চাইছি;দ্রুত চিত্রময় উপস্থাপন, নাকি ধীর অথচ গভীর উপলব্ধি? সাহিত্য কখনও তাৎক্ষণিক চমক দেয় না, কিন্তু তার রেশ দীর্ঘস্থায়ী। আর একটি ভালো ভ্রমণ লেখা বারবার পড়া যায়, প্রতিবার এক নতুন মাত্রা খুলে যায়। ভ্লগ কি সেই অনুভূতির সমান্তরাল কিছু দিতে পারে? প্রযুক্তির এই যুগে অবশ্যই ভ্রমণভ্লগের এক বিপুল সম্ভাবনা আছে; তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, নতুন স্থানকে দৃশ্যমান করা, মানুষের মধ্যে আগ্রহ জাগানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তা যদি ভ্রমণ সাহিত্যের জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তবে চিন্তার বিষয় তৈরি হয়। কারণ সাহিত্য কেবল বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়, তা বাস্তবের সঙ্গে সংলাপ। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য চাক্ষুষ করা নয়, অনুধাবন করা। সেই অনুধাবনের জায়গাটাই আজকের ভ্লগ-প্রজন্ম ভুলে যাচ্ছে। যাত্রাপথে কেবল পথ নয়, সঙ্গীও গুরুত্বপূর্ণ; ঠিক তেমনই, ভ্রমণে কেবল গন্তব্য নয়, অভিজ্ঞতাই মুখ্য। একজন লেখক যখন কলম ধরেন, তিনি শুধু যাত্রার গল্প বলেন না, বরং জানান সেই যাত্রায় কেমন করে বদলে গেলেন তিনি নিজে। আর সেই বদল পাঠকের মধ্যেও এক অনুরণন তোলে;এটাই সাহিত্য। তাই সময় এসেছে পাঠক হিসেবে আমাদেরও নতুন করে ভাববার। ভ্রমণ যদি সত্যিই মন ও মননের সমৃদ্ধি হয়, তবে তার চিত্ররূপের পাশাপাশি শব্দরূপও দরকার। সাহিত্যের ধৈর্য, অনুভবের গভীরতা এবং চিন্তার দ্যোতনা আজকের দ্রুতগতির দুনিয়ায় যতই কমে আসুক, তা রক্ষার দায় থেকে কি আমরা মুক্ত হতে পারি? ভ্রমণ সাহিত্যের এই গুরুত্ব এবং তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেন আমাদের স্মরণে থাকে। না হলে আগামী প্রজন্ম জানবে শুধু কোথায় কী খাওয়া যায়, কিন্তু জানবে না সেই শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো এক নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারীর নিঃশব্দ অভিজ্ঞতা;যা হয়তো তাকে বদলে দিয়েছিল চিরতরে। সেই বদলের ইতিহাসই তো আসল ভ্রমণ সাহিত্য।

নেতৃত্বে খরা, দলে বিভাজন— কংগ্রেসের আত্মসমালোচনার মুহূর্ত এখনই

ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস একসময় যে বিরাটতা নিয়ে ছিল, আজ তা কেবল ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেছে। একসময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী এবং স্বাধীনতার পর প্রায় টানা শাসন করা এই দল এখন বারবার পরাজয়ের ধাক্কা খাচ্ছে, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সেই চিত্রকে আরও জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে দিল্লির প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের পরিণতি এক ধরনের রাজনৈতিক মর্মান্তিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। দিল্লিতে কংগ্রেস আগে কেবল শক্তিশালীই ছিল না, বরং সেখানে দলটির ছিল দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো, জনপ্রিয় মুখ, এবং এক ভরসাজনক নির্বাচনী ভিত্তি। কিন্তু ২০১৩ সালের পর থেকে দলটি যেন ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে। এখনকার বাস্তবতা হচ্ছে, দিল্লিতে কংগ্রেসের সংগঠন কার্যত মৃতপ্রায়, নেতাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চরমে, এবং তৃণমূল স্তরে দলের অস্তিত্ব প্রায় অদৃশ্য। এই অবস্থার জন্য শুধু বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বী দলদের দোষ দিয়ে কংগ্রেস পার পেতে পারে না। বরং দলটির ভেতরকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের অনৈক্য, এবং সঠিক কৌশলের অভাবই এই পরিণতির মূল কারণ। দিল্লি কংগ্রেস আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে নেতা আছেন কিন্তু কর্মী নেই, ঘোষণা আছে কিন্তু কর্মপন্থা নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা নানা সময়ে বিভিন্ন পদের দাবি তোলেন, আবার পরক্ষণেই অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। ফলে দলের অভ্যন্তরে একটি সুস্থ, গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশ তো হচ্ছেই না, বরং সেটি আরও জটিল হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নেতৃত্বহীনতার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মতো নেতারা জাতীয় স্তরে থাকলেও, রাজ্য ও মহানগর স্তরে সেই নেতৃত্বের অভাব প্রকট। কেউ দায়িত্ব নিতে চান না, আবার কেউ একবার দায়িত্ব নিয়ে ব্যর্থ হলে ফের সেই পথে ফিরতেও নারাজ। কংগ্রেসের রাজনীতি যেন এখন এক দিশাহীনতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে কিছু মুখ কেবল পদের লড়াইয়ে ব্যস্ত, বাস্তব রাজনীতি ও জনসংযোগ যেন নির্বাসিত। দিল্লিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পতনের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আম আদমি পার্টির উত্থান। এক দশকের মধ্যে এই দলটি দিল্লিতে নিজেদের শিকড় মজবুত করেছে, বিশেষ করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। তাদের লক্ষ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং আগ্রাসী প্রচার কৌশল দিল্লির জনমানসে প্রভাব ফেলেছে। সেখানে কংগ্রেস প্রায় নীরব থেকেছে, কোনও জোরালো বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমনকি সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি যৌথভাবে নির্বাচনে লড়লেও, কংগ্রেসের কর্মীরা সেই জোটে উৎসাহিত হননি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নিচুতলার কর্মীরা বা পুরনো সমর্থকেরা জোটের বিপক্ষে কাজ করেছেন। আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেও এমন কিছু বার্তা এসেছে যা এই জোটকে দুর্বল করেছে। ফলে রাজনৈতিক কৌশল, নেতৃত্বের সংকট এবং আদর্শগত অস্পষ্টতা; এই ত্রয়ী কংগ্রেসকে দিল্লিতে আরও কোণঠাসা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের সামনে একমাত্র পথ আত্মসমালোচনা এবং পুনর্গঠন। দীর্ঘদিনের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে বসে থাকলে আর চলবে না। রাজনীতির বাস্তবতা বদলে গেছে, মানুষের প্রত্যাশা বদলে গেছে, কাজেই দলেরও নিজেকে বদলাতে হবে। দল পরিচালনার পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা আনতে হবে, তরুণ নেতৃত্বকে জায়গা দিতে হবে, আর যাঁরা কেবল পদ নিয়ে রাজনীতি করেন তাঁদের সরে যাওয়া প্রয়োজন। একটি দলের শক্তি তার নীতির পাশাপাশি তার কর্মীভিত্তিক কাঠামোর ওপরও নির্ভর করে। কংগ্রেসকে সেই তৃণমূল স্তরের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নেতা নয়, কর্মীর কথাই বেশি গুরুত্ব পাবে। মানুষের সমস্যা শুনে, তাদের সঙ্গে মিশে, স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর রাজনীতি করতে পারলেই কংগ্রেস আবার ফিরতে পারবে; অন্তত প্রাসঙ্গিকতার রাজনীতিতে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সামনে সময় খুব কম। বিজেপি ও আম আদমি পার্টির মতো আগ্রাসী ও দক্ষ সংগঠনগুলোর পাশে দাঁড়াতে গেলে কেবল ঐতিহ্য নয়, লাগবে পরিকল্পিত কৌশল, আদর্শগত স্বচ্ছতা ও নেতৃত্বের দৃঢ়তা। যাঁরা এখনও দলটিকে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে এখন সময় আত্মবিশ্লেষণের; কারণ যদি কংগ্রেস নিজেকে বদলাতে না পারে, তাহলে রাজনৈতিক ইতিহাসে তাদের অবস্থান আরও সংকুচিত হয়ে পড়বে।

সিকিমের নাথুলা দিয়ে শুরু হল বার্ষিক কৈলাশ-মানস সরোবর যাত্রা

সিকিমের নাথুলা পাস দিয়ে আজ শুরু হল বহু প্রতীক্ষিত ও ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক কৈলাশ-মানস সরোবর যাত্রা। এই মহাযাত্রার সূচনা করেন রাজ্যপাল ওম প্রকাশ মাথুর। একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা নাড়িয়ে তিনি প্রথম দলের যাত্রার শুভ সূচনা করেন। এবছরের যাত্রার প্রথম দলে রয়েছেন মোট ৩৬ জন পূণ্যার্থী, যারা আজই ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ করেন তিব্বতের স্বশাসিত অঞ্চলে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ধর্মীয় ভ্রমণ এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে এই কৈলাশ-মানস যাত্রা। নাথুলা পাস দিয়ে এই যাত্রাপথ তুলনামূলকভাবে সহজ ও সুলভ হওয়ায় প্রতিবছর বহু পূণ্যার্থী এই রুটেই যাত্রা করেন। ভারতের তরফে যেমন প্রশাসনিক সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তেমনই চীন সীমান্তে পৌঁছলে সেখানে চীনা আধিকারিকরা যথাযোগ্য মর্যাদায় যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানান। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নাথুলার ওপারে যাত্রা দলের সদস্যদের চীনা প্রশাসনের আধিকারিকরা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পতাকা উত্তোলনের আগে রাজ্যপাল পূণ্যার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের যাত্রার উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি ও আবেগ সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং তাঁদের সুস্থ ও নির্বিঘ্ন যাত্রার শুভকামনা জানান। তিনি বলেন, তএই যাত্রা শুধু ধর্মীয় ভাবনাকে নয়, ভারত-চীন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কেরও এক প্রতীক। এখান থেকে বহু মানুষের বিশ্বাস ও আত্মার যাত্রা শুরু হয়।দ কৈলাশ-মানস সরোবর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক পবিত্র স্থান। হিমালয়ের তুষারশুভ্র কোলে অবস্থিত কৈলাশ পর্বত ও মানস সরোবর হ্রদকে ঈশ্বর শিবের বাসস্থান বলে মানা হয়। প্রতিবার এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার পূণ্যার্থী। যদিও দীর্ঘ পথ, প্রতিকূল আবহাওয়া ও উচ্চতা জনিত কারণে যাত্রাটি শারীরিকভাবে বেশ কষ্টসাধ্য, তবুও ভক্তদের উৎসাহে কোনও ঘাটতি দেখা যায় না। নাথুলা রুটটি ২০১৫ সালে চালু হয়, তার আগে উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস দিয়েই একমাত্র যাত্রা সম্ভব ছিল। তবে নাথুলা পাস রুট অপেক্ষাকৃত সহজ ও বাসযাত্রা উপযোগী হওয়ায় বয়স্কদের কাছেও এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই রুটে যাত্রীরা গ্যাংটক থেকে নাথুলা হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে বাসে করে মানস সরোবর ও কৈলাশ পর্বতের পাদদেশে পৌঁছন। সিকিম প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, তএই যাত্রাকে নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খল করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের চিকিৎসা সহায়তা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ব্যবস্থা, খাদ্য সরবরাহ, ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে তৎপর রয়েছে প্রশাসন।দ কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ও সিকিম রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় প্রতিবারের মতো এবছরও যাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতি আগেভাগেই সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সেনা এবং আইটিবিপি জওয়ানদের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীদের কোনও অসুবিধা না হয়। চীনা আধিকারিকদের তরফে যাত্রীদের স্বাগত জানানোর পর যাত্রীরা নির্দিষ্ট রুট ধরে মানস সরোবরের দিকে রওনা দেন। তিব্বতের নির্জন শৈলশোভিত ভূপ্রকৃতি, হিমশীতল জলবায়ু, এবং শান্ত পরিবেশে পূণ্যার্থীরা এক অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। প্রথম দলের সঙ্গেই থাকছে একটি চিকিৎসা দল, দোভাষী এবং প্রশিক্ষিত গাইডরা। তাঁদের মাধ্যমে যাত্রাপথে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পাবেন ভক্তরা। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তারাও তিব্বতের বিভিন্ন অংশে নজরদারি ও সহযোগিতার জন্য উপস্থিত থাকবেন। সিকিমে রাজ্যপালের উপস্থিতি শুধু একটি যাত্রার সূচনা নয়, বরং এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজ্য তথা দেশের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য, আন্তঃদেশীয় সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের প্রতীক হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে, শুভ মুহূর্তে শুরু হওয়া এই যাত্রা একদিকে যেমন পূণ্যার্থীদের আত্মিক শান্তির আশ্বাস দিচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে;ধর্ম, বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট থাকুক সীমান্ত পেরিয়েও। পরবর্তী কয়েক দিনে আরও একাধিক দল যাত্রায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। প্রতিটি দলকে প্রাক-যাত্রা স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও নির্ধারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রাপথে কোনও শারীরিক সমস্যা না হয়। আশা করা যাচ্ছে, এবছরের কৈলাশ-মানস সরোবর যাত্রা শান্তিপূর্ণ এবং সফলভাবে সম্পন্ন হবে, আর এতে নতুন করে জেগে উঠবে পূণ্যার্থীদের বিশ্বাস, প্রশাসনের দক্ষতা ও আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শরণার্থী আর নাগরিক সমাজ ঃ সহনশীলতার ক্ষয় আর সহাবস্থানের সংকট

বর্তমান বিশ্বজুড়ে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার এক করুণ রূপ হলো নাগরিক সমাজের উপরে এক ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ। একই সঙ্গে, বিশ্বের নানা প্রান্তে শরণার্থী ও উদ্বাস্তুরাও চরম বৈষম্য, সহিংসতা এবং অবিশ্বাসের শিকার। এই দুই প্রবণতা ; একদিকে নাগরিক সমাজের দমন, অন্যদিকে শরণার্থীদের প্রতি বৈরিতা ; আসলে একে অপরের পরিপূরক এবং এক বৃহত্তর সমস্যা-চিত্রের প্রতিফলন। সম্প্রতি নানা দেশে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে নাগরিক সমাজ নিরপেক্ষ, মানবিক এবং কল্যাণমুখী অবস্থান নিয়ে সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রশ্ন তোলে, সেখানে তাদের ‘শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই প্রবণতা শুধু কোনো একক দেশের ক্ষেত্রে নয়, বরং এক বিশ্বজনীন প্রবণতা। এই প্রতিকূল মনোভাব গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং সমাজের সংহতির ভিত দুর্বল করে দিচ্ছে। শরণার্থী ইস্যু আরও জটিল ও সংবেদনশীল। সিরিয়া, সুদান, আফগানিস্তান বা মায়ানমার; যেখানেই হোক না কেন, যখন মানুষ নিজভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়, তখন সেটি নিছক কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়; বরং এটি মানবাধিকারের প্রশ্ন। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, জাতিগত নিধন, অথবা ধর্মীয় নিপীড়নের মতো নানা কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ নিজভূমি ত্যাগ করে উদ্বাস্তু জীবনে বাধ্য হয়েছে। অথচ, এই মানুষগুলিকে রক্ষা করার বদলে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তারা আজ অনেকাংশে অবিশ্বাস, উপেক্ষা এবং কখনও কখনও ঘৃণার শিকার। বিশ্বের নানা দেশে, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকাতে, উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের নিয়ে এক ধরনের আতঙ্ক বা ‘অপরতা’র রাজনীতি গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনী রাজনীতিতে অভিবাসী বা শরণার্থীদের ‘বিপদ’ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে দেশের গোষ্ঠীবদ্ধ চিন্তাধারাকে উসকে দিয়ে জনসমর্থন আদায় করা যায়। অথচ বাস্তবে, এই শরণার্থীদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে অবদান রাখছে। এই দুই প্রবণতার মধ্যে একটি গভীর সংযোগ রয়েছে। নাগরিক সমাজ ও উদ্বাস্তুরা উভয়েই এক ধরনের ক্ষমতার কাঠামোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; যদিও ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। নাগরিক সমাজ প্রশ্ন তোলে, প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করে, সরকারকে জবাবদিহির পথে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, শরণার্থীরা সেই কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা এবং নিষ্ঠুরতা নগ্ন করে তোলে। ফলে, উভয়েই ক্ষমতাধর রাষ্ট্র বা শাসকগোষ্ঠীর কাছে ‘অস্বস্তিকর’ হয়ে ওঠে। এই অস্বস্তি থেকেই জন্ম নেয় দমন, ঘৃণা ও বর্জনের রাজনীতি। তবে এ প্রসঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসে ; এই বৈরিতা রুখবে কে? আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা নির্লিপ্ত, বিভ্রান্ত বা সম্পূর্ণ অকার্যকর থেকেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ডজ্ঞছঈজ্ঝ), আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক আদালত; এদের কার্যকারিতা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে। তাদের কূটনৈতিক ভাষা, নীতিগত অবস্থান এবং কার্যকরী পদক্ষেপের মধ্যে যে বিরাট ফারাক, তা এই সংকটকালে বারবার চোখে পড়ছে। একই সঙ্গে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে শরণার্থীরা শুধুই দুর্ভোগের প্রতীক নয়, তারা সাহস, সহনশীলতা ও জীবনসংগ্রামের উদাহরণ। যে মানুষরা নিজের দেশ ছেড়ে, শিকড় উপড়ে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়; তাদের মধ্যে এক অসামান্য প্রাণশক্তি থাকে। সেই প্রাণশক্তিকে সহযোগিতা করা, তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা কেবল আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা নয়, এক বৃহৎ মানবিক দায়িত্ব। অন্যদিকে, নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করাও ততটাই জরুরি। কারণ এই সমাজই হল গণতন্ত্রের প্রহরী। যখন প্রশাসনিক অপারগতা, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা কিংবা সামাজিক বৈষম্য চরমে পৌঁছায়, তখন এই সমাজই রক্ষা করে যুক্তি, সহানুভূতি এবং মানবিকতাকে। ফলে, নাগরিক সমাজকে দমন মানে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ। আর গণতন্ত্র নিঃস্ব হলে, একমাত্র রাষ্ট্র নয়, সমগ্র সমাজ বিপন্ন হয়। এই সমস্ত পরিস্থিতি সামনে রেখে এখন প্রয়োজন এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্বজনীন প্রতিরোধের। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, রাষ্ট্র ও সমাজকে মনে করিয়ে দিতে হবে তাদের মৌলিক কর্তব্য। শুধু সংবিধান কিংবা আইন নয়, একটি সমাজের বিবেক, তার নৈতিক অবস্থানই বলে দেয়; সে কতটা সভ্য। আর সেই বিবেক যদি নিঃশব্দ হয়ে যায়, তাহলে সভ্যতা নামক গর্বটিও চরম প্রশ্নের মুখে পড়ে। বর্তমানে যখন দুনিয়াজুড়ে সহিংসতা, বিভাজন এবং দমন নিত্যদিনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে, তখন আরও জোরালোভাবে দরকার এক বিকল্প বয়ান; যেখানে মানুষ মূল, ভিন্নতা স্বীকৃত, সহাবস্থান সম্মানিত। নাগরিক সমাজ ও শরণার্থীদের প্রতি এই বিশ্ব যদি সহানুভূতির সঙ্গে না দেখে, যদি প্রতিরোধের পরিবর্তে প্রতিহিংসার পথ বেছে নেয়, তবে তা শুধু কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর পরাজয় নয়; সেটি হবে মানবতারই পরাজয়।

দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল নিয়ন্ত্রকের স্বীকৃতি শান্তিনিকেতন ট্রাইবাল ফুটবল একাডেমীর

বোলপুর বীরভূম জেলার কোন ফুটবল একাডেমি এই প্রথম দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল খেলা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেলো। এই আনন্দঘন মুহূর্তকে উপভোগ করতে ট্রাইবাল খেলোয়াড়দের নিয়ে বোলপুরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করে এই ফুটবল একাডেমি। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন খেলোয়াড় ছাড়াও স্থানীয় কোচ এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের কর্মকর্তা তথা উত্তর ২৪ পরগনা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের সহযোগী শান্তিনিকেতন ট্রাইবাল ফুটবল একাডেমী। এরা খুব ভালো কাজ করেছে। এদের কাজের সুগন্ধ আই এফ এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ কারণে তারা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাদের অনেক দূরে যেতে হবে। কলকাতা ফুটবল লিগ শেষ হলে ১৫ দিনের জন্য আমি এই একাডেমীর খেলোয়ারদের কলকাতা নিয়ে যাব। সেখানে তারা লীগের খেলোয়াড়দের সাথে খেলবে এবং পাশাপাশি তাদের কোচের কাছ থেকেও প্রশিক্ষণ নেবে। স্থানীয় কোচ জানান, সাব- জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র এই তিনটি ডিভিশনে মোট ৫০ জন খেলোয়াড় আছে। এরা সবাই আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত। আমাদের নিজস্ব বড় মাঠ নেই। একটা ছোট মাঠে প্র্যাকটিস করতে হয়। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আজকে বলার অপেক্ষা রাখে না আদিবাসীরা সমস্ত ক্লাব এবং লীগ ম্যাচে সকলের নজর কেড়েছে।। এমনকি গত ন্যাশনাল লীগে বাংলা যেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেখানেও আদিবাসী খেলোয়াররা তাদের উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছে।

‘শুভেন্দু অধিকারীর জেলা’ মেনে নিলেন সদ্য অপসারিত অখিলপুত্র সুপ্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ জুনঃ জেলায় তৃণমূলের একাধিক সাংগঠনিক রদবদল। যুব থেকে সরলেন সুপ্রকাশ গিরি! বদলে আনা হয় নতুন নেতৃত্বকে। সুপ্রকাশের মতে, ‘শুভেন্দুর গড়ে’ এই রদবদল কিছুটা হলেও ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বিপাকে ফেলতে পারে দলকে! তমলুকে নতুনভাবে যুব, মহিলা ও শ্রমিক সাংগঠনিক নেতৃত্ব বদল করল রাজ্য নেতৃত্ব। জেলার দুই সাংগঠনিক যুব সভাপতি পদ থেকে সরানো হয়েছে দুই নেতাকে। তমলুক সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি থেকে আজগর আলি ও কাঁথি সাংগঠনিক সভাপতি পদ থেকে অখিল-পুত্র সুপ্রকাশ গিরিও সরানো হল। তাঁর জায়গায় তমলুকে আনা হয়েছে ছাত্র নেতা প্রসেনজিৎ দে-কে। আর কাঁথির ক্ষেত্রে খেজুরির ১ ব্লকের যুব নেতা জালালউদ্দিন খাঁনের উপর ভরসা রেখেছে নেতৃত্ব। এ ছাড়া মহিলা তৃণমূলের তমলুকে সভানেত্রী করা হয়েছে শিবানী দে কুণ্ডুকে। আর কাঁথি ক্ষেত্রে মহিলা সভানেত্রী করা হয়েছে শতরূপা প্যায়রাকে। জেলার শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তমলুকে ৯ জনের কোর কমিটি করা হয়েছে। কাঁথির ক্ষেত্রে বিকাশ বেজকে সরিয়ে আনা হল শিবরাম মাইতিকে। সুপ্রকাশ গিরি বলেন, ‘‘নির্বাচনের আগে দল সংগঠনকে ঝালিয়ে নেওয়া পরিকল্পনা থাকে। এটা সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আট বছর ধরে এই জায়গাটা দেখেছি।

২০১৭ সাল থেকে জেলা যুবক, কখন সভাপতি হিসাবে কাজ করেছি। কিন্তু দল একটা বয়সের দিকটাও ভেবে দেখেছে। আমার সেই বয়সটা পেরিয়ে গিয়েছে। আমি দলকে আগেই জানিয়েছিলাম, অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি নিজে থেকে সরেছি। দল আমাকে সরায়নি। আমি নিজে থেকে সরে এসেছি।’’ কিন্তু তিনি এও বলেন, ‘‘নির্বাচনের আগে এভাবে শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় এক সঙ্গে তিনটে শাখা সংগঠনকে বদলে দেওয়া, যাদেরকে করা হয়েছে, তাদের জেলা রাজনীতিতে আরও অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল হত। কারণ এই জেলায় সংগঠন খুব একটা ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। আমরা লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারিনি। আমরা সংগঠনিক কাজকর্মেও অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। তাই মনে হয়, অনভিজ্ঞ কাউকে যদি এখানে দুম করে বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি সময় পাবেন না, সংগঠনকে গুছিয়ে নেওয়ার।’’ অন্যদিকে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, ‘‘শাখা সংগঠনের নেতৃত্বের রদবদল কেবল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নয়, দলীয় সিদ্ধান্তে বাংলা জুড়েই হয়েছে। উর্ধ্বতন নেতৃত্ব যা মনে করেছেন, নতুন লোককে আনলে ভাল কাজ হতে পারে, সেটাই মনে করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা হাইকম্যান্ডের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছি।’’ বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য অসীম মিশ্র বলেন, ‘‘তৃণমূলের আবার কী কমিটি। ওই দলের পদ বিক্রি হয়। যে যত টাকা তুলে দিতে পারবে, তারাই নেতা হবে।’’

ভিলেজ পুলিশ থেকে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি! রকেটের গতিতে উত্থান রামমোহন রায়ের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুনঃ ভিলেজ পুলিশ থেকে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি! রামমোহনের উত্থান রকেটের গতিকেও হার মানায়। জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি দায়িত্ব পেলেন ময়নাগুড়ি থানার প্রাক্তন ভিলেজ পুলিশ রামমোহন রায়। তিনি ময়নাগুড়ি জল্পেশ এলাকার বাসিন্দা। ভিলেজ পুলিশ হিসাবে এতদিন কর্মরত ছিলেন। এলাকায় কান পাতলে শোনা যায়, ভিলেজ পুলিশ থাকাকালীন ময়নাগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই এলাকায় একজন সমাজসেবী হিসাবেও পরিচিত। তবে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর যোগ দীর্ঘদিনের। রামমোহন রায় ছাত্র জীবনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই সময় তিনি কলেজে প।তেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র নেতা ছিলেন তিনি। এলাকায় তার নামে রামমোহন ফ্যান ক্লাব গঠন করেন স্থানীয় যুবক যুবতীরা। এবং ময়নাগু।রি যুবক যুবতীদের একটি বড় টিম তার ফ্যান ক্লাবের সদস্য। যারা নিয়মিত বিভিন্ন সমাজসেবা করেন। নতুন করে জলপাইগুড়ি জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় খুশি ময়নাগুড়ি ব্লকের বাসিন্দারা। খবর ছড়াতেই শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে প্রচুর মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। ফুলের স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান। সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব, ব্লক নেতৃত্ব তাকে অভিনন্দন জানায়। একজন ভিলেজ পুলিশ থেকে সরাসরি তৃণমূলের জেলা সভাপতি! এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক

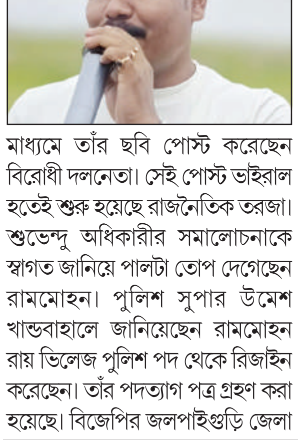

মাধ্যমে তাঁর ছবি পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা। সেই পোস্ট ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনাকে স্বাগত জানিয়ে পালটা তোপ দেগেছেন রামমোহন। পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানিয়েছেন রামমোহন রায় ভিলেজ পুলিশ পদ থেকে রিজাইন করেছেন। তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ বলেন, ‘‘রামমোহন রায় পাক্কা তোলাবাজ। জলপাইগুড়ি জেলায় চলা অবৈধ ডাম্পার থেকে তোলা সংগ্রহ করেন। এছাড়া গরু পাচার, কয়লা পাচার প্রভৃতি পাচারকারীদের থেকে টাকা কালেকশন করে কালীঘাটে পাঠায়। আমরা এর আগে তার নামে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। তাকে সাময়িক বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকমাস পর ফের স্বমহিমায় ফিরে আসেন। সামনেই ভোট। এখন আরও টাকা লাগবে। তাই তাকে যুব সভাপতি পদে বসানো হয়েছে।’’ যুব তৃণমূল জেলা সভাপতি রামমোহন রায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। রামমোহন বলেন, ‘‘মানুষের সমর্থন রয়েছে। ভিলেজ পুলিশ সভাপতি হয়েছেন, এটাই আসলে বিরোধীদের গায়ে লাগছে। আমরা এখানে বিরোধী শূন্য করব।’’ তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, গত ১৮ তারিখেই ভিলেজ পুলিশের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।

নদী বাঁধ মেরামতি পরিদর্শনে গিয়ে এজেন্সিকে ধমক জেলাশাসকের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ জুনঃ পাঁশকুড়ার গড়পুরুষোত্তমপুরে নদী বাঁধ পরিদর্শনে গিয়ে কর্মরত এজেন্সিকে ধমক জেলার জেলাশাসক, বেঁধে দিলেন কাজের ডেড লাইন। টানা বৃষ্টির জেরে কংসাবতী নদীর জলস্তর ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। গেল বছর বন্যায় ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধের কাজ খুব ধীর গতিতে হচ্ছিল বলে ক্ষোভ দেখিয়েছিল এলাকাবাসী। ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারির পর সকালে সেই নদী বাঁধ পরিদর্শনে যান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, চেয়ারম্যান পাঁশকুড়া পৌরসভা, এসডিও, সেচ দফতরের আধিকারিক বিডিও, সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় জেলাশাসক ওই বাঁধের কর্মরত এজেন্সিকে ধমক দেন। এবং পরিদর্শন গিয়ে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে সেচ দফতরের আধিকারিককে আগামী ৩০শে জুন ডেড লাইন বেঁধে দেন জেলার জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। ওই তারিখের মধ্যে বাঁধটি মেরামতের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি বলেন, ‘‘গত বছর বন্যা পরিস্থিতিতে পাঁশকুড়ার তিনটে জায়গা ভেঙে গিয়েছিল। গড়পুরুষোত্তমপুর একটা জায়গা। সেচ দফতর তিনটে জায়গায় একই সঙ্গে কাজ শুরু করে। এই জায়গাটা পুরোটাই ভেঙে গিয়েছিল। কাটা মাটি পড়েছিল, কিছু জায়গায় বসে গিয়েছে। কতদিনে কাজ শেষ হবে, সেটার ওপর নজর রাখছি আমরা। ওরা কাজ শুরু করেছিল। নরম মাটিতে বৃষ্টির জল লেগেছে, জল পেয়ে বসে গিয়েছে। যাতে এই ঘটনা না ঘটে ইঞ্জিনিয়াররা গোটা বিষয়টি দেখছে। গ্রামবাসীদের নিয়ে একটা কমিটি করে দেওয়া ''পুরো কাজ ৩০ জুনের মধ্যেই শেষ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুজোয় চমক আছে, একগাল হাসি নিয়ে বললেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জুনঃ রবিবার গালভরা হাসি নিয়ে একটা খবর দিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী খবর? সেটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে খোলসা করেননি সাংসদ। শুধু ইঙ্গিত দিয়ে জানালেন, এই বছর পুজোয় একটা চমক রয়েছে। কীসের চমক, কে তিনি? তার বিস্তারিত কিন্তু বললেননি শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। সাংবাদিকদের প্রশ্নে শুধু বললেন, ‘আছে....আছে...।’ একটু অপেক্ষাও করতে বলেন সাংসদ। আজ রথের আগে খুঁটি পুজো করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ আরএমএস মাঠে প্রতিবছর দুর্গাপুজো করেন। রথের আগে তারই খুঁটি পুজো হয় এ দিন। কল্যাণ ছাড়াও সাংসদের খুঁটি পূজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক ও চেয়ারম্যানরা। সেখানে কল্যাণের পাশে দেখা গেল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারদের। আজ কল্যাণ জানান, ‘‘এই বছর পুজোর থিম হবে কোনারকের সূর্য মন্দির।’’ তবে সংশ্লিষ্ট পুজোয় যে চমক থাকছে সে কথাও হাসিমুখে জানিয়েছেন তিনি। প্রথমে একটু মজার ছলেই তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘চমক বলতে মানুষ চমক। প্রচুর মানুষ আসবেন মণ্ডপে।’’ তারপর তিনি বলেন, ‘‘আসবে... আসবে এখনও ফাইনাল নয়। তবে একটা ভাল চমক থাকতে পারে। কথা দিয়েছে...বলেছে, চেষ্টা করছি কল্যাণজি (কোশিস কর রাহা হু কল্যাণজি) এখনও ফাইনাল করিনি।’’ কল্যাণের এই কথার পরই শুরু জল্পনা। তবে কি তাঁর পুজোয় বলিউডের নামি কোনও শিল্পী আসছেন? যদিও, সব উত্তর সময়ই দেবে।

আবারো আগুন লাগলো ট্রান্সফরমারে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ২২ জুনঃ কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি কিংবা ট্রান্সফরমারে আগুন লাগা যেন দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবার কোচবিহার শহরের মা ভবানী চৌপতি সংলগ্ন এলাকায় ট্রান্সফর বাড়ি দিনের বেলায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। রবিবার দুপুরে হঠাৎই বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিনের বেলায় এ যেন ঘটনায় রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পথ চলতি ও এলাকার মানুষদের মধ্যে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বজিৎ দে সরকার বলেন, ‘‘হঠাৎ করেই ওই ট্রান্সফরমারে আগুন লাগে এবং দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আমরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।’’ যদিও তিনি বলেন, ‘‘দ্রুত দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা আসে এবং ট্রান্সফরমারটি মেরামত করেন।’’ ডিসট্রিক চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল সেক্রেটারি রাজেন্দ্র কুমার বৈদ বলেন, ‘‘ট্রান্সফর্মারের তেল লিক করে এই আগুন লাগে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে কোন অসুবিধে নেই।’’ অপরদিকে সন্ধ্যে হতেই কোচবিহারের পিলখানা সংলগ্ন মহাশ্মশানের পাইপে আগুন লাগে। এর আগেও বারংবার বিভিন্ন ট্রান্সফরমার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বিগত কয়েকদিনে। বিদ্যুৎ বিভাগের সূত্র অনুযায়ী অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলেই এগুলো ঘটনা। তীব্র দাবদহে প্রত্যেকটি বাড়িতেই বাতানুকূল যন্ত্র বা এসি ব্যবহৃত হচ্ছে যা বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো হয়নি ফলে ট্রান্সফরমার গুলিতে বিদ্যুতের লোড অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে কোচবিহার বিদ্যুৎ বিভাগের কাস্টমার কেয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং স্টেশন ম্যানেজার সুদীপ স্বর বলেন, ‘‘অত্যাধিক পরিমাণ লোড করছে ট্রান্সফরমার গুলোতে আসলে বেশিরভাগ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ এসি ব্যবহার করা হচ্ছে পাশাপাশি বিদ্যুৎ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু সেই তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে নেই। যদিও আমরা ইতিমধ্যে আমাদের যারা বাড়ি বাড়ির ঋণ দিতে যায় তারা সবকিছু দেখে এসে আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং পরবর্তীতে আমরা সেই বাড়িগুলিতে চিঠি পাঠাচ্ছি যারা তাতে তাদের বিদ্যুতের নোটগুলি বৃদ্ধি করার জন্য টাকা জমা দেয়। এবং সেক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো উত্তর পাচ্ছি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আর এর ফলে যে সমস্ত জায়গায় ট্রান্সফরমান গুলিকে উন্নত করার দরকার আমরা উন্নত করছি এবং যেখানে লোড বেশি দেওয়ার প্রয়োজন তার জন্য যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা করা হচ্ছে।’’ তিনি জানিয়েছেন প্রত্যেক বাড়ি থেকেই যদি এভাবে তাদের কাছে তথ্য দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা মিটে যাবে তাই সমস্ত জনসাধারণের কাছে তিনি তাদের সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বিয়ে করতেই হবে, পাত্রের বাড়ির সামনে ধরনায় তরুণী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুনঃ যে কোনও মূল্যে তাঁকেই বিয়ে করতে হবে। এই দাবি নিয়ে বিয়ের মুখে পাত্রের বাড়িতে ধর্নায় বসল প্রেমিকা। চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে। শনিবার আচমকাই পাত্রের বাড়ির সামনেই হাজির এক তরুণী। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের, খারিজা বেরুবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুর টিপ এলাকায়। জানা গিয়েছে, বালুর টিপ এলাকার বাসিন্দা বুদারু রায়ের ছেলে দিলীপ রায়। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পার্শ্ববর্তী তেলিপাড়া এলাকার এক তরুনীর। বিষয়টি জানতে পেরে যুবকের পরিবারের তরফে ঘটকের মাধ্যমে ওই তরুণীর বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব তরুনীর বাড়ির পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। শুধু তাই নয়, যুবক এবং তার পরিবার সম্পর্কে অপমানজনক কথাও বলা হয় বলে অভিযোগ। এরপর পার্শ্ববর্তী অন্য এলাকার এক তরুনীর সঙ্গে সামাজিক মতে বিয়ে ঠিক হয় ওই যুবকের।

পুলিশের পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণের পরিকল্পনা, ভেস্তে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, খয়রাশোল, ২২ জুনঃ ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে সিনেমার কায়দায় এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করতে এসে পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল অপহরণকারীদের পরিকল্পনা। ঘটনাটি ঘটেছে খয়রাসোল থানার পাঁচড়া

এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ জনের একটি অপহরণকারীদের দল স্করপিও গাড়ি নিয়ে খয়রাসোল থানার পাঁচড়া এলাকা থেকে দুবরাজপুরের ব্যবসায়ী জয় সরকারকে অপহরণের চেষ্টা করে। পাঁচ জন মিলে ব্যবসায়ীকে গাড়িতে চাপানোর চেষ্টা, চলে ধাক্কাধাক্কি। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই হতবাক। ব্যবসায়ীর স্ত্রী তনুশ্রী সরকার পুলিশকে খবর দেন। তিনি অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি একজনকে টেনে গাড়িতে চাপানোর চেষ্টা করছে এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িতে চাপিয়ে অপহরণকারীরা কয়েক কিলোমিটার রাস্তা এগিয়ে যায়। এদিকে পুলিশ ধাওয়া করে অপহরণকারীদের গাড়ি সহ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে ব্যবসায়ীর স্ত্রী অভিযোগ করেন, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। আটকদের মধ্যে দুর্গাপুর এলাকার দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে পুলিশ পরিচয় দেন। যার প্রেক্ষিতে খয়রাসোল থানার পুলিশকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত ধৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন আদৌও তিনি পুলিশের লোক নয়। পুলিশ সকলকে গ্রেফতার করে সেই সাথে স্করপিও গাড়ি, পাঁচটি মোবাইল, নাইলন দড়ি অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে।

পুণ্যস্নান সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলেই শেষ ৫ জন

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২২ জুনঃ সাত-সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল পাঁচজন পুণ্যার্থীর। জানা গিয়েছে, বীরভূম থেকে পুণ্যস্নান করে ফেরার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। রবিবারের এই ঘটনায় তুমুল হইচই। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকা একটি দ্রুতগতির ডাম্পার সজোরে ধাক্কা মারে এই যাত্রীবাহী ট্রেকারটিতে। ঘটনার জেরে গাড়ির চালকসহ মৃত্যু হয় মোট পাঁচজনের। এখনও পর্যন্ত একজন পুরুষ ও চারজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে

ট্রেকারে করে কুড়ি জন পুণ্যার্থী স্নান করে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁরা সকলেই গিয়েছিলেন অজয় নদে বেলে স্নান করতে। বস্তুত, বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলি মেলায় মকর সংক্রান্তির দিন অজয় নদে ‘বেলে স্নান’ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা। এই দিন পুণ্যার্থীরা স্নান করে কবি জয়দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পুণ্য স্নান করেই ফিরছিলেন তাঁরা। কিন্তু পথেই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনা। জানা যাচ্ছে, পুণ্যার্থী ভর্তি ওই ট্রেকারটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি বহরমপুর রাজ্য সড়কের উপরে গোকর্ণ পাওয়ার হাউস মোড়ে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। মৃত আহতদের সকলের বাড়ি হরিহরপাড়া রুকুনপুর বলে জানা গিয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, এরা পুণ্যস্নান করে ফিরছিলেন। বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। ডাম্পারের সঙ্গে ট্রেকারের সংঘর্ষ হয়। ট্রেকারটি পুরো উল্টে যায়। দুমড়ে মুচড়ে ছারখাড় হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় ৪ জন মহিলা মারা গিয়েছেন। আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন একাধিক।

টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেননি, হারিয়েছেন বাবাকে

বাংলার সেই ছেলেই ডাক্তারি পরীক্ষায় পেলেন বিরাট সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ জুনঃ মাটির ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। বর্ষাকালে কখনও ঘরের ভিতর জল ঢুকে যায়। খুবই কষ্টে দিনকাটে মা-ছেলের। আজ সেই বাড়িতেই আনন্দ আর আনন্দ। কারণ, অভাবকে দূরে ফেলে নিজের স্বপ্ন পূরণে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন দীপজ্যোতি। সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় সফল হয়েছেন তিনি। দীপজ্যোতি সরকার। আলিপুরদুয়ার ২০ নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা। লকডাউনের সময় বাবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যান। মা সরস্বতী দাস সরকার সেই থেকে সেলাই মেশিন চালিয়ে রোজগার করে সংসার চালাতে শুরু করেন। যথেষ্ট মেধাবি ও কৃতি ছাত্র হওয়ায় ‘জওহর নবোদয় স্কুলে’ পড়ার সুযোগ পান দীপজ্যোতি। সেই থেকে ছেলেটার স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। নবোদয় স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি স্কলারশিপ পেয়ে পুনে চলে যান দীপজ্যোতি। সেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ

পান। এরপর লাগাতার পরিশ্রম। দু'বারের মাথায় এল নিটে সাফল্য। ৭২০ মধ্যে ৫১২ পেয়েছেন তিনি। তাঁর র‍্যাংক ৩৯,৪১৬। কিন্তু তফসিলি জনগোষ্ঠী হওয়ায় তাঁর র‍্যাঙ্ক ৯১৪। দীপজ্যোতি ডাক্তার হয়ে গরিব মানুষের সেবা করবেন। এই তাঁর ব্রত। কারণ টাকার অভাবে এক সময় বাবার চিকিৎসা করাতে পারেননি। তাই ছোটবেলা থেকেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন তাঁকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। রবিবার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে পূর্ব শান্তিনগর জিএস এফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। ওই স্কুলেই তো পড়তেন দীপজ্যোতি। স্কুলের সভাপতি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শান্তনু দেবনাথ বলেন, ‘‘আমরা অভিভূত। খুব গরিব একটা পরিবারের ছেলে নিটে সফল হয়েছে। ডাক্তার হচ্ছেন। আমরা গর্বিত। আমাদের ওয়ার্ড গর্বিত।’’ দীপজ্যোতির নিটে সফল হওয়ায় খুশি মা সরস্বতী দাস সরকার। ছেলের স্বপ্ন সফল হওয়ায় তিনি খুশি। বলেন, ‘‘আমি বুঝতে পারছি না কী বলব। অনেক কষ্ট করে ওকে লেখা পড়া শিখিয়েছি। ছেলে তার মান রেখেছে।’’ অন্যদিকে, দীপজ্যোতি বলেন, ‘‘স্কলারশিপ পেয়ে পুণে যাই। প্রথমবার হয়নি। এইবার হয়েছে। গোটা দেশের মধ্যে আমার র‍্যাঙ্ক ৩৯, ৪১৬। তবে ক্যাটাগরি র‍্যাঙ্ক এসেছে ৯১৪। আমি ছোট থেকে ডাক্তার হতে চাইতাম। ওদের কাজ আমায় মুগ্ধ করে। বাবার চিকিৎসা যেহেতু টাকার অভাবে করতে পারিনি, সেই কারণে এই আরও বেশি করে চাইতাম যাতে ডাক্তার হতে পারি।’’

OFFICE OF THE PRADHAN
Uttar Panchanandapur-I Gram Panchayat
[KALIACHAK-II PANCHAYAT SAMITY, MALDA]
VILL+P.O- PANCHANANDAPUR, P.S.-MOTHABARI;
DIST.- MALDA PIN -732207

NOTICE INVITING TENDER NO:
(1) 02(e)/UPNPUR-I/2025-26, (2) 03(e)/UPNPUR-I/2025-26,
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 20(Twenty)Nos. different work(s). Deadline for receiving of Tenders/Bids (Online): **01/07/2025, 15:00 Hours.** Date, time & place for opening of Technical Bids (Online): **03/07/2025, 15:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan, Uttar Panchanandapur-I Gram Panchayat**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIII/117/013/25-26/UT (1st call)
Name of work : **Maintenance of sanitary latrines at different places of Canal Road slum areas in Ward No.-117, Br.-XIII**. Work Value: **Rs. 2,99,444.72**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid: **04.07.2025** up to **11 a.m.** Tender will be opened on: **07.07.2025 (11 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025** (from **5 p.m.**) from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/023/25-26/UTTARAN
Name of work : **Const. of U.G. sewer at Bye Lane of Jadav Ghosh Road slum area near Pre. No.-128 in Ward No.-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,076.86**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/016/25-26
Name of work : **Maint. of C. C. Road at Baganpara near Pre. No.-48/93/60 in Ward No.-142**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,42,738.19**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/020/25-26
Name of work : **Maint. of surface drain at Bye Lanes of Basudevpur Road near Pre. No.-P 12 in Ward No.-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,55,184.58**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/008/25-26
Name of work : **Maint. of road by laying hot mix at Bye Lanes of Sarkar Hat Lane near Pre. No.-23K/4 in Ward No.-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,70,923.17**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **08.07.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4). The tender will be opened on: **10.07.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **30.06.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (C)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EEC/I/008/19/2025-2026
Name of work : **Painting of kerbs along Shyam Square Lane, Bipin Bihari Street etc in Ward No.-008 under-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,64,933.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/I/007/15/2025-2026
Name of work : **Repairing of labour quarter at 2, Ramkrishna Lane, 78, Bagbazar Street in Ward No.-007 under Borough-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,458.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEC/I/002/07/2025-2026/US
Name of work : **Improvement of uttaran bustee privies at 9/2 South Sinthee Road and other surrounding areas in Ward No.-002**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,759.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/I/002/06/2025-2026/US
Name of work : **Repairing of damaged IPS passages at 29 Seven Tanks Lane, 9/2 South Sinthee Road and other surrounding uttaran areas in Ward No.-002**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,421.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEC/I/009/11/2025-2026/US
Name of work : **Improvement of sewer line at 1, 2, Bonomali Sarkar Street Uttaran Places in Ward No.-009**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,874.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
6. NIT No. : KMC/EEC/I/006/19/2025-2026
Name of work : **Raising of pit covers at Dwarkanath Bose Lane, Ghoshbagan Lane and other places in Ward No.-006**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,89,051.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
7. NIT No. : KMC/EEC/I/001/06/2025-2026/US
Name of work : **Replacement of broken uttaran privy doors at 99 Cossipore Road, 16 Chandra Kumar Roy Lane and other surrounding uttaran areas in Ward No.-001**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,519.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
8. NIT No. : KMC/EEC/I/002/05/2025-2026/US
Name of work : **Replacement of broken uttaran privy doors at 1 Gopal Bose Lane, 57 B. T. Road and other surrounding uttaran areas in Ward No.-002**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,211.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
9. NIT No. : KMC/EEC/I/005/08/2025-2026
Name of work : **Maintenance of collapsed UG sewer at 4 Manmatha Nath Dutta Road, 12 Indra Biswas Road and other areas in Ward No.-005**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,953.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
10. NIT No. : KMC/EEC/I/004/08/2025-2026
Name of work : **Maintenance of sewer line at 37/8A, Northern Avenue, 35/1, Raja Manindra Road and other places in Ward No.-004**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,812.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
11. NIT No. : KMC/EEC/I/004/05/2025-2026
Name of work : **Repairing of damaged asphultum road at 6/3D/1K, 6/3D/1N, etc. Umakanta Sen Lane, 29E/1B, 29D, 29P, etc. Beerpara Lane and other places in Ward No.-004**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,68,057.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
12. NIT No. : KMC/EEC/I/004/04/2025-2026
Name of work : **Restoration of damaged I.P.S. passages at 22/1A, 22/3E, 22/D, etc. Gangulipara Lane, 24B, 24C, etc. Rani Branch Road and other places in Ward No.-004**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,93,207.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
13. NIT No. : KMC/EEC/I/003/19/2025-2026
Name of work : **Maintenance of drainage system at 1/7, 1/6 J K Ghosh Road and other places in Ward No.-003, under Br.-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,90,983.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
14. NIT No. : KMC/EEC/I/002/09/2025-2026/US
Name of work : **Improvement of uttaran bustee privies at 58 B T Road (Ramlila Bagan) and other surrounding areas in Ward No.-002.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,661.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
15. NIT No. : KMC/EEC/I/002/08/2025-2026/US
Name of work : **Improvement of uttaran bustee privies at 1/1 Dum Dum Road and other surrounding areas in Ward No.-002.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,480.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
16. NIT No. : KMC/EEC/I/009/08/2025-2026/US
Name of work : **Improvement of inspection pits, catch pits at K. K. Sur Street, 1, Bonomali Sarkar Street, 2, Narayan Sur Street and different uttaran places in Ward No.-009.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,969.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
17. NIT No. : KMC/EEC/I/002/04/2025-2026/US
Name of work : **Repairing of collapsed sewer at 1/1, 2 Dum Dum Road and other surrounding uttaran areas in Ward No.-002.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,49,241.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.07.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 17). Tender will be opened : **07.07.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 17). The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 17). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 17).

CORRIGENDUM
NIT No. : KMC/EEC/I/006/13/2025-2026/US published in this Newspaper on **06.06.2025 (Key No. 386/25-26)** of **Engineering Civil/ Br-I Department**. Last date and time of submission of bid will be read as **01.07.2025 - 1 p.m.** instead of 19.06.2025 - 1 p.m. Tender will be opened on **03.07.2025 - 1 p.m.** instead of 21.06.2025 - 1 p.m.

494/25-26

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

কীভাবে তুলবেন হাতের মেহেন্দি

বিয়েতে কেমন সাজবেন, তা নিয়ে প্রত্যেক তরুণীরই কিছু না কিছু ভাবনা থাকে। আর মেহেন্দি যেন একেবারেই বাধ্যতামূলক। বেশিরভাগ বিয়ের কনেই হাত সাজাতে মেহেন্দি পরেন। পায়েও মেহেন্দি পরার চল রয়েছে। কিন্তু বিয়ে মিটিয়ে প্রথমদিন অফিস যাওয়ার সময় কি করবেন। অল্প অল্প উঠে যাওয়া মেহেন্দি নিয়ে অফিস যেতে মন চায় না। আবার তোলার সহজ কৌশল জানা না থাকলে সমস্যা আরও বাড়বে। অথচ কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতি জানা থাকলে খুব সহজে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। রইল টিপস।

বেকিং সোডাঃ সকলের রান্নাঘরেই কমবেশি বেকিং সোডা থাকে। মেহেন্দির আবছা রঙ তোলার ক্ষেত্রে বেকিং সোডা ম্যাজিকের মতো কাজে লাগতে পারে। কীভাবে ব্যবহার করবেন?

একটি বাটিতে ২-৩ চামচ বেকিং সোডা নিন। তাতে আধ কাপ লেবুর রস দিন। দু'য়ের মিশ্রণে থকথকে পেস্ট তৈরি করুন। ওই পেস্ট হাতে লাগিয়ে ভালো করে ঘষে নিন। উষ্ণ গরম জলে হাত ধুয়ে নিলে মেহেন্দি উঠতে বাধ্য। তবে এই মিশ্রণ ব্যবহারের ফলে হাতের চামড়া খসখসে হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ময়েশ্চারাইজার মেখে নিতে ভুলবেন না।

একটি টমেটো কেটে রস করে নিন। তাতে সামান্য কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার ভালো করে মেহেন্দি লাগানো হাতে লাগিয়ে ফেলুন। মিনিট ১৫ পর হালকা হাতে ঘষে নিন। তারপর উষ্ণ গরম জলে হাত ধুয়ে নিন। সবশেষে হাতে বডি অয়েল মেখে নিতে ভুলবেন না।

চিনি-প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতেই চিনি থাকে। তা দিয়ে অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মেহেন্দির রঙ তোলা সম্ভব।

কীভাবে ব্যবহার করবেন? একটি পাত্রে চিনির গুঁড়ো নিন। তাতে পরিমাণমতো নারকেল তেল এবং লেবুর রস দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার ভালো করে মেহেন্দির উপর লাগিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রাখার পর হালকা হাতে ঘষে নিন। উষ্ণ গরম জলে কিছুক্ষণ হাত, পা ডুবিয়ে রাখুন। তারপর নরম তোয়ালে দিয়ে ভালো করে হাত, পা মুছে ফেলুন। তাতেই কেল্লাফতে। সবশেষে হাত এবং পায়ে একটু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বকে ফিরবে জেল্লা।

নুন জল- অনেকেই আবার কোনও মিশ্রণ তৈরির ঝক্কি করতে চান না। তাঁদের জন্য নুন জলই হল সবচেয়ে সহজ পন্থা।

কীভাবে ব্যবহার করবেন? হাত, পা ডোবানো যাবে এমন একটি গামলায় উষ্ণ গরম জল নিন। তাতে কমপক্ষে ৫ চামচ নুন দিন। নুন গলে যাওয়ার পর ওই জলে হাত, পা ডুবিয়ে দিন। কমপক্ষে ২০ মিনিট এভাবে বসে থাকুন। তারপর হালকা হাতে ঘষে পা মুখে নিন। শুকনোর পর ময়েশ্চারাইজার অবশ্যই মাখুন। নইলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

হেয়ার কন্ডিশনার- আপনার রোজকার ব্যবহৃত হেয়ার কন্ডিশনারও মেহেন্দির রঙ তুলতে ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে।

কীভাবে ব্যবহার করবেনঃ হাতে ভালো করে হেয়ার কন্ডিশনার মেখে নিন। কমপক্ষে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। হালকা হাতে ঘষে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। সবশেষে একটু ময়েশ্চারাইজার হাতে অবশ্যই মেখে নেবেন।

চটজলদি ত্বকের জেল্লা বাড়াতে শিটমাস্কের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই

যেতে হবে কোনও অনুষ্ঠানে? কিংবা প্রচণ্ড গরম থেকে বাড়ি ফিরতে হবে? চটজলদি ত্বকের জেল্লা বাড়াতে শিটমাস্কের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। কারণ, শিটমাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিউটি পার্লারে যাওয়ার ঝক্কি থাকে না। আবার খরচও খুব বেশি নয়। কিন্তু রূপটান শিল্পীদের মতে, যেভাবে ইচ্ছা হল আর শিট মাস্ক লাগিয়ে ফেললে লাভ কিছুই হবে না। সঠিক পদ্ধতিতেই হবে কেল্লাফতে।

অবশ্যই আপনার ত্বকের চরিত্রের কথা মাথায় রেখে শিট মাস্ক বাছুন। নইলে কোনও কাজই হবে না। পরিবর্তে ত্বকের ক্ষতিই হবে বেশি। বাজার থেকে শিট মাস্ক কিনে আনার পর সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যবহার করবেন না। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখুন। ঠান্ডা হলে তবেই তা মুখে লাগান। তাতে ত্বক অনেক বেশি ঝকঝকে লাগবে।

মুখ ভালো করে না ধুয়ে ভুলেও শিট মাস্ক লাগাবেন না। তাতে লাভ কিছুই হবে না। তাই শিট মাস্ক লাগানোর আগে প্রথমে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ভালো করে ধুয়ে নিন। শিট মাস্ক লাগানোর সময় ভালো করে খেয়াল করুন তা চোখ, নাক, ঠোঁট ঢাকা দিয়ে রয়েছে কিনা। শিট মাস্কের ভিতরে থাকা অতিরিক্ত হাওয়া বের করে দিন। ভালো করে ত্বকের উপর চেপে লাগান। নইলে লাভ কিছুই হবে না। শিট মাস্ক ব্যবহারের পর হাতে অতিরিক্ত সিরাম লেগে থাকে। তা ধুয়ে ফেলবেন না। পরিবর্তে ওই হাত আপনার ঘাড়, গলা, কনুইয়ে ঘষে নিন। তাতে ত্বক নরম এবং উজ্জ্বল হবে।এবার একনজরে দেখে নেওয়া

যাক শিট মাস্ক ব্যবহারের সুফলঃ রোজ রোজ যাঁরা ত্বকের যত্ন নিতে পারেন না, তাঁদের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র শিট মাস্ক। ত্বকের শুষ্কতা দূর করে, আর্দ্রতা ফেরাতে সাহায্য করে। শিট মাস্ক ব্যবহারে ত্বক আরও উজ্জ্বল ও মোলায়েম করে।

ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করে। যে কোনও মরশুমেই ডাবের জল বিশেষভাবে উপকারী। তবে ডাবের জল পান করার পাশাপাশি তা রূপচর্চার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। কীভাবে ব্যবহার করবেন, কী উপকার পাবেন দেখুন-

ডাবের জলে থাকে এমন এক উপাদান যা আপনার ত্বককে ব্রণ, ফুসকুড়ি বা যেকোনও র‍্যাশের হাত থেকে বাঁচায়। এতে থাকা ইলেক্ট্রোলাইট ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। ডাবে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর তাই ত্বককে সুঃদর রাখতে ডাবের জল ব্যবহার করতে পারেন টোনার হিসাবে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্কিন কেয়ার আবশ্যিক। এই সময় টোনার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন ডাবের জল। কীভাবে ব্যবহার করবেনঃ একটি তুলো ডাবের জলে ভিজিয়ে নিন। এবার হালকা হাতে ভালো করে মুখে ঘষুন। তুলোয় থাকা ডাবের জল টোনার হিসাবে কাজ করবে। চাইলে ফ্রিজে রেখে আইস কিউব করে নিয়েও তা মুখে ঘষে নিতে পারেন।

ফেসপ্যাক তৈরিতে কাজে লাগাতে পারেন ডাবের জল। জেনে নিন কীভাবে ব্যবহার করবেন। মুলতানি মাটির সঙ্গে ডাবের জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। মুখে মেখে রেখে দিন কিছুক্ষণ। চাইলে এতে অল্প মধুও মেশাতে পারেন। এই উপায়ে ডাবের জল ব্যবহার করলে ত্বকে ব্রণ বা র‍্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

ডাবের জলে চিনি কিংবা কফি মিশিয়ে নিয়ে তা হালকা হাতে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এতে আপনার মুখের মৃতকোষ দূর হবে। ত্বক হবে আরও উজ্জ্বল।

ব্যস, আর দেরি কীসের। ডাবের জল দিয়ে আজই শুরু করুন রূপচর্চা। দেখবেন আপনার ত্বকের জেল্লা সকলের হিংসার কারণ হয়ে উঠবে।

মোজা ছাড়া জুতা পরলে কী হয়

মোজা অপরিহার্য কি প্রয়োজন হয় না

গরমের সময় অনেকেই আরামের কথা ভেবে মোজা ছাড়াই জুতা পরেন। কেউ আবার স্টাইলের খাতিরেই এমনটা করেন। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এমন প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে, তাঁদের অনেকে

স্নিকার্স, লোফারের মতো জুতা পরেন মোজা ছাড়াই। তবে এই অভ্যাস আরামদায়ক মনে হলেও স্বাস্থ্য, বিশেষত পায়ের স্বাস্থ্যের বেলায় বেশ কিছু ক্ষতির কারণ হতে পারে।

১. পায়ে দুর্গন্ধ-আমাদের পায়ে অনেক ঘামগ্রন্থি থাকে, ফলে প্রতিদিন পা ঘেমে যায়। মোজা এই ঘাম শোষণ করে এবং পায়ের ত্বক শুষ্ক রাখতে সাহায্য করে। মোজা ছাড়া জুতা পরলে ঘাম জমে জুতার ভেতরের পরিবেশ আর্দ্র হয়, যা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। ফলে পায়ে দুর্গন্ধ হয়।

২. ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি

আর্দ্রতা ও উষ্ণতা ছত্রাকের জন্য আদর্শ পরিবেশ। মোজা ছাড়া জুতা পরলে 'অ্যাথলেটস ফুট' বা 'ফাঙ্গাল ইনফেকশন'-এর মতো সমস্যার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এসব সংক্রমণে পা চুলকাতে পারে, ত্বক খসখসে ও ফেটে যেতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাঁদের জন্য এই সমস্যা আরও মারাত্মক হতে পারে। কারণ, তাঁদের পায়ে ক্ষত হলে তা সহজে শুকায় না এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বহু গুণ বেড়ে যায়। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে পায়ের ছোটখাটো ক্ষতও বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, যা জীবনেরও ঝুঁকি বাড়ায়।

৩. ফোসকা পড়তে পারে

মোজা না পরলে জুতার সঙ্গে পায়ের সরাসরি ঘষা লাগে। এতে পায়ের ত্বকে ফোসকা পড়তে পারে, এমনকি দীর্ঘ সময় হাঁটার ফলে ত্বকে ক্ষতও তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে নতুন বা শক্ত চামড়ার জুতা হলে সমস্যা আরও বাড়ে।

৪. জুতা দ্রুত নষ্ট হয়- ঘাম ও তেল পায়ের ত্বক থেকে সরাসরি জুতার ইনসোল ও আস্তরণ নষ্ট করে দেয়। এতে জুতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

৫. চলাফেরার অসুবিধা- মোজাসহ জুতা পরলে তা যেমন আরামদায়ক, তেমনি পায়ের ত্বকের জন্য সুরক্ষাকবচের মতো কাজ করে। ফলে হাঁটার সময় চাপ বা আঘাতে পা নিরাপদ থাকে। মোজা ছাড়া জুতা পরলে হাঁটাচলায় অস্বস্তি হতে পারে। মোজা ছাড়া জুতা পরা স্টাইলিশ মনে হলেও নিয়মিত এই অভ্যাস স্বাস্থ্যঝুঁকি ডেকে আনতে পারে। তাই জুতা পরার সময় অবশ্যই পরিষ্কার এবং শুষ্ক মোজা পরা উচিত। বিশেষ করে যাঁরা অনেকক্ষণ বাইরে থাকেন বা হাঁটেন, তাঁদের জন্য মোজা অপরিহার্য।

এবার শিশুদের উৎসবে পোশাকে কী থাকছে

শৈশবে উৎসবের আয়োজনটা রঙিন হয়েই ধরা দেয়। এবারের দূর্গাপুজোর উৎসবেও দেশের ফ্যাশন হাউসগুলো বর্ণিল পোশাক এনেছে শিশুদের জন্য। উজ্জ্বল দিনের কথা মাথায় রেখে আরামদায়ক পোশাকের নকশা করেছেন ডিজাইনাররা। মেঘমেদুর আকাশ থেকে বৃষ্টিও নামছে যখন-তখন। শিশুদের উৎসবে পোশাকের কাপড় বাছাইয়ের সময় সেই ভাবনাও ভেবেছেন তাঁরা।প্রাণবন্ত রং আর আধুনিক নকশার এসব পোশাক মিলছে দেশের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে। তিন মাস বয়সী শিশুর জন্যও রয়েছে আরামদায়ক উৎসবের আয়োজন। প্রকৃতির নিয়মে সে এখনো ছুটে বেড়ানোর বয়সে পৌঁছায়নি। তাতে কী! উৎসবের আনন্দ ছুঁয়ে যাক তাকেও। নানা রকম কাটের পোশাকগুলোতে করা হয়েছে হালকা নকশার কারুকাজ।একজন জানালেন, তাঁদের এবারের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে 'বিশেষ থিমে। আর্মি গ্রিন, হলুদ, শর্ষে হলুদ, লাল, টেরাকোটা, বার্ন অরেঞ্জ, ল্যাভেন্ডার, কোকো ব্রাউন, চকলেট ব্রাউনের মতো বহু রং ফুটে উঠেছে তাঁদের পোশাকে। লতা-পাতা-ফুল, ভিন্টেজ ফুল, শুকনা পাতা-প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পোশাকের নকশায়। আছে জ্যামিতিক মোটিফও।

সুতি, ভিসকস, মসলিন আর শিফন কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে পোশাকে। এমব্রয়ডারি, জারদৌসি আর কারচুপির হালকা কাজ করা হয়েছে। মেয়েশিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের টিউনিক এনেছে । কোনোটি খাটো, কোনোটি সেমি লং কিংবা লম্বা টিউনিক। ফ্রক, সালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট-টপ, ঘাগড়া চোলিও আছে। ছেলেশিশুদের জন্য থাকছে পাঞ্জাবি, পোলো শার্ট, টি-শার্ট। আরামদায়ক বটমও আছে সবার জন্য। থাকছে মা কিংবা বাবার সঙ্গে মিলিয়ে শিশুর পোশাক বাছাইয়ের সুযোগও।

মেয়েশিশুদের জন্য আরামদায়ক কো-অর্ড এনেছে কেউ কেউ। উে কেউ বলছিলেন তাঁদের বৈচিত্র্যময় কো-অর্ড সংগ্রহ নিয়ে। কোনোটি খাটো, কোনোটি একটু লম্বা কোনোটির কাট আবার করা হয়েছে কুর্তার ধাঁচে। উৎসবের আমেজে সারারা ধাঁচের পোশাকও পছন্দ করে শিশুরা। আছে সালোয়ার-কামিজ। আকাশি, সবুজ, সবুজাভ হলুদ, শর্ষে হলুদ, উজ্জ্বল গোলাপির মতো রং বেছে নেওয়া হয়েছে শিশুদের পোশাকের জন্য।

সুতি ছাড়াও আছে আরামদায়ক জর্জেটের পোশাক। পিক্সেলাইজেশন করে পোশাকের নকশায় আনা হয়েছে ভিন্নতা। ব্যবহার করা হয়েছে ফ্লোরাল মোটিফ। ডিজিটাল প্রিন্ট, স্ক্রিন প্রিন্ট, জারদৌসি আর কারচুপির কাজ করা হয়েছে।

আমেরিকার ইরানে হামলার পর ট্রাম্পের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ নেতানিয়াহু

২২ জুন ঃ জল্পনা ছিলই। সেই জল্পনা সত্যি করে অবশেষে ইরানের তিন পরমাণু কেদ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্পের এই ' সিদ্ধান্তে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। দাবি করলেন, ইতিহাস আমেরিকার এই পদক্ষেপকে মনে রাখবে। একটি ভাষণে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইতিহাসে লেখা থাকবে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক শাসনব্যবস্থা, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ট্রাম্পের নেতৃত্ব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করেছে যা মধ্যপ্রাচ্য এবং তার বহিরাঞ্চলকেও সমৃদ্ধি ও শান্তির এক ভবিষ্যতের দিকে এগোতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গেই নেতানিয়াহু বলেন, আমি ও ট্রাম্প প্রায়ই বলি শক্তির মাধ্যমে শান্তি। সবচেয়ে আগে আসে শক্তি। তারপর আসে শান্তি। এবং আজ রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আমেরিকা শক্তির পরিচয় দিয়েছে। হামলার পরই যে ট্রাম্প তাঁকে ফোন করেছিলেন সেকথাও জানান তিনি। জানা গিয়েছে, ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে বলেছেন, আমরা দল হিসেবে কাজ করেছি। এদিন হামলার পর মার্কিন 'যোদ্ধাদের' শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রাম্প দাবি করলেন, 'এখন শান্তির সময়।' তাঁর হুঁশিয়ারি, ইরানের আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় আমেরিকা নিশানা সেধে রেখেছে। ইরান যদি শান্তির পথে না ফেরে তাহলে ফলাফল ভয়াবহ হবে। আমেরিকা এবার দ্রুততার সঙ্গে প্রাণঘাতী হামলা চালাবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুক্রবারই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইরানকে পরমাণু অস্ত্র গবেষণা বন্ধের জন্য দু'সপ্তাহ সময় দিতে চান তিনি। কিন্তু সেই সময়সীমার অনেক আগেই ইরানে হামলা চালিয়ে দিল মার্কিন সেনা। মধ্যপ্রাচ্যের এই লড়াইয়ে আমেরিকা সরাসরি জড়িয়ে পড়ায় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা যে ঘনীভূত হচ্ছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা, বিহারে গ্রেফতার ইরাকের নাগরিক

পূব চম্পারণ, ২২ জুন ঃ নেপালের সীমান্ত পেরিয়ে. অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার সময় রক্সৌলে ধরা পড়ল এক ইরাকি নাগরিক। ভারত-নেপাল মৈত্রীসেতুর কাছে সীমান্তে নাকা চেকিংয়ের সময় তাঁকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম বারা ফৌজি হামিদ আল বায়াতি। তিনি ইরাকের বাগদাদের আল-দোরা এলাকার বাসিঃদা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তাঁর ভারতীয় ভিসা আগেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি নেপাল হয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই ব্যক্তির কাছে বৈধ কোনও ভ্রমণ নথি পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ভারত-পাকিস্তান জঙ্গি হামলার পর রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে একের পর এক বিদেশি নাগরিক ধরা প।ায় সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, মৃত ৪, আহত ১

দেহরাদূন, ২২ জুন ঃ উত্তরাখণ্ডে দেহরাদূনে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার সকালে ক্লেমেন্টাউন থানার অন্তর্গত আশারোড়ির কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর থেকে দেহরাদূনে আসার পথে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিমেন্ট বোঝাই ট্রলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িতে থাকা ৫ জন যাত্রী গুরুতর জখম হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। একজন চিকিৎসাধীন।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতরা হলেন অঙ্কুশ, পারস, নবীন ও অঙ্কিত। মৃতরা সকলেই হরিয়ানার বাসিন্দা। পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাবলিক করতে হবে সোশাল মিডিয়া, স্টুডেন্ট ভিসায় নয়া শর্ত ট্রাম্পের

২২ জুন ঃ আমেরিকায় প।তে যাওয়ার জন্য স্টুডেন্ট ভিসায় নয়া শর্ত চাপালো মার্কিন প্রশাসন। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কেউ আমেরিকার পড়তে যেতে চাইলে তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে কোনও গোপনীয়তা রাখা যাবে না। অর্থাৎ প্রোফাইল লক করতে পারবেন না পড়ুয়ারা। ভিসা আবেদনকারীর সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে নজরদারি চালাবে মার্কিন প্রশাসন। সোশাল মিডিয়ায় পড়ুয়ার গতিবিধি খতিয়ে দেখে যদি বিদেশ দপ্তর সন্তুষ্ট হয় তবেই মিলবে ভিসা। আমেরিকায় বিদেশি পড়ুয়াদের গতিবিধি নজরে রাখতে জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাঁদের সোশাল মিডিয়ায় নজরদারি চালানোর কথা আগেই জানিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা নিজেদের ' লক' করে রাখেন। এই ঘটনা রুখতেই ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে স্টুডেন্ট ভিসায় নয়া শর্ত চাপানো হয়েছে। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, মার্কিন ভিসা পাওয়া কোনও ' নয়। ফলে আমেরিকায় পড়তে আসা প।ুয়ারা যাতে কোনও রকম বিতর্কিত, উসকানিমূলক পোস্ট বা মন্তব্য না করেন তার জন্য এই পদক্ষেপ। ভিসা পাওয়ার পরও প।ুয়াদের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পাবলিক করে রাখতে হবে। যাতে সরকারের তরফে তাঁদের উপর নজরদারি চালানো যায়। আমেরিকার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে ঠেলতে পারে এমন কোনও গতিবিধি আটকানো যায়। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ভিসার আবেদনকারীকে অবশ্যই আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এবং দেশের প্রবেশের জন্য যাবতীয় শর্ত মেনে চলতে হবে। উল্লেখ্য, আমেরিকার মসনদে বসার পরই বিদেশি পড়ুয়াদের উপর কড়া নীতি নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছিলেন, যারা আমেরিকায় আসবেন তাঁরা যাতে এখানকার নাগরিক সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান কিংবা আদর্শের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন না, তা নিশ্চিত করা হবে। সেইমতো শুরু হয় কড়াকড়ি। গত মে মাসে বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য ভিসার উপর সাময়িকভাবে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। দেশছাড়া করা হয় বহু পড়ুয়াকে। নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, পড়ুয়া যদি ক্লাসে নিয়মিত না আসেন সেক্ষেত্রে ভিসা বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে না-জানিয়ে পাঠক্রম ছেড়ে দিলে বাতিল হতে পারে ভিসা। ভারতের পাশাপাশি সব বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য লাগু হয় এই নীতি। সেই তালিকায় এবার নয়া শর্ত যোগ করল মার্কিন প্রশাসন।

মেট্রো কর্মীরা একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করলেন

কলকাতা, ২২ জুন ঃ ২১.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১০,০০ টায়, মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনে প্রায় ৪৯ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। তার স্বামী, যিনি তার সাথে ছিলেন, স্টেশন কর্মী এবং আরপিএফের কাছে সাহায্য চান। তারা তাৎক্ষণিকভাবে তার সাহায্যের জন্য ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, তাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে তার স্বামীর সাথে এম.আর.বাঙ্গুর হাসপাতালে আরও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরাও তাদের সাথে হাসপাতালে যান।তিনি এবং তার স্বামী মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সদয় সহযোগিতা এবং সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

২৩ থেকে ২৬ জুন কেনিয়া এবং মাদাগাস্কার সফরে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ সোমবার থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত কেনিয়া এবং মাদাগাস্কার সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। তাঁর নেতৃত্বে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদলও এই সফরে যাবে। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ২৩ জুন কেনিয়া সফরে টাইটা তাভেটা কাউন্টি তে ভারত ও কেনিয়ার শহীদ সৈন্যদের সম্মানে নির্মিত যুদ্ধ স্মারক উন্মোচন করবেন। সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ২৬ জুন মাদাগাস্কারে স্বাধীনতার ৬৫তম বার্ষিকীতে মালাগাসি সশস্ত্র বাহিনীর গঠন উদযাপনে অংশ নেবেন। ভারত ও কেনিয়া সমুদ্র উপকূলীয় দুই দেশের মধ্যে সমসাময়িক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, কেনিয়ার চিকিৎসা খরচ পর্যালোচনা করবে প্রতিনিধি দল। ভারত এবং মাদাগাস্কারের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্ক রয়েছে, যা ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি। দুই দেশের মধ্যে এই রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্র জুড়ে পারস্পরিক উন্নয়ন এবং সহযোগিতা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২২ জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ২৪ জুন থেকে ৫ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশন-লালকুয়ান-বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ০৪১৮১ / ০৪১৮২ বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশন থেকে এবং ২৫ জুন থেকে ৬ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার লালকুয়ান থেকে ৭টি ট্রিপের জন্য চালু করেছে।০৪১৮১ বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশন-লালকুয়ান সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশন থেকে নিম্নরূপ ঃ ২৪ জুন থেকে ৫ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার। এটি ঝাঁসি থেকে ২০.১৫ মিনিটে, দাতিয়া থেকে ২০.৪২ মিনিটে, ডাবরা থেকে ২১.১২ মিনিটে, গোয়ালিয়র থেকে ২৩.২৫ মিনিটে, মোরেনা থেকে ২৩.৫৪ মিনিটে, পরের দিন ধৌলপুর থেকে ০০.৫০ মিনিটে, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ০১.৩০ মিনিটে, মথুরা জংশন থেকে ০২.৫৫ মিনিটে, মথুরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ০৩.১৫ মিনিটে, হাথরাস সিটি থেকে ০৩.৪৭ মিনিটে, কাসগঞ্জ থেকে ০৪.৫৫ মিনিটে, বাদাউন থেকে ০৬.০৫ মিনিটে, বেরেলি জংশন থেকে ছাড়বে। ০৭.১০ টায়, বেরেলি সিটি ০৭.২৫ টায়, ইজ্জতনগর ০৭.৪৫ টায়, ০৮.৩২ টায় এবং কিচ্চা ০৮.৫৫ টায় এবং লাল কুয়ান ০৯.৩৫ টায় পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায, ০৪১৮২ লালকুয়ান-বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২৫ জুন থেকে ৬ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার লালকুয়ান থেকে ১২.২০ টায় ছেড়ে যাবে এবং কিচ্চা থেকে ১২.৪৫ টায়, বাহেরি ১৩.০৬ টায়, ইজ্জতনগর ১৪.০৫ টায়, বেরেলি সিটি ১৪.২৫ টায়, বেরেলি জংশন থেকে ছাড়বে। ১৪.৫০ মিনিটে, বাদায়ুন ১৫.৫০ মিনিটে, কাসগঞ্জ ১৭.১৫ মিনিটে, হাথরাস সিটি ১৮.০২ মিনিটে, মথুরা ক্যান্টনমেন্ট ১৯.০৫ মিনিটে, মথুরা জংশন ১৯.৫৫ মিনিটে, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট ২০.৪৫ মিনিটে, ধোলপুর ২১.৫০ মিনিটে, মোরেনা ২২.১৭ মিনিটে, গোয়ালিওর ২৩.০৫ মিনিটে, পরের দিন এটি ডাবরা থেকে ০০.০৭ মিনিটে এবং দাতিয়া থেকে ০১.০২ মিনিটে ছেড়ে ০২.০৫ মিনিটে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশনে পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ বসানো হবে যার মধ্যে রয়েছে ০২টি এসএলআরডি কোচ, ০৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ, ১০টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ০৩টি এসি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ এবং ০১টি এসি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ।

ইরানের আণবিক ক্ষমতা নিয়ে অন্য সুর তুলসীর

ইরানের আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে মতবদল মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গাবার্ডের। নেপথ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধমক? মার্কিন সেনেটের অন্দরে অন্তত চর্চা তেমনই। ব্যাপারটা ঠিক কী? ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান আগে দাবি করেছিলেন, ইরান আপাতত আণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না। সাম্প্রতিক ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের মাঝেই এক্সহ্যান্ডেলে সেই ভিডিও পোস্ট হয়। যা নিয়ে তীব্র বিরক্ত প্রকাশ করেন ট্রাম্প। গোয়েন্দা প্রধানের দাবি প্রকাশ্যেই খারিজ করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সাফ জানান, দেশের গোয়েন্দারা ভুল। সেই সময় তুলসী গাবার্ডের ভিডিও-র প্রসঙ্গ তোলেন সাংবাদিকরা। তখনও তিনি সাফ জানিয়ে দেন, তুলসীর বিশ্লেষণ ভ্রান্ত।

এরপরও ভোলবদল মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানের। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিওয় তাঁর তুলসী দাবি করেন,' বর্তমানে ইরান এমন পরিস্থিতি রয়েছে যে চাইলেই কয়েক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত।' সংবাদমাধ্যমের উপর দোষ চাপিয়ে তুলসীর দাবি, মিডিয়া অথবা মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে ফাটল তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও তুলসীর এই দাবির নেপথ্যে ট্রাম্পের হাত রয়েছে বলে দাবি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের।

গুজরাটের রাজ্যপাল-দিল্লির উপরাজ্যপালের সৌজন্য সাক্ষাৎ

গান্ধীনগর, ২২ জুন ঃ গুজরাটের রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল। জানা গেছে, দিল্লির উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা রবিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে রাজভবনে গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এইসময় দিল্লি ও গুজরাটের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দিল্লির উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা গুজরাটের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ এবং প্রাকৃতিক চাষের প্রশংসা করে বলেন যে এই ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং প্রচেষ্টা সমগ্র দেশের জন্য অনুকরণীয়।

প্রয়াগরাজ এসটিএফ-র জালে দুষ্কৃতী গ্রেফতার

প্রয়াগরাজ, ২২ জুন ঃ রবিবার প্রতাপগড় জেলার রানিগঞ্জ থানা এলাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফের প্রয়াগরাজ ফিল্ড শাখা। এই খবর জানিয়েছেন এসটিএফের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ শৈলেশ প্রতাপ সিং। তিনি জানান, ধৃত দুষ্কৃতী হলেন মাহমুদ খান, শ্রাবস্তী জেলার হরদত্ত নগর গিরান্ট থানা এলাকার গলগল গোটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি, গাড়ি চুরি এবং ডাকাতি সহ মোট ১৩টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। ২০২৪ সালে প্রয়াগরাজের শংকরগড় থানায় ট্রাক ডাকাতির মামলায় পুলিশ খুঁজছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ ইন্সপেক্টর জয় প্রকাশ রায়ের নেতৃত্বে পয়াগরাজ এসটিএফ ইন্সপেক্টর অনিল কুমার সিং দল নিয়ে রবিবার প্রতাপগড়ের রাণীগঞ্জ থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

Name Change

I, SABRINA NATASHA CHATER (OLD NAME) W/O ERIC DOUGLAS GUEST,RESIDING AT G-2,180,PICNIC GARDEN ROAD,KOLKATA-700039,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABRINA NATASHA GUEST(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2025.SABRINA NATASHA CHATER(OLD NAME) AND SABRINA NATASHA GUEST(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি রোফিকুল সেখ, পিতা-করিমবক্স সেখ, সাং- মানিকনগর, পোঃ-তেঘড়ী, থানা-নাকাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২৪, পঃবঃ। আমার নাম রোফিকুল সেখ হইতে আমার আসল নাম রফিকুল সেখ হইল। গত ইং-২৪.০৩.২০২৫ হলফনামা নং-৩৮ বলে আমার নাম রোফিকূল সেখ থেকে রফিকুল সেখ হইয়াছে। রফিকুল সেখ ও রোফিকূল সেখ একই ব্যক্তি হইতেছে।

হোস্টেলের ঘরে ঝুলন্ত দেহ ছাত্রের

পশ্চিম সিংভূম, ২২ জুন ঃ আরটিসি স্কুলের ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধার নবম শ্রেণির ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। মৃত ছাত্রের নাম সৌরভ (১৪)। বাড়ি আনন্দপুরে। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার মানোহরপুরে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, টিউশন সেরে একই হোস্টেলে ফিরেছিল সৌরভ। তার বন্ধুরা তখন খেলতে বাইরে গিয়েছিল। পরে সহপাঠী সন্তোষ নাগ ফিরে এসে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। অনেক ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায়, দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে ঝুলছে সৌরভের দেহ। হোস্টেলের ছাত্ররা দরজা ভেঙে সৌরভকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। কী কারণে সৌরভ আত্মঘাতী হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ছাত্রছাত্রীদের বই ও বৃত্তিপ্রদান

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২২ জুন ঃ আজ নামখানা ব্লকের শিবরামপুর সমবায় সমিতিতে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে একটি মহতী মেন্টরিং প্রোগ্রাম এবং নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারজনের হাতে তাদের উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হয়। তার মধ্যে দুজন বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত এবং দুজন আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করছে। প্রত্যেকেরই পারিবারিক প্রতিকূলতা রয়েছে তা সত্ত্বেও তারা এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আজ এগিয়ে চলেছে। ওই প্রোগ্রামে বিদিশা দাস এবং সদ্যপিতৃহারা শ্রাবণী দোলুই এর হাতে মাসিক বৃত্তি হিসেবে এক হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে আগামী দিনে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে তার দিশা তুলে ধরেন বক্তারা। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি তো করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার মহাশয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মন্ডল মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক ডঃ শান্তনু বেরা, কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ তেয়ারি, এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাপস পাল, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও রনজিত মন্ডল। এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আর্মি অফিসার প্রবীর দিন্ডা, ছিলেন বনদপ্তরের আধিকারিক শংকর পাত্র মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফাউন্ডেশন এর সহ সম্পাদক পার্থসারথি মন্ডল মহাশয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধান অতিথি বিভাস বাবু বলেন ছাত্র-ছাত্রীরা যদি সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেয় এবং তাদের টার্গেট যদি অনেক বড় হয় তাহলে একদিন না একদিন তারা সফল হবে। অখিলেশ বাবু বলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে এত ছাত্র-ছাত্রী যেভাবে উপকৃত হচ্ছে তাতে আগামী দিনে এই ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমেও সমাজের আরো উন্নয়ন সম্ভব। দেবকুমার বাবু বলেন শুধু পড়াশুনাই ভালো হওয়া নয় মানুষের মত মানুষ হতে হবে তবে আমাদের সমাজ এগিয়ে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বিদিশা আবেগঘন হয়ে বলেন আমি যখন বাড়ির এত প্রতিকূলতার করে দিশাহীন হয়ে গেছিলাম তখন তার পাশে এই নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন দাঁড়িয়েছে। ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডঃ শান্তনু বেরা বলেন এই সংগঠন উত্তরোত্তর বিভিন্ন জায়গাতে কাজের সূত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান নয় মানুষের জীবন জীবিকা, রক্তদান শিবির, প্লান্টেশন, পরিবেশ বাঁচানোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার সাথে সাথে আগামী দিনে ত্রিপুরাতেও কাজ করার ব্যাপারে পদ্ধতিগত ভাবে এগিয়ে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা আগামী দিনে সংগঠনের কাজকে আরো বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে।

মুর্শিদাবাদে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪

মুর্শিদাবাদ, ২২ জুন ঃ রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। জখম হয়েছেন কয়েক জন। মুর্শিদাবাদের কান্দির গোকর্ণের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। কান্দি-বহরমপুর রাজ্য সড়কে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে।

দুর্গাপুর ব্যারেজে জল ছাড়ায় দামোদরে বাড়ছে জলস্তর, সতর্ক প্রশাসন, জারি কমলা সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ জুন ঃ দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জল। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ব্যারেজ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ছাড়া হচ্ছে ৮২ হাজার ৯৭৫ কিউসেক জল। ফলে দামোদর নদীর নিম্ন অববাহিকায় বাড়ছে জলস্তর। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সতর্ক হয়েছে জেলা প্রশাসন ও সেচ দফতর। ইতিমধ্যেই সেচ দফতরের পক্ষ থেকে দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধার থেকে সন্ধ্যা নাগাদ জল ছাড়ার পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও অতিরিক্ত জল ছাড়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই। ফলে জলস্তর নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে তৎপর রয়েছে জেলা প্রশাসন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শুক্রবার পরিদর্শনে যান বীরভূমের জেলাশাসক আয়েশারানী এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁরা ব্যারেজ এলাকা ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় আধিকারিকদের কাছ থেকে পুরো পরিস্থিতির বিস্তারিত তথ্য নেন। এছাড়া, নদীর ধারে অবস্থানরত গ্রামগুলোর মানুষদের সজাগ থাকতে বলা হয়েছে। সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে স্থানীয় প্রশাসন নিকটবর্তী ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদেরও প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। জেলাশাসক আয়েশারানী এ জানিয়েছেন, ভাঙ্গা সুইস গেট ও বাঁধের মেরামতির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যাতে জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং আশেপাশের জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত না

হয়, সেদিকে আমরা নজর রাখছি। পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও প্রশাসনের তরফে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দামোদর নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমার নিচে থাকলেও প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী। কারণ শুধু দুর্গাপুর ব্যারেজ নয়, জলাধারগুলি থেকেও পরপর জল ছাড়া হয়েছে। সেই জল নিম্ন অববাহিকায় পৌঁছাতে সময় লাগছে, যার ফলে নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে বাড়ছে। এছাড়াও বৃষ্টি এবং আপস্ট্রিম অঞ্চলে জলস্তরের পরিবর্তনেও পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। নদীর পাড় সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রশাসনের তরফে লাউডস্পিকার ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে সতর্কতা বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। সেচ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে আমরা সতর্কতার সঙ্গে জল নিয়ন্ত্রণ করছি। বৃষ্টির মাত্রা বা আপার দামোদর অঞ্চলে নতুন করে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতের পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, তবে প্রস্তুত থাকা জরুরি। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রয়োজন পড়লে নদীর তীরবর্তী এলাকায় ত্রাণ শিবির খোলা হবে এবং সেখানে শুকনো খাবার, পানীয় জল এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।এদিকে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। দামোদরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি না করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। একই সঙ্গে কৃষকদের সতর্ক করা হয়েছে যাতে কেউ নদী বা তার সংলগ্ন জমিতে কাজ করতে না যান। উল্লেখ্য, বর্ষাকালে পাহাড়ি নদী ও জলাধার থেকে একসঙ্গে জল ছাড়ার ফলে দামোদর নদী বারবার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গত কয়েক বছরেও একাধিক বার নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে জল ঢুকে পড়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে আগেভাগে প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন।জেলাশাসক আয়েশারানীর কথায়, আমরা প্রতিটি স্তরে সমন্বয় রেখে কাজ করছি। জলস্তর বেড়ে গেলে কীভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ রয়েছে। এই মুহূর্তে প্রশাসন, সেচ দফতর ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সমন্বয়ে একটি উচ্চতর নজরদারি টিম কাজ করছে। তারা প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট দিচ্ছে জেলা প্রশাসনকে। প্রতিটি প্রবাহিত জলধারা এবং বাঁধের শক্তি ও দুর্বলতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার কারণে বাড়তে থাকা দামোদরের জলস্তরকে কেন্দ্র করে নেমেছে প্রশাসনিক তৎপরতা। অতীতের অভিজ্ঞতা ও সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে কড়া সতর্কতার পাশাপাশি মেরামতি ও নজরদারিতেও কোনও খামতি রাখতে নারাজ জেলাশাসক ও প্রশাসনিক কর্তারা।

ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন বিজিবি জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, ২২ জুন ঃ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বর্ষার সময় গজিয়ে ওঠা লম্বা ঘাসে পথ হারালেন বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি'র এক জওয়ান। পথ ভুল করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করলেও সৌজন্য দেখিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তাঁকে তুলে দিলেন ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফের আধিকারিকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বয়রাঘাট এলাকায়। সৌজন্য দেখিয়ে ওই বিজিবি জওয়ানের বিরুদ্ধে কোনও আইননানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে এক বিজিবি জওয়ান আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে ভারতে প্রবেশ করেন। যে এলাকা থেকে ওই জওয়ান ভারতে প্রবেশ করে সেখানে কোনও কাঁটাতার নেই। পাশাপাশি বর্ষার কারণে লম্বা, লম্বা ঘাস রয়েছে। অনুমান, সেই ঘাসে পথ হারিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে টহলরত জওয়ানটি ভারতে প্রবেশ করার পর সীমান্ত এলাকায় টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা তাঁকে ধরে বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। এরপর বিএসএফের তরফ থেকে ওই বিজিবির ওই জওয়ানকে অন্য একটি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। এবং গোটা ঘটনাটি বাংলাদেশকে জানানো হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকেরা ফ্ল্যাগ বৈঠকে বসেন। বিএসএফ সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ ওই বিজিবি জওয়ান বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন। কী করে ভারতে প্রবেশ করলেন? অনুমান, বর্ষার কারণে ওই এলাকায় প্রচুর বড় বড় ঘাস জন্মেছে। তার ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত নির্ধারণকারী পিলারগুলো খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পথ ভুল করে বিজিবির ওই জওয়ান আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করেন বলেই ধারণা। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক এনকে পান্ডে গোটা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, শনিবার সকালে এক বিজিবি জওয়ান আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। শনিবার দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের বসেন। শনিবারই ওই জওয়ানকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

পথ সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে এলাকাবাসী পাকুয়াহাটের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, পাকুয়াহাট, ২২ জুন ঃ দীর্ঘদিন ধরে পাকা রাস্তার দাবিতে সরব পাকুয়াহাটের বাসিন্দারা। একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবার রাস্তায় নেমেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার মানুষ। প্রতিদিন কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে তীব্র দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসী। তার উপর একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় হাঁটা দু ঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ফল না মেলায় এদিন ক্ষোভে বিস্ফোরিত হন গ্রামের মানুষজন। রবিবার সকালে খবর পেয়ে পাকুয়াহাট গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য সুজন শীল এলাকায় যান। তাঁর কাছে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাকুয়াহাট গ্রামের শিশকুড়ি বাহাদুরপুরের বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত ৪০ বছর ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার এই কাঁচা রাস্তা দিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে। প্রতিবার ভোটের সময়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোট মিটলেই অবস্থার যে কে সেই। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে চায় না গ্রামে। ফলে প্রবল সমস্যায় পড়েন অসুস্থ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রী। জরুরি অবস্থায় রোগীকে কোলে করে অথবা সাইকেলে নিয়ে ছুটতে হয়। মালদা জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূল ব্লক সভাপতি অশোক সরকার বলেন, ' ব্লকে ক্ষমতায় আসার দু' বছরের মধ্যেই এলাকায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে।

সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক, উদ্ধার হল ভারত ও বাংলাদেশের পরিচয়পত্র

দুরন্ত বার্তা, ২২ জুন ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় গ্রেফতার করা হল এক বাংলাদেশি নাগরিককে, যার কাছ

থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই দেশেরই বৈধ পরিচয়পত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে সীমান্ত নিরাপত্তা, চোরাপথে প্রবেশ এবং পরিচয়পত্র ব্যবস্থার গলদ নিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এক এলাকায়, যেখানে বিএসএফের টহলদারির সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। প্রথমে তাঁর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় জওয়ানদের। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতেই উঠে আসে বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ভারতের আধার কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন। শুধু বসবাসই নয়, স্থানীয় পরিচয় ব্যবহার করে ভারতীয় নাগরিকের মতো সমস্ত সুবিধা নিচ্ছিলেন বলেই অভিযোগ। ভারতীয় পরিচয়পত্র কীভাবে জোগাড় করেছিলেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সীমান্তরক্ষীদের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, তিনি বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর ভুয়ো নথির মাধ্যমে ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেন। এর পিছনে কোনও চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়েছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে, এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। প্রতিটি পরিচয়পত্র যাচাই করার প্রক্রিয়াও আরও কড়াভাবে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে গোটা ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কিভাবে একজন বিদেশি নাগরিক কোনও রকম যাচাই ছাড়াই আধার ও ভোটার কার্ড সংগ্রহ করতে পারল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর। বিশেষ করে আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ, সেখানে এক বাংলাদেশির কাছে সেটি কীভাবে এল, তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র নিরাপত্তার ঝুঁকিই নয়, দেশের নাগরিকত্ব নীতির দিক থেকেও এক বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। যদি সত্যিই কোনও চক্র এভাবে বিদেশিদের ভারতীয় নাগরিক বানিয়ে ফেলে, তবে তা ভবিষ্যতে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার কারণ হতে পারে। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সীমান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে যাদের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র ছিল। প্রতিবারই প্রশাসনের তরফে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলেও, সেই তদন্তের গতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বলছেন, সীমান্ত এলাকায় চোরাপথে প্রবেশ নতুন কিছু নয়। তবে তা যদি প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বৈধ পরিচয় তৈরি করে নেয়, তাহলে সেটা শুধু আইন লঙ্ঘন নয়, দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে হুমকির শামিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিএসএফ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে তদন্ত। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এর পেছনে কোনও জাল নথি তৈরির র‍্যাকেট কাজ করছে কি না। সব মিলিয়ে সীমান্তে ধৃত এই বাংলাদেশি এবং তাঁর কাছে থাকা দুই দেশের পরিচয়পত্র একদিকে যেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর তুলে ধরেছে, তেমনই নাগরিকত্বের প্রশ্নে এক গভীর উদ্বেগও সৃষ্টি করেছে প্রশাসনমহলে। এখন দেখার, তদন্ত কোন পথে এগোয় এবং এই ঘটনার পর সরকার কতটা কঠোর পদক্ষেপ নেয় সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং পরিচয়পত্র যাচাই নিয়ে।

উত্তর কৃষ্ণপুরে হানা বুনো হাতির, তছনছ একাধিক ঘরবাড়ি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর কৃষ্ণপুর , ২২ জুন ঃ বুনো হাতির হানা ফের চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তরবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রামে গভীর রাতে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে একটি বুনো হাতি। মুহূর্তে তছনছ করে দেয় একাধিক বাড়িঘর। ভয়ঙ্কর গর্জনে ঘুম ভাঙে গ্রামবাসীদের। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। ঘটনার জেরে এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে চরম আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন অধিকাংশ বাসিন্দা। হঠাৎই বিকট শব্দ ও চিৎকারে চারদিক কেঁপে ওঠে। দেখা যায়, একটি বিশালাকৃতির বুনো হাতি গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এলোমেলোভাবে চালঘর, টিনের ছাউনি ও মাটির ঘর ভাঙতে শুরু করে। এক প্রবীণ গ্রামবাসী জানিয়েছেন, রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি চারপাশে হইচই। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি একটা বড় হাতি আমাদের চালাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে। তারপর এক ঝটকায় গোটা ঘরটা ভেঙে দেয়। কোনওরকমে সন্তানদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি। হাতিটি শুধুমাত্র বাড়িঘরই নয়, জমির ফসল ও মজুত খাদ্যশস্যও নষ্ট করে বলে অভিযোগ। ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গবাদি পশুর ঘর, রান্নাঘর ও শৌচালয়। একাধিক পরিবারের রান্নার সামগ্রী, চাল-ডাল, আসবাবপত্র ছিন্নভিন্ন করে দেয় হাতিটি। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বনদপ্তর ও স্থানীয় পুলিশ। বনকর্মীরা প্রথমে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। তারপর হাতিটিকে গ্রামের বাইরে তাড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর বনকর্মীরা হুডা, পটকা ও টর্চলাইট ব্যবহার করে হাতিটিকে কাছের জঙ্গলের দিকে তাড়াতে সক্ষম হন। বনদপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, হাতিটি সম্ভবত খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। এই এলাকাটি বনাঞ্চলের সংলগ্ন হওয়ায় প্রায়শই এমন ঘটনা ঘটে। আমরা চেষ্টা করছি হাতিটির গতিবিধি অনুসরণ করে তাকে জঙ্গলে ফেরাতে। উল্লেখ্য, উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রামটি সংলগ্ন বনাঞ্চলের একেবারে কাছাকাছি অবস্থিত। ফলে প্রায়ই বুনো হাতির দৌরাত্ম্য সেখানে নতুন কিছু নয়। তবে এবারের মতো এতটা ভয়ানক ভাঙচুর আগে হয়নি বলে দাবি করেছেন গ্রামবাসীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হবে। ইতিমধ্যেই গ্রামবাসীদের অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে একটি স্কুল ঘরে। সেখানে খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহুবার বনদপ্তরকে জানানো হলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। হাতির যাতায়াতের রাস্তায় কাঁটাতার বা কোনও বাধা নেই। ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে ফসল নষ্ট হয়, বাড়িঘর ভাঙে, কখনও প্রাণহানিও ঘটে। এক মহিলা বাসিন্দার কথায়, প্রতিবার আমাদের বলেই থেমে যায়। কাগজে নাম ওঠে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ বা স্থায়ী সমাধান কেউ দেয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আতঙ্কে থাকে। রাতে ঘুমোতে পারি না। এই ঘটনার পরে এলাকায় বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। বনদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, হাতির চলাচলের পথ ঘিরে নজরদারি জোরদার করা হবে এবং কিছু এলাকায় বিশেষ নজরদারি ক্যাম্প বসানো হবে। প্রয়োজনে হাতি প্রতিরোধক বৈদ্যুতিক বেড়াও বসানো হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত ক্ষতিপূরণের টাকা ও ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে বনদপ্তরকেও চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে। সব মিলিয়ে, উত্তর কৃষ্ণপুরে হাতির হানায় কার্যত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মানুষের ক্ষোভ, আতঙ্ক ও অসহায়তার সঙ্গে প্রশাসনের তৎপরতা এবং বনদপ্তরের আশ্বাস মিলিয়ে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও, প্রকৃত সমাধান কোথায়-তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

কোন্দলে ইতি টানার বার্তা, কোর কমিটিতে সাফ নির্দেশ জারি

দুরন্ত বার্তা,বীরভূম,২২ জুন ঃ অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টকে কলকাতায় ডেকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। সঙ্গে কাজল শেখকেও বসিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কেউ যেন একে অপরের এলাকায় হস্তক্ষেপ না করেন। রাজ্য নেতৃত্বের সেই বার্তারই প্রতিফলন দেখা গেল শনিবার বীরভূমের কোর কমিটির বৈঠকে। এদিন কেষ্ট ও কাজল শেখ দু'জনেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সভায় কমিটির আহ্বায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ঘোষণা করেন- আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করা হবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের ক্ষেত্রে দলীয় অনুশাসন ভাঙলেই এ বার কড়া পদক্ষেপ করবে পার্টি। তাঁর এই বার্তায় কতটা কাজ হবে, সেটা সময়ই বলবে। তবে এ দিন কোর কমিটির বৈঠকে অন্তত কেষ্ট-কাজল সংঘাত ঘটেনি।বরং রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কাজলের একটি প্রস্তাবে কেষ্ট সায় দিয়েছেন বলেই সূত্রের খবর। আগামী ২৯ জুন বীরভূম জেলা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। বীরভূম জেলা তৃণমূলে কেষ্ট বনাম কাজল অনুগামীদের দ্বন্দ্ব কতখানি মিটল, তা ওই দিন টের পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। বোলপুরের আইসি-কে ফোনে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় তাঁকে নিয়ে যতই বিতর্ক তৈরি হোক, দলে তাঁর বিরোধী শিবির যতই সুর চড়াক, বোলপুরের তৃণমূল পার্টি অফিসে এ দিনের কোর কমিটির বৈঠক চলাকালীন সবার নজর কিন্তু ছিল কেষ্টর দিকেই।

অডিয়ো বিতর্কর পরে তাঁর পুরোনো মেজাজ' অটুট আছে কি না, সেটাই সম্ভবত এ দিনের ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে দেখার করার চেষ্টা করছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বাকি সদস্যরা।কেষ্ট অবশ্য ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এত সহজে তিনি বীরভূমে দলের লাগাম ছাড়তে রাজি নন। ২১ জুলাই বীরভূমের কোন এলাকা থেকে কত কর্মী কলকাতায় যাবেন, তার জন্য কতগুলি বাসের ব্যবস্থা হয়েছে, এ সব খুঁটিনাটি বিষয়েও আগের মতোই খোঁজ নেন কেষ্ট।

সূত্রের খবর, কোর কমিটির বৈঠকে কাজল শেখ জানান, সূচপুরের শহিদদের স্মরণে যেমন বেদি তৈরি হয়েছে নানুরের বাসাপাড়া বাসস্ট্যান্ডে, তেমনই নানুরে দলের কাজ করতে গিয়ে অন্য যে তৃণমূলকর্মীরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের জন্যও বেদি তৈরি করতে চান তিনি। সে প্রস্তাব শুনে কেষ্ট বলেন, 'কর কর, কর'। যদিও তাতে ঝামেলা পুরোপুরি মিটল কি না, তা বলা কঠিন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোর কমিটির ন'জন সদস্যই। তাঁরা হলেন অনুব্রত মণ্ডল, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, তৃণমূল জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত ঘোষ-সহ দুই আমন্ত্রিত সদস্য বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় এবং বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশিস বলেন, '২১ জুলাই সফল করতে জেলা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। আর দলে কোনও কোন্দল থাকবে না। সিউ।-২ নম্বর ব্লকের সভাপতি ও সাঁইথিয়া ব্লক সভাপতিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ফেসবুকে যে কেউ-ই দলের প্রিয় নেতাকে নিয়ে পোস্ট করতে পারেন। কিন্তু, বিভাজনমূলক পোস্ট করলে দল কড়া ব্যবস্থা নেবে।' শতাব্দীর বক্তব্য, ' তো একটাই।

সবার এক সঙ্গে কাজ করা উচিত। এত বড় দলে মতবিরোধ হতেই পারে। তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। ভোট এলে সবাই তৃণমূল। এটা আমি দেখেছি।' ১২ জুলাই ফের তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হবে বীরভূমে।

পুলিশের ছদ্মবেশে প্রতারণার চেষ্টা, ভুয়ো অফিসার ধরা পড়তেই চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ২২ জুন ঃ পুলিশের পোশাক পরে প্রতারণার ছক! এমনই এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল শহরের এক ব্যস্ত এলাকায়। নিজেকে পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিল এক ব্যক্তি। তবে শেষরক্ষা হয়নি। তৎপরতার সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে স্থানীয় বাসিন্দারা ও আসল পুলিশকর্মীরা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি নিজের শরীরে পুলিশ ইউনিফর্মের মতো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিল। কোথাও আবার সে জরুরি কাগজপত্র দেখানোর নাম করে হেনস্তা করছিল সাধারণ মানুষকে। সূত্রের খবর, এক যুবককে রাস্তায় থামিয়ে তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করতে চায় অভিযুক্ত। নিজেকে পুলিশের বিশেষ দপ্তরের অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকে সে। সন্দেহ হলে সেই যুবক স্থানীয় একটি দোকানে ঢুকে ঘটনাটি জানায়। দোকানদার ও কিছু পথচারী মিলে অভিযুক্তকে আটকে রেখে খবর দেন থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি প্রথমে নিজেকে পুলিশের এক গোপন বিভাগের সদস্য বলে দাবি করলেও পরে তার বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। পুলিশ জানায়, ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও বৈধ পরিচয়পত্র বা নিযুক্তি সংক্রান্ত কোনও কাগজ পাওয়া যায়নি। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি তদন্তের স্বার্থে। তবে সে একজন ঠকবাজ এবং এর আগেও একইভাবে বেশ কিছু এলাকায় প্রতারণার চেষ্টা চালিয়েছে বলে সন্দেহ। পুলিশ ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে প্রতারণা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণের অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। তদন্তকারীদের মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের পোশাক পরে নিরীহ মানুষকে টার্গেট করত। অনেক সময় সাধারণ মানুষ পুলিশকে ভয় পেয়ে চুপ করে থাকেন, সেই সুযোগেই টাকা আদায়ের চেষ্টা করত সে। ঘটনাটি সামনে আসার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই বলছেন, যদি একজন ব্যক্তি এভাবে দিনের পর দিন পুলিশের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবে কে আসল আর কে ভুয়ো? এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আইনজীবী থেকে শুরু করে মানবাধিকার কর্মীরাও। তবে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শহরে এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা রুখতে আরও তৎপরতা বাড়ানো হবে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, কেউ যদি পুলিশের পরিচয়ে কিছু দাবি করেন, তবে তাঁর পরিচয়পত্র যাচাই করাই নাগরিকদের অধিকার। আমরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি, যাতে কেউ প্রতারিত না হন। এই ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কেউ পুলিশের পরিচয়ে তথ্য চাইলে বা জরিমানা দাবি করলে প্রথমেই তার পরিচয়পত্র দেখতে বলা হয়েছে। কোনও সন্দেহজনক আচরণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় বা ১০০ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ঘটনাটি সমাজের এক গভীর সমস্যা তুলে ধরছে। ভুয়ো পরিচয় নিয়ে প্রতারণা করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। মানুষকে আরও সচেতন না করা গেলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আরও বাড়বে। এদিকে ধৃত ব্যক্তির ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানতে চাইছে, সে একা এই কাজ করত, নাকি এর পেছনে কোনো বড় চক্র কাজ করছে। তদন্তের জন্য তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে আদালতে। সর্বোপরি, এই ঘটনাটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে একটি সতর্কবার্তা হয়ে উঠেছে। একইসঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা-আসল ও নকলের পার্থক্য বোঝা এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এখন সময়ের দাবি। পুলিশের পোশাক বা পরিচয় মানেই অন্ধ বিশ্বাস নয়, যাচাই করাও প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষা নিয়েই শহরবাসী আপাতত তাকিয়ে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

আগ্রহী চেন্নাইয়িন! সবুজ-মেরুনে চূড়ান্ত হওয়ার পথে কিয়ান

দুররন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের দলে টেনে ও গতবছর সাফল্য পায়নি চেন্নাইয়িন এফসি। লিগ টেবিলের তলানিতে থেকেই শেষ হয়েছিল দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএল। যা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি দলের সমর্থকরা। সেই হতাশা ভুলে পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে পেট্র ক্র্যাটকির শক্তিশালী মুম্বাই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল বিরাট বড় ব্যবধানে। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় ধাক্কা ছিল সকলের কাছে। সেই নিয়ে খুব একটা খুশি ছিল না ম্যানেজমেন্ট। তবে অতীত ভুলে অনেক আগে থেকেই নতুন মরসুমের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে দক্ষিণের এই আইএসএল জয়ীরা। সেক্ষেত্রে বেশকিছু বদল যে দেখা যেতে পারে দলের অন্দরে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। যার মধ্যে আক্রমণভাগের পাশাপাশি বদল ঘটানো হতে পারে মাঝমাঠের বেশকিছু ফুটবলারদের। সেক্ষেত্রে এবার বিভিন্ন মাধ্যমের তরফে

ব্যাপকভাবে উঠে আসছে একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের নাম। আসলে দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির বৃদ্ধি করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকজন ফুটবলারদের দিকেও নজর রয়েছে অভিষেক বচ্চনের এই ফুটবল ক্লাবের। কিন্তু এসবের মাঝেই গত কয়েকদিন ধরে উঠে আসতে শুরু করেছিল নয়া তথ্য। শোনা যাচ্ছিল আসন্ন নয়া মরসুমে ভারতীয় ফরোয়ার্ড কিয়ান নাসিরিকে নাকি নিজেদের দলে ধরে রাখতে রাজি নয় দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও কিয়ানের পারফরম্যান্স নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট ছিল না চেন্নাইয়িন ম্যানেজমেন্ট। গত আইএসএলে মাত্র ১৫টি ম্যাচ খেলেছিলেন মোহনবাগানের এই প্রাক্তন তারকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে নামতে হয়েছিল তাঁকে। স্বাভাবিকভাবেই ভাবেই প্রভাব পড়েছিল পারফরম্যান্সে। যারফলে তিনি যে আর এই ফুটবল ক্লাবে থাকবেন না সেটা প্রায় নিশ্চিত ছিল তখন থেকেই। এবার সেই নিয়েই উঠে আসলো বিশেষ আপডেট। বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কিয়ান নাসিরিকে অন্যত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে চেন্নাইয়িন এফসি। সেক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মনে করা হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো চূড়ান্ত হয়ে যাবে সেই বিষয়টি। একটা সময় এই দলের হয়েই নিজের সেরাটা তুলে ধরেছিলেন কিয়ান। শহরে ফিরে নিজের হারানো ফর্ম ফেরানোই অন্যতম লক্ষ্য তাঁর।

‘বিশ্বকাপে দলে জায়গা পাওয়া সহজ হবে না’, রোহিত-বিরাটকে বার্তা সৌরভের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তাঁরা যত খেলা থেকে সরবেন, খেলাও ছায়ার মতো পিছু হটবে। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির উদ্দেশে এমনই নির্ভেজাল সত্যি স্বচ্ছ আয়নার মতো মেলে ধরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কোনও রকম লুকোছাপা না করেই মহারাজের বক্তব্য-দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবোয়ে-নামিবিয়ায় শুরু হতে চলা বিশ্বকাপের আসরে (২০২৭) দুই ক্রিকেটারের ময়দানে নামা বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। আগের বছর টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটকে বিদায় জানান বিরাট ও রোহিত। চলতি বছর দুজনে টেস্ট থেকেও অবসর নিয়েছেন। রোহিতের সিদ্ধান্ত আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিরাটের ঘোষণায় যদিও ক্রিকেটবিশ্ব তাজ্জব বনে যায়। ছন্দে ছিলেন না ঠিকই। কিন্তু তাঁর জায়গা পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। তবুও লাল বলের ক্রিকেটকে আলবিদা জানান বিরাট। তারপরই উঠতে থাকে আসল সওয়াল-তবে কি বিশ্বকাপের আগে

ওয়ান ডে থেকেও দুই তারকার প্রস্থান ঘটবে? হিসেব বলছে, সাতাশের বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়া দ্বিদেশীয় সিরিজে সাকুল্যে ২৭টি ম্যাচ খেলবে। অর্থাৎ, বছরপিছু মোটামুটি ১৫টি ম্যাচ। এই ধকল নেওয়া কি সম্ভব? কতটা ফিট থাকবেন দুজনে? আদৌ পারবেন জার্নির ক্লান্তি, প্র্যাকটিসের চাপ সামলে ম্যাচে পারফর্ম করতে? অনুরাগীদের মতো সন্দিহান সৌরভও। বলেন, ‘‘আমাদের মনে রাখতে হবে, আর সবার মতো, এই খেলা দুজনের নাগাল ছেড়ে চলে যাবে এবং তাঁরাও ক্রমশ দূরে সরতে শুরু করবেন। প্রতি বছর ১৫টি ম্যাচ খেলা মোটেও সহজ বিষয় নয়।’’ বিরাট ও রোহিতের রেকর্ড নিয়ে কারও মনে কোনও সংশয় নেই। দুজন মিলিয়ে একদিনের ক্রিকেটে ২৫ হাজারের উপর রান তুলেছেন। সেঞ্চুরির সংখ্যা ৮৩। আসল সওয়াল ফিটনেস নিয়ে। বয়সের থাবা কতটা পড়বে, কীভাবে পড়বে-এই চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে। সম্প্রতি দুই তারকা ওয়ান ডে খেলা চালিয়ে যাবেন বলে জোর গলায় দাবি করলেও, বিষয়টা আরও তলিয়ে দেখার পক্ষপাতী সৌরভ। তাঁর কথায়, ‘‘আমার কাউকে কোনও উপদেশ দেওয়ার নেই। আমি যতটা ক্রিকেট বুঝি, ওরাও ঠিক ততটাই বোঝে। দুজনে ঠিক সিদ্ধান্ত নেবে বলেই আমার বিশ্বাস।’’ টেস্ট থেকে বিদায়ের পর, এরপর যদি ওয়ান ডে থেকেও অবসর নেন, তাহলে বিরাটের বদলি কি পাওয়া যাবে না? সৌরভ অবশ্য বিচলিত নন। তাঁর ঘোষণা-একটু সময় লাগবে ঠিকই। কিন্তু জায়গা ভরাট করার খেলোয়াড় অবশ্যই উঠে আসবে।

পন্ত নিজের প্ল্যানিং নিজেই করেন! কাউকে নাক গলাতে দেন না! রহস্য ফাঁস ব্যাটিং কোচের

লিডস, ২২ জুনঃ শুভমন গিল এবং ঋষভ পন্ত, এই দুই ক্রিকেটারকে কদিন আগে যখন ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়ক করা হয়েছিল, তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁদের টেম্পারমেন্ট নিয়ে। কারণ পন্ত যাও বা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় রান পেয়েছেন অতীতে, শুভমন গিল তো এশিয়ার বাইরে তেমন পারফরমেন্সই দেখাতে পারেননি এতদিন। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজে গিয়ে নিজেরাই ব্যাট হাতে জবাব দিয়েছেন গিল এবং পন্ত। ২২৭ বলে হেডিংলে টেস্টে ১৪৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন গিল। আর ঋষভ পন্তও ১৩৪ রানের ইনিংস খেলে নিজের সহ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে শুভমন গিল পাঁচ ইনিংসে মাত্র ৯৩ রান করেছিলেন, ব্যাটিং গড় ছিল ২০র নিচে। ফলে তাঁকে অনেক সমালোচনার মুখেই পড়তে হয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফরের পরই শুভমন গিল নিজের ব্যাটিং টেকনিকে উন্নতি করার জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করেছিলেন, জানাচ্ছেন ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক। তিনি বলছেন, ‘‘অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ও অনেক কিছু শিখেছে, যেগুলো ও নিজের ব্যাটিংয়ে কাজে লাগিয়েছে। যেহেতু অস্ট্রেলিয়া সফরের পরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আর আইপিএল ছিল, তাই ইংল্যান্ড সফরের আগে আমি ওর সঙ্গে খুব বেশি সময় কাটাতে পারিনি। তবে ও নিজে

থেকেই বেশ কয়েকটা বিষয়ে উন্নতি করেছে। ওকে নেটে দেখেই আমি বলছিলাম, যে কয়েকটা বিষয়ে ও পরিবর্তন করেছে টেকনিক। ওকে কৃতিত্ব দিতে হবে, যে ও নিজে থেকেই বুঝতে পেরেছে কোন কোন বিষয়গুলোয় ওর নজর দেওয়া উচিত, আর সেই মতো অনুশীলনও করেছে।’’ ইংল্যান্ডে পন্তের দাদাগিরিতেও মুগ্ধ কোটাক। তিনি বলছেন, ‘‘ঋষভ পন্ত এমন একজন ক্রিকেটার, যে নিজের প্ল্যান নিজেই করে। ও নিজের মতো করেই ভাবনা চিন্তা করে ব্যাটিং করে। এই ইনিংসটা একটু আলাদা ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায়, তবে পুরোটাই ওরই প্ল্যানিং ছিল। শুরুতে যেভাবে ও ব্যাটিং করার করছিল, পরে ও সিদ্ধান্ত নয় অ্যাটাক করার। ও আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে বলে যে ডিফেন্সিভ ক্রিকেট খেলতে পারে না, তেমনটা নয়।’’ ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য সিতাংশু কোটাককে আরও পরিশ্রম করতে হবে, কারণ টিম ইন্ডিয়ার শেষ ৭ উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৪১ রানে। তা নিয়েই ভারতের ব্যাটিং কোচ বলছেন, ‘‘মিডল অর্ডারে ব্যাটিং কোল্যাপস করেছে, কারণ ব্যাটাররাও ছিল। শুধু টেলেন্ডাররা ছিল না। ৪৩০ থেকে ৪৭১ অলআউট, সেখানে ব্যাটাররাও আউট হয়েছে, তাই এটা টেলেন্ডারদের দোষ নয় যে শেষ পাঁচজন পরপর আউট হয়েছে। ক্রিকেটে এটা হতেই পারে, তবে আমরা আরও ভালো কিছু আশা করি ব্যাটারদের থেকে।’’

অলিম্পিক দিবসে ভারতের যুবসমাজকে নতুন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করতে একতার বার্তা পিটি উষার

নয়াদিল্লি, ২২ জুনঃ আজকের এই বিশেষ দিনে, সমগ্র দেশজুড়ে আমরা উদযাপন করছি অলিম্পিক আন্দোলনের মহত্ত্ব। অলিম্পিক কেবল একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি বিশ্বজনীন ভাবনা, যেখানে মানবতা, শান্তি, এবং ঐক্যের বার্তা প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি.টি. উষা যেভাবে বলেছেন, ‘‘আজ আমরা কেবল আধুনিক অলিম্পিক চেতনার সম্মানেই নয়, বরং উৎকর্ষ, একতা এবং অধ্যবসায়ের মূল্যবোধকে হৃদয়ে ধারণ করেই এই দিনটি উদযাপন করছি।’’ অলিম্পিক গেমসের সূচনা আধুনিক যুগে ১৮৯৬ সালে হলেও, এর শিকড় বহু পুরনো গ্রীস সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক অলিম্পিক গেমসের মাধ্যমে বিশ্ববাসী এক ছাতার নিচে আসে, একে অপরের সংস্কৃতি, ভাষা ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং ক্রীড়ার মাধ্যমে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তোলে। ভারতের প্রেক্ষাপটে অলিম্পিক আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশে ক্রীড়া শুধু প্রতিযোগিতার একটি মাধ্যম নয়, বরং সমাজের উন্নয়নের, যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করার এবং জাতীয় গর্ব জাগানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অলিম্পিক

দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যে আয়োজিত হচ্ছে দৌড়, প্রতিযোগিতা, ওয়েবিনার, এবং ক্রীড়া সম্পর্কিত কর্মসূচি, যার মাধ্যমে ছোট-বড় সববয়সী মানুষ অলিম্পিকের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারছে। পি.টি. উষার মতো ক্রীড়াবিদেরা আমাদের দেশের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছেন। তাঁর জীবনযুদ্ধ, কঠোর পরিশ্রম এবং সাফল্য আমাদের শেখায় যে অধ্যবসায় ও সংকল্প থাকলে সব কিছু সম্ভব। অলিম্পিকের 'Citius, Altius, Fortius'-অর্থাৎ 'আরও দ্রুত, আরও উচ্চতর, আরও শক্তিশালী'-এই মূলমন্ত্রটিই আমাদের প্রেরণা দেয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও ভালো করার। অলিম্পিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সমতা। এখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা ভাষার কোনো বিভেদ নেই। একটি মাত্র পতাকা-অলিম্পিক রিং-এর নিচে সবাই সমান, সবাই এক। এই বার্তাটিই আমাদের জাতীয় ঐক্য এবং সামাজিক সম্প্রীতির ভিত্তি হতে পারে। ভারতীয় যুবসমাজের জন্য এই আন্দোলন একটি সুযোগ, যাতে তারা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, নিজেদের সীমা অতিক্রম করতে পারে এবং বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারে। আমাদের উচিত ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, খেলোয়াড়দের মানসিক ও শারীরিক সহায়তা প্রদান, এবং অলিম্পিক চেতনা প্রসারে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া। শেষ কথায় বলা যায়, অলিম্পিক কেবল গেমস নয়-এটি এক ধরনের জীবনদর্শন। উৎকর্ষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, একতার প্রতি বিশ্বাস, এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলা-এইসবই অলিম্পিকের মূল বার্তা। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করি এবং একটি সুস্থ, সচল ও সংহত সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাই।

চিন্নাস্বামী দুর্ঘটনার পর কড়া পদক্ষেপ বিসিসিআইয়ের

সেলিব্রেশনে ৫ দফা নিয়মাবলি জারি

মুম্বই, ২২ জুনঃ ৪ জুন, ২০২৫ দিনটা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ইতিহাসে যেমন গৌরবের, তেমনি ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায় হয়ে থাকল। বহু প্রতীক্ষিত আইপিএল খেতাব জয়ের উদযাপন করতে গিয়ে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টর ঘটনায় প্রাণ হারান ১১ জন সমর্থক। আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জেরে দেশের ক্রীড়ামোদী মহলে নেমে আসে শোকের ছায়া। বেঙ্গালুরুর প্রথমবারের মতো আইপিএল জয় ছিল দলের ভক্তদের কাছে এক আবেগঘন মুহূর্ত। খেতাব জয়ের ঠিক পরদিন, চিন্নাস্বামীতে আয়োজিত হয় এক উদযাপন অনুষ্ঠান। যদিও বেঙ্গালুরু ট্র্যাফিক পুলিশ স্পষ্টভাবে এই জয় উদযাপনের অনুমতি দেয়নি, তবুও দলের তরফে প্রথমে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তা বাতিল করে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই খবর পৌঁছায়নি অনেক ভক্তের কাছে। ফলে ভিড় জমে যায় স্টেডিয়ামের বাইরে, যা পরিণত হয় এক বিশৃঙ্খল ও মর্মান্তিক ঘটনায়। এই ঘটনার দায়ভার নিয়ে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। প্রশ্ন ওঠে-এই উদযাপন কি শুধু আবেগের বশে আয়োজিত হয়েছিল? প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই কি এত বড় ইভেন্ট ঘোষণা করা হয়েছিল? ভিড় নিয়ন্ত্রণে কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল? এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই বিসিসিআই গঠন করেছে তিন সদস্যের এক তদন্ত কমিটি। বোর্ডের সচিব দেবজিত সাইকিয়ার নেতৃত্বে থাকা এই কমিটিতে আছেন সহ-সভাপতি

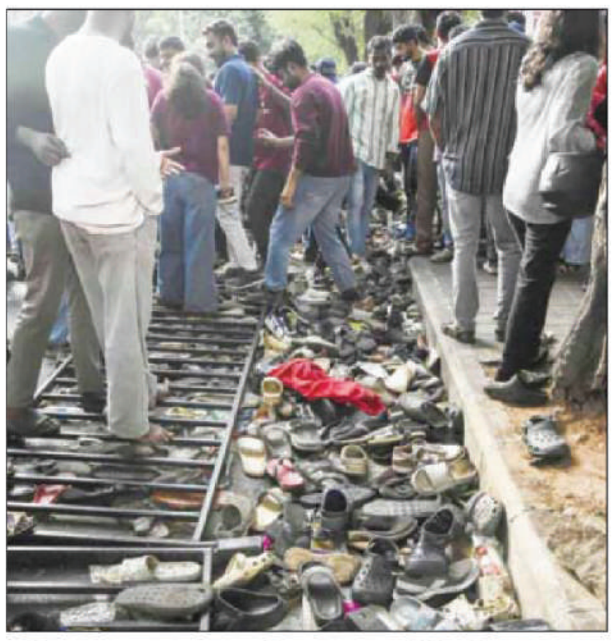

রাজীব শুক্ল এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভজি সিং ভাটিয়া। তবে শুধু তদন্তেই থেমে থাকেনি বোর্ড। ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বিসিসিআই চালু করেছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম-কানুন, যা সমস্ত আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য বাধ্যতামূলক- **১. উদযাপনের আগে প্রস্তুতির সময়।** কোনো দল খেতাব জয়ের পর ৩-৪ দিনের মধ্যে কোনোরকম পাবলিক উদযাপন করতে পারবে না। এই সময়ের ব্যবধানে স্থানীয় প্রশাসন, নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে সঠিক প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ থাকবে। **২. বিসিসিআইয়ের অনুমতি আবশ্যিক।** যেকোনো উদযাপন, প্যারেড বা স্টেডিয়াম ইভেন্ট আয়োজন করতে হলে, দলগুলোকে বিসিসিআইয়ের লিখিত অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া কোনো পাবলিক ইভেন্ট করা যাবে না। **৩. স্তরভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।** ইভেন্ট চলাকালীন নিরাপত্তা থাকবে ৪-৫ স্তরের। বিমানবন্দর থেকে শুরু করে ইভেন্ট ভেন্যু পর্যন্ত খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। **৪. স্থানীয় প্রশাসনের লিখিত অনুমতি।** জেলা পুলিশ, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পুর প্রশাসনের কাছ থেকে লিখিত ছাড়পত্র ছাড়া কোনো পাবলিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। এতে প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত হবে। বিসিসিআইয়ের এই পদক্ষেপ তাই শুধু নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার প্রয়াস। উদযাপন হোক, তাতে বাধা নেই-কিন্তু তা যেন আর কারও জীবনের বিনিময়ে না হয়। খেলার জয়গান গাওয়া হোক প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে-এটাই এখন সময়ের দাবি।

টি-২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল কানাডা

দুবাই, ২২ জুনঃ আগামী বছর ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় বসতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। সেই বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিল কানাডা। এক সময় খলিস্তান ইস্যুতে ভারত এবং কানাডা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। তবে, মার্ক কার্নি কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে এসে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতির চেষ্টা করছেন। অনেকেই মনে করছেন, এর ফলে ভারতে আসার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকবে না। কিং সিটিতে আমেরিকান অঞ্চলের কোয়ালিফায়ারে বাহামা দ্বীপপুঞ্জকে ৭ উইকেটে হারায় কানাডা। এই জয়ের ফলে টানা দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেল তারা। এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে জয় পেল কানাডার। যোগ্যতা অর্জন পর্বে তাদের বাকি এখনও দু'টি ম্যাচ। যদিও সেই ম্যাচগুলি কার্যত নিয়মরক্ষার। ম্যাপল লিফ নর্থ-ওয়েস্ট গ্রাউন্ডে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় কানাডা। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ১৯.৫ ওভারে মাত্র ৫৭ রানে অলআউট বাহামা। কলিম সানা (৩৬) এবং শিবম শর্মা (৩১৬)-র সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন বাহামার ব্যাটাররা। জবাবে মাত্র ৫.৩ ওভারেই লক্ষ্য পূরণ করে কানাডা। ১৪ বলে ৩৬ রানের মেজাজি ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন দিলপ্রীত বাজওয়া। এই জয়ের ফলে আমেরিকাস কোয়ালিফায়ারে কানাডা তাদের আধিপত্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। এই জয়ের ফলে কানাডাকে নিয়ে মোট ১৩টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ইতিমধ্যেই যোগ্যতা অর্জন করেছে আয়োজক ভারত এবং শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাকি ৭ দল সুযোগ পাবে ইউরোপ (২), আফ্রিকা (২) এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল (৩)-এর বাছাইপর্বের ম্যাচ থেকে।

এবার আরেক নারীকে ঘিরে বিতর্কে ইয়ামাল

বার্সেলোনা, ২২ জুনঃ অফ সিজনে (দুটি মরসুমের মাঝের বিরতি) ফুটবলাররা থাকেন মাঠের বাইরে, তাঁদের নিয়ে আলোচনাও হয় কম। তবে বার্সেলোনা ও স্পেনের হয়ে দারুণ মরসুম কাটানো লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে আলোচনা যেন ছুটির মধ্যেই নতুন মাত্রা পেয়েছে। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৭ বছর বয়সী এই তারকার নাম জড়িয়েছে একাধিক নারীর সঙ্গে। যাঁরা আবার বয়সে তাঁর চেয়ে বড়। সম্প্রতি ইনফ্লুয়েন্সার ফাতি ভাসকেজকে ঘিরে গুঞ্জনের পর এবার আলোচনায় প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট নির্মাতা ক্লদিয়া বাভেলের নাম। ২৯ বছর বয়সী এই নারীর সঙ্গে জল্পনা নিয়ে মুখ খুলেছেন ইয়ামাল। তবে বাভেল বার্সা তারকার বক্তব্য ‘সঠিক নয়’ দাবি করে ইয়ামালের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছেন। ১৯ জুন স্প্যানিশ টিভি শো ট্রেডএআর-এ একটি খবর প্রকাশ পায় যে ক্লদিয়া বাভেল নাকি ইয়ামালের সঙ্গে একটি ডেট আয়োজনের চেষ্টা করেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এক ফটোগ্রাফার, যিনি দুজনের ছবি তুলে দেওয়ার কথা। আর তা বিক্রি করে লাভবান হতে চেয়েছিলেন বাভেল। অনুষ্ঠানে বলা হয়, পুরো বিষয়টি ছিল একধরনের ‘মিডিয়া ফাঁদ’।

অনুষ্ঠান থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি ইয়ামালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ইয়ামাল ট্রেডএআর শোতে জানান, এমন কিছু কখনোই ঘটেনি, ‘‘আমাদের দেখা হয়নি। বাভেল আগ্রহ দেখালেও আমি ‘না’ বলেছিলাম।’’ অনুষ্ঠানে ইয়ামাল আরও জানান, তাঁর মা কখনোই কোনো মেয়েকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না। বাভেলের সঙ্গে তাঁর কখনো দেখা হয়নি বলেও দাবি করেন। ইয়ামালের বক্তব্য সামনে আসার পর এ নিয়ে মুখ খুলেছেন বাভেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ইয়ামালের বক্তব্য খণ্ডন করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন তিনি। সেখানে বাভেল অভিযোগ করেন, ইয়ামালই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন, ‘‘তিনিই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছেন, দেখা করার জন্য জোর করেছেন। তিনি বলেছেন, মায়ের সঙ্গে থাকেন। বাস্তবে তিনি একা থাকেন। এখন তিনি দাবি করছেন, আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ তিনিই আমার পেছনে ঘুরছিলেন। এমনকি আমাদের কখনো দেখা হয়নি বলেও অস্বীকার করছেন, অথচ একাধিক সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদের দেখা হয়েছে।’’ এখনো ১৮ বছরে না পৌঁছানো ইয়ামালের সঙ্গে কোনো সম্পর্কে না জড়ানোর কথা জানিয়ে বাভেল বলেন, ‘‘আমি সম্মানের সঙ্গে অনুরোধ করছি, যেন আমাকে উদ্দেশ করে কুৎসিত ও মানহানিকর বার্তা পাঠানো বন্ধ করা হয়। আমি কখনোই কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িনি, কখনো কোনো সাক্ষাৎ নির্ধারিত হয়নি। আর খ্যাতি বা অর্থ উপার্জনের কোনো পরিকল্পনাও আমার ছিল না।’’ তবে বাভেল তাঁর বিবৃতিতে এটি নিশ্চিত করেন যে সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার কথা বললেও দুজনের মধ্যে আলাদাভাবে কোনো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, ‘‘একটি বিষয়ে আমরা একমত যে আমাদের মধ্যে বাস্তবে কোনো সাক্ষাৎ ঘটেনি।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com